চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ১৮ ফাল্গুন – ২৪ ফাল্গুন, ১৪৩০ ঃ ২ মার্চ – ৮ মার্চ, ২০২৪
Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 18, 2 March - 8 March, 2024
৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ইডির বিরুদ্ধে সংবাদ মাধ্যমকে কোনো তথ্য না দেওয়ার

জন্য দিল্লি হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন লোকসভা থেকে বহিষ্কৃত সাংসদ মহুয়া মৈত্র। মহুয়ার এই আর্জি খারিজ করে দেয় আদালত।

রবিবার : ব্রিটিশ আমলে তৈরি চলতি ক্রিমিন্যাল কোডের

বদলে সংসদের গত শীতকালীন অধিবেশনে পাশ হওয়া ৩ ফৌজদারি আইন ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম আগামী ১জুলাই থেকে চালু হবে বলে জানাল কেন্দ্র।

সোমবার : সরকারি অর্থ খরচ নিয়ে অস্বস্তি পিছু ছাড়ছে না রাজ্যের।

এবার স্কুল গ্রন্থাগারের জন্য বই কিনতে কেন্দ্রের দেওয়া ২৯ কোটি টাকা ৫ বছর ধরে পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগ। সচিবের আশ্বাসে সমস্যা মিটবে কিনা তা বলবে ভবিষ্যৎ।

মঙ্গলবার : সন্দেশখালিতে অভিযোগ উঠল তে'ভাগা

অন্দোলনের স্মৃতিস্মারক চত্বরও গ্রাস করে নিয়েছে শাহজাহান বাহিনী। সেখানে গড়ে উঠেছে ক্লাব, পার্টি অফিস। ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে মদের বোতল, রান্নার উনান।

বুধবার : আগামী লোকসভা ভোটের আগে পুরুলিয়ার

জনসভায় দাঁড়িয়ে কুর্মিদের জনজাতি তালিকাভুক্তির দাবি কার্যত মেনে নিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি কথা দিয়েছেন সমীক্ষা করারও।

বৃহস্পতিবার : লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই আইন

শৃঙ্খলার অবণতির অভিযোগে বিদ্ধ পশ্চিমবঙ্গে আসছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সব থেকে বেশি বাহিনী মোতায়েন হতে চলেছে সন্দেশখালি খ্যাত উত্তর ২৪ পরগনায়।

শুক্রবার : গভীর রাতে গ্রেপ্তার করার পর সকালে বসিরহাট কোর্টে

তোলা হল সন্দেশখালি কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহানকে। শাহজাহানই সব অপরাধের মূল বলে জানাল পুলিশ। দলও বহিষ্কার করল তাকে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

বাংলার সন্দেশখালি দেখিয়ে দিল

জমিদারি প্রথা সমানে চলেছে

ওঙ্কার মিত্র

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত দ্বীপ সন্দেশখালিতে গত ৫৫ দিনের গণঅভ্যুত্থান, চুনোপুঁটি নেতা নামক দালালদের গ্রেফতার, অত্যাচারীর তকমা পাওয়া মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহানের ধরা পড়া, বিচারালয়ে তার বাদশাহী পদচারণা, নবাবী অঙ্গুলিহেলন এবং অতি সাধারণ সন্দেশখালিবাসীর প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে দিল দেশ থেকে মোঘল–ব্রিটিশ বিদায় নিলেও বাংলায় ফৌজদারি–জমিদারি ট্রাডিশনের অবসান আজও ঘটেনি।

প্রাচীন হিন্দু রাজাদের রাজত্বকাল পেরিয়ে মুসলিম শাসনে জমি জরিপের মাধ্যমে ভারতবর্ষে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা প্রথম চালু করেছিলেন সম্রাট শের শাহ। জন্ম হল মধ্যস্বত্বভোগী শিকদার, মুন্সেফ, কানুনগো, ফোতাদার, পাটোয়ারীদের যাদের দেওয়া হল রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব। শুরু হল এ দেশের খেটে খাওয়া কৃষকদের উপর দমন, পীড়ন, শোষণের অধ্যায়।

এরপর ক্ষমতায় এসে সম্রাট আকবর আরও সংগঠিত করলেন এই ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে। ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে চালু করলেন দহশালা নামক রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা যাকে সুচারুরূপে লাগু করলেন তাঁর অর্থমন্ত্রী টোডারমল। আরও বেশি রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে যুক্ত হল আরও কিছু নতুন নামধারী দালাল জায়গীরদার, মুকাদ্দাম, চৌধুরী, খাজনাদার, তহশিলদার যাদের অন্যতম। আরও নতুন নতুন কায়দায় নেমে এল দমন, উঠে এল বাড়তি রাজস্ব। মোঘল আমলের শেষদিকের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থে লিখেছেন, 'আরঞ্জবের শত্রুরাও বলিতে বাধ্য যে, তিনি অতি দৃঢ়হস্তে শাসন করিতেন, সুতরাং তৎকৃত অন্যায়গুলি দ্বারাও দেশের শাসনযন্ত্র শিথিল হইতে পারে নাই। কিন্তু পরবর্তী সম্রাটগণের অর্থগৃধ্নুতা এবং শক্তিসামর্থ্যের অভাবে দেশ উত্তরোত্তর ধ্বংসের মুখে চলিতে লাগিল; যাঁহারা আইনজ্ঞ এবং সুবিচারক তাঁহারা ক্রমশঃ হটিয়া গেলেন এবং নিতান্ত দুষ্ট চরিত্র লোকেরা সিংহবিক্রমে প্রজা পীড়ন আরম্ভ করিয়া দিল। বাংলাদেশে এই অর্থগৃধ্নুতার ফলে হিন্দু জমিদারদিগের জন্য 'বৈকুন্ঠের' ব্যবস্থা হইতে সেই অত্যাচার কতক পরিমানে বুঝা যাইবে– সামান্য হিন্দু প্রজারা যে কত সহিয়াছিল, তা না বলাই ভাল।'

এরপর পাঁচের পাতায়

বাংলার জন্য দরাজ প্রধানমন্ত্রী

সব আসনে পদ্ম ফুটবে : মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ: বাংলায় লোকসভা নির্বাচনের জয়ধ্বনি তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর আরামবাগের জনসভার মাধ্যমে। প্রথমে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে বাংলার বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ৭২০০ কোটি টাকার নতুন প্রকল্প এবং শিলান্যাস অনুষ্ঠান করেন। যেখানে রেল পেট্রোল এবং জল সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় আছে। তারপর আরামবাগের কালিপুরে জনসভায় তিনি বক্তব্য রাখতে ওঠেন। এদিন আরামবাগের জনসভায় মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ভোরবেলা থেকেই বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ ভিড় জমিয়েছেন আরামবাগে। নরেন্দ্র মোদী

বলেন, 'সন্দেশখালিতে যে ঘটনা ঘটেছে তা বোধহয় রামমোহনের আত্মাকেও কষ্ট দিয়েছে। এখানকার সরকার অপরাধীদের বাঁচাবার জন্য কাজ করছে। জনতার চাপে শেষমেষ সন্দেশখালির অভিযুক্ত অপরাধী এখন পুলিশের হাতে। এখানে তৃণমূল কংগ্রেস গুন্ডারাজ কায়েম করেছে। কেন্দ্র সরকার টাকা দিলেও তা মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। দেশের কোটি কোটি মানুষ বিনামূল্যে আয়ুষ্মান ভারতের চিকিৎসা পরিষেবা পেলেও এ রাজ্যে সেই পরিষেবা শুরু করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে।'

এরপর পাঁচের পাতায়

দুয়ারে থানা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর: সন্দেশখালি দেখে সম্ভবত টনক নড়েছে পুলিশের। পুলিশ এবার দুয়ারে। বেশ কিছু গ্রাম রয়েছে যেগুলি থানা থেকে অনেকটা দূরে অবস্থিত। সেই সব এলাকার মানুষের থানায় গিয়ে অভিযোগ জানানো কষ্টকর। তাই এবার দূরবর্তী গ্রামে পুলিশ নিজেই যাচ্ছে অভিযোগ নিতে, একইসঙ্গে সমস্যার সমাধানও বাতলাবে তারা। সেখানে খোলা হচ্ছে পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র। গ্রামবাসীরা সেখানে নিজেদের অভাব– অভিযোগের কথা জানাতে পারছেন। মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়াতে বারুইপুর পুলিশ জেলা আগেই এমন পরিকল্পনা নিয়েছিল। এবার তা বাস্তবায়নের দিকে এগোল।

জানা গিয়েছে, পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র বাড়তি নজর দেবে সাইবার প্রতারণার ঘটনায়। পাশাপাশি, সুন্দরবনের মৈপীঠ থেকে শুরু করে কুলতলি, গোসাবা, বাসন্তী, সুন্দরবন ও ঝড়খালি উপকূল থানা এলাকার সহায়তা কেন্দ্র থেকে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস রুখতে সচেতনতার বার্তা ও মাইকিং করা হবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

সন্দেশখালিতে ১৭৪ ধারা চলছে কী করে যাব : নুসরত

নিজস্ব প্রতিনিধি : বসিরহাটের সাংসদ নুসরত জাহান সম্প্রতি এক সাংবাদিকের প্রশ্নে বলেছেন, সন্দেশখালিতে এখন ১৭৪ ধারা চলছে আমি কী করে যাব। আমি গেলে তো আমার সঙ্গে আরো ৪–৫ জন যাবে। তাই যাচ্ছি না। পাঠক আমি ঠিকই বলছি। আপনারা হয়তো ভাবছেন ১৪৪ ধারা কোথায় আবার ১৭৪ ধারা হল। আসলে বসিরহাটের সাংসদ নুসরাত জাহান জানেন–ই না আসলে কোন ধারা আরোপ হয়েছে সন্দেশখালিতে। নাকি তিনি কিছুই আইনি ব্যপার বোঝেন না। বসিরহাট এলাকার মধ্যে পড়ে সন্দেশখালি। ১৪৪ ধারা জারি থাকার কারণে যখন শাসকদলের প্রতিনিধিরা দিব্যি যেতে পারছেন সন্দেশখালি। যেমন মন্ত্রী সুজিত বসু, পার্থ ভৌমিক প্রায় যাচ্ছেন এবং কীর্তনে গিয়ে মালা পরে নাচ–গান করছেন তখন বসিরহাটের সাংসদ সন্দেশখালিতে যেতে পারছেন না কেন? সন্দেশখালি যখন জ্বলছে তখন বসিরহাটের সাংসদ অভিনেত্রী নুসরাত হাসান ভ্যালেন্টাইনস ডে, চকোলেট ডে, প্রতিদিনই তাঁর

এক্স হ্যান্ডেলে তার বিভিন্ন ছবি পোস্ট করছেন। তৃণমূল কংগ্রেস কেমন মহিলাকে বসিরহাটের প্রার্থী করেছিলেন এ নিয়ে উঠছে প্রশ্ন এবং বিতর্ক। সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো রোজই বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাহলে সাংসদ কেন এলাকায় যাচ্ছেন না। পঞ্চায়েত ভোটের আগে এই নুসরাত জাহান বলেছিলেন, কেন্দ্র সরকার আমাদের জন্য কী করেছেন। আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকা আটকে রেখেছেন ১০০ দিনের কাজের টাকা। ভোটের সময় কংগ্রেস বা বিজেপি ভোট চাইতে এলে বাঁশের ঢপা ঢপ দেবেন। এখন আবার দেখা যাচ্ছে সন্দেশখালির মা–বোনেদের হাতে বাঁশ। তাহলে কি তিনি ভয় পাচ্ছেন যে সন্দেশখালি গেলে তারও কপালে জুটতে পারে বাঁশ।

নদীর গতিপথ আটকে অবাধে চলছে ট্রলার ঘাট তৈরির কাজ

রবীন দাস, কাকদ্বীপ : সুন্দরবনকে রক্ষার্থে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে যখন প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা খরচ করে ম্যানগ্রোভ চারা বসানো হচ্ছে ঠিক তখনই এক অন্য ছবি ধরা পড়ল কাকদ্বীপের প্রতাপাদিত্য নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর গোবিন্দপুর গয়লার চক এলাকায়। সেখানে নির্বিচারে ম্যানগ্রোভ কেটে নদীর গতিপথ রুদ্ধ করে তৈরি করা হচ্ছে ট্রলার ঘাট। এই বিষয়ে নামে স্থানীয় ওই মৎস্য ব্যবসায়ী উজ্জ্বল দাসের দাবি তিনি ম্যানগ্রোভ কাটেননি এবং তার জায়গার সঠিক কাগজপত্র রয়েছে। এরপর পাঁচের পাতায়

ছবি : অরুণ লোধ

রায়পুরে নদী বাঁধের সংস্কার হচ্ছে ধীরগতিতে

কুনাল মালিক, বজবজ : দক্ষিণ শহরতলীর বজবজ ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত হুগলি নদী তীরবর্তী রায়পুরে নদী বাঁধের ভাঙন একটি দীর্ঘদিনের সমস্যা। প্রতি বছরই এখানে নদী গ্রাস করছে নদী বাঁধকে। রায়পুরহাট এর বাজার সংলগ্ন এলাকার মানুষেরা প্রতিবছরই কোটালের সময় কিংবা বর্ষার সময় সমস্যার মধ্যে পড়েন। বেশ কয়েক মাস আগে এই রায়পুর নদী বাঁধের ভাঙন প্রকট হয়েছিল। নদী গর্ভে চলে গেছে কয়েকটি দোকানও। সেই সময়ে তড়িঘড়ি সেচ দপ্তর ও ব্লক প্রশাসন কোনো রকমে বাঁধ রক্ষা করে।

এরপর পাঁচের পাতায়

জেলাজুড়ে 'তদন্ত' জল্পনায় সিলমোহর বিজেপি'র

বর্ধমানে তৃণমূল কংগ্রেসের দেড় ডজন নেতা–কর্মী কেন্দ্রীয় এজেন্সির স্ক্যানারে

দেবাশিস রায় : প্রথমে পূর্বস্থলী এবং পরে কাটোয়া।২০২৩ সালে এই দুই জায়গায় দলীয় সভা করতে এসে দুর্নীতি ইস্যুতে পূর্ব বর্ধমান জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সলতে পাকানোর কাজটা আগেই সেরে রেখে গিয়েছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা সংসদ সদস্য সুকান্ত মজুমদার। তিনি সেবার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের 'দাপুটে' একাধিক নেতৃত্বের ঝড়ের বেগে বৃদ্ধি পাওয়া সম্পত্তি–প্রতিপত্তির দিকে আঙুল তুলে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় এজেন্সি ইডি–সিবিআইয়ের হাত কতটা লম্বা হতে পারে।তারপর থেকেই জেলার কোণায় কোণায় তৃণমূল কংগ্রেসের দাপুটে এবং প্রভাবশালী নেতাদের একাংশের রকেট গতিতে উত্থান ও সম্পত্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধির গ্রাফ নিয়ে জনমানসে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়।সেইসঙ্গে জল্পনার পারদও চড়তে থাকে। রাজ্যের শস্যগোলা তথা পূর্ব বর্ধমান জেলার আনাচকানাচে তৃণমূল কংগ্রেসের একশ্রেণীর নেতা–কর্মীদের ঘরে ঘরে ইডি–সিবিআইয়ের নজর পড়েছে বলে এতদিন শুধুমাত্র জল্পনাই চলছিল।এবার সেই জল্পনায় কার্যত সিলমোহর দিয়ে দিল জেলা বিজেপি।যা নিয়ে লোকসভা নির্বাচনের মুখে সর্বত্র শোরগোল পড়ে গিয়েছে।এমনকী, পাড়ায় পাড়ায় বিভিন্ন ঠেকে রাজনীতির জোর চর্চায় উঠে আসছে বর্ধমান সহ কাটোয়া, কালনা এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রভাবশালী বেশ কয়েকজনের নাম।দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বের আশীর্বাদপুষ্ট 'দাপুটে' ওই তৃণমূলীরা দুরন্ত গতিতে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হতেই তাঁদের ভাবমূর্তি ও স্বচ্ছতা প্রশ্নে সর্বত্র কানাঘুষো চলছে।জেলা গেরুয়া শিবিরের জোরালো দাবি, বর্ধমানের তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতিগ্রস্ত ১৭ জন 'দাপুটে' নেতার বিরুদ্ধে ইডি–সিবিআই খুব শীঘ্রই তদন্তে নামতে চলেছে।যদিও তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব বিজেপির এধরনের দাবিকে কোনওভাবেই গুরুত্ব দিতে নারাজ।তাঁরা এই বিষয়টিকে বিজেপির অপপ্রচার এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মন্তব্য করেছেন। তবে, পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের 'নিষ্ঠাবান' প্রবীণ এক শীর্ষ নেতা অবশ্য ঘাসফুল নেতা–কর্মীদের একাংশের মধ্যে অধঃপতন এবং দুর্নীতি বাসা বাঁধার গুরুতর অভিযোগগুলি একেবারে উড়িয়ে দিতে চাননি।একসময় যারা বামেদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, স্বজনপোষণের লাগাতার অভিযোগ তুলে জনমানসে ব্যাপক প্রভাব ফেলে দিয়ে

এরপর পাঁচের পাতায়

নিবারণ দত্ত রোড বেহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাতগাছিয়া: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাতগাছিয়া বিধানসভার অন্তর্গত আমতলায় নিবারণ দত্ত রোডের বেহাল অবস্থায় জেরবার নিত্যযাত্রীরা। আমতলা থেকে যে মূল সড়কটি বাখরাহাটের দিকে চলে গেছে সেই রাস্তার ডানদিকে বেশ কিছুদিন আগে জলের পাইপ লাইনের কাজ হয়। তার ফলে পিচ রাস্তা ভাঙতে হয়। ওই নিবারণ দত্ত রোডে বেশ কিছু জায়গায় সংকীর্ণ হয়ে গেছে। সেই ভাঙা পিচ রাস্তার এখনো সংস্কার হয়নি সেখানে মাটি বেরিয়ে আছে। অনেক জায়গায় পিচ রাস্তা থেকে পাশের মাটির রাস্তা নিচে নেমে গেছে। এর ফলে গাড়ি চলাচল করতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

আমাদের ভোট না দিলে হাত কেটে লিব : জটিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : 'ভোট দিস আর না দিস তোর বের হবার দরকার নাই। ঘরে বসে থাকবি। আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করলে হাত কেটে লিব। এই মন্ত্রটা কানে কানে ফাস্ট রাউন্ডে দিয়ে দাও। তুমি দিদির ভাত খাচ্ছ আর অন্যকে ভোট দিবে তাহলে হাত কেটে লিব।' এই মহান উক্তিটি বক্তৃতার মাধ্যমে করেছেন সম্প্রতি বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সহ–সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা জটিল মণ্ডল। এই ভিডিওটি ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে। সম্প্রতি সন্দেশখালির ঘটনা থেকে শাসকদলের তৃণমূল নেতারা যে এতটুকু শিক্ষা নেয়নি তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। তাই নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই সন্ত্রাসের বাতাবরণকে আরো জাগিয়ে তোলা হচ্ছে। মানুষের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করা হচ্ছে। একদা এই বীরভূমে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ছিল অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেস্টোর। গুড় বাতাসা, নকুল দানা, চড়াম চড়াম, পুলিশকে বোম মারবো– নানা বাণী প্রয়োগ করে যিনি সংবাদের শিরোনামে বারবার উঠে এসেছেন। সেই বীরভূমের বীর বর্তমানে তিহার জেলে কন্যা সহ দিন কাটাচ্ছেন। তাই এখন বীরভূমে নতুন বীরের আবির্ভাব হয়েছে যার নাম জটিল মণ্ডল। তিনি কর্মী সভায় নিদান দিচ্ছেন যে কেন্দ্রীয় বাহিনী আসার আগেই মানুষের কানে কানে মন্ত্র দিতে হবে যে ভোট না দিলে হাত কেটে লিব। তাই মানুষের মনে প্রশ্ন জাগছে নির্বাচন কমিশন রাজ্যে ৯২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু তাদের কি যথার্থভাবে ব্যবহার করা হবে। কিংবা ভোটের দিন তাদের বসিয়ে রেখে অবাধে লুটপাঠ চালাবে নাতো শাসক দল। ভোট মিটে গেলে কেন্দ্র বাহিনী

এরপর পাঁচের পাতায়

নিঃশর্ত নাগরিকত্ব পেলেই পদ্মের চরণে শরণ মতুয়া ও উদ্বাস্তুদের

কল্যাণ রায়চৌধুরী

কেন্দ্র, রাজ্য উভয় সরকারই রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এগোতে চাইছে। রাজ্যের মতুয়া ও উদ্বাস্তুদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) কার্যকর করণের। অবশেষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফ থেকে ২০২৪–এর লোকসভা নির্বাচনের আগেই রাজ্যে সিএএ কার্যকর বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ে যাবে বলে আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে। জাতপাত সম্প্রদায়ের ছায়া যখন বর্তমান রাজনীতিতে দীর্ঘ তখন সিএএ ইস্যু যে আগামী ভোটে সোরগোল ফেলবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এপ্রসঙ্গে সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, '২০০৩ সাল থেকে নাগরিকত্ব নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল উদ্বাস্তু মানুষের ক্ষেত্রে যারা এক সময় অখণ্ড ভারতের অংশ হিসাবে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান সহ যে প্রতিবেশী দেশগুলি ছিল। ২০০৩ সালে যে নাগরিকত্ব আইন হয়, তাতে দেখা গিয়েছে যে, এখানে জন্মগ্রহণ করলেও বাবা–মা বৈধ নাগরিক না হলে সেই শিশুও নাগরিকত্ব পাবে না। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ভারতে নাগরিকত্ব লাভের যে আইন তৈরি হয়, তা অনেকবার কাট–ছাঁট হয়েও ২০০৩ সালে একটা ভয়ঙ্কর আইন

ভোটের হাওয়া

তৈরি হয়। যাকে নাগরিকত্বের 'কালা কানুন' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। সেই সময় থেকে সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘ লাগাতার আন্দোলন শুরু করে। এ ব্যাপারে পার্লামেন্টে মুখ খোলার জন্যও কথা বলা হয়েছে। তখন ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তারা ক্ষমতায় এলে এর সুরাহা করবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বস্ত করে বলেছেন, 'ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, আধার কার্ড তো রয়েছে। নাগরিকত্বের শংসাপত্রের আলাদা করে কোনও প্রয়োজন নেই।' এ ক্ষেত্রে বলি, যদি এনআরসি হয়, যেটা আসামে হয়েছে তাতে যে ডকুমেন্টগুলো চাইছে ভারতীয় নাগরিকের প্রমাণপত্র হিসেবে, সেক্ষেত্রে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড এগুলোর গুরুত্ব অনেক কম। এগুলোর কোনওটাই নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। এমনটা এই কার্ডগুলোতেই লেখা আছে। নাগরিকত্ব বিষয়টা ধামাচাপা দেওয়ার ব্যাপার নয়। আজ হোক বা কাল এনআরসি হবেই। এই কারণের জন্য ২০০৩ সালের আইন একটা ভয়ঙ্কর জায়গা। যাদের উপযুক্ত কাগজপত্র নেই তাদের জন্য এনআরসির রক্ষা কবচ হল, সিএএ ২০১৯। কারণ আইন সকলের ক্ষেত্রেই সমান। এ কারণে সিএএ ২০১৯ হল একমাত্র বিকল্প। তাই আমরা দেখেছি ২০১৯ সালে বিজেপি যখন দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসে, তারপর বিষয়টি পার্লামেন্টে উত্থাপন হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

Alipur Barta: 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 18, 2 March - 8 March, 2024

উত্তরের আঙিনায়

মেয়ের বিয়েতে সাহায্য

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি: আবারো মানুষের পাশে সমাজসেবী দেবাশীষ সরদার। সমাজসেবী দেবাশীষ বাবু সব সময় অসহায় মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াতে ভালোবাসেন। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন তিনি। বিপদে পড়লে দেবাশীষ বাবুকে পাশে পায় অসহায় মানুষগুলো। সারা বছরই তিনি বিভিন্ন রকম সামাজিক কাজকর্মে নিজেকে যুক্ত রাখেন। কখনো বা রক্তদান কখনো চক্ষু পরীক্ষা শিবির, নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, দুস্থ মানুষদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ সহ একাধিক কর্মসূচি করে থাকেন নিজস্ব উদ্যোগে। এবার তিনি একটি অসহায় পরিবারের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন।

নিরঙ্কারি মিশনের নদী সাফাই অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : স্বচ্ছ জল, স্বচ্ছ মন– এই বার্তা নিয়ে সন্ত নিরঙ্কারি মিশনের তরফ থেকে মহানন্দা নদী সাফাই অভিযান হল। মিশনের ভক্তবৃন্দরা বাবা হরদেব সিংজী মহারাজের ৭০ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে এই বিরাট সাফাই অভিযানের আয়োজন করে। শুধু শিলিগুড়ি নয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংশ্লিষ্ট মিশনের স্বেচ্ছাসেবকরা এই সাফাই অভিযানে শামিল হয়। শিলিগুড়ি নিকটবর্তী বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৬০০ ভক্তবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। সন্ত নিরংকারী মিশন আজ সারা ভারতের ১২০০ স্থানে এই অভিযানের আয়োজন করে। শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের বোরো চেয়ারম্যান তথা দু'নম্বর ওয়ার্ডের পৌর মাতা শ্রীমতি গার্গী চ্যাটার্জী, শিখা ঘোষ, রামভজন মাহাতো এবং মিশরের জোন নাম্বার ৪৭–এর জোনাল ইনচার্জ কে.এম. ছেত্রী এই অভিযানে উপস্থিত থেকে সকল অংশগ্রহণকারীকে অনুপ্রাণিত করেন। সকাল থেকে এই সাফাই অভিযান শুরু হয়। মিশনের সদস্যরা জানান, মন পরিষ্কার থাকলে যেমন উন্নতি হয় ঠিক তেমনি জল পরিষ্কার থাকলে তা অমৃত সমান। সেই বার্তা নিয়ে এই সাফাই অভিযান।

সাপের বিষসহ গ্রেফতার ৩ পাচারকারী

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : কার্শিয়াং বনবিভাগের বাগডোগরা রেঞ্চ এবং বণ্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর যৌথ অভিযানে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি দুপুর আড়াইতে নাগাদ প্রায় ৪ কেজি সাপের বিষ ও দুটি গাড়ি সহ ধরা পড়ে ৩জন। উত্তর দিনাজপুরের ইসলাম পুরের খেড়ুবাড়ির শাহনাওয়াজ (২৯), ইসলামপুরের মেলামঠের বাসিন্দা মৌতহিদ আলাম (৩৯) ও ইসলামপুরের হান্তগোনার আজমল দুটি গাড়িতে (ডব্লিউবি ৯২এ ৩৭৮৬/, ডব্লিউবি ৭২আর১৫৯২) দুটি কাঁচের বয়ামে সাপের বিষ নিয়ে পাড় হচ্ছিল দার্জিলিঙের কাছে উত্তর দিনাজপুরে মহানন্দা সেতু। এই সময় তাদের ধরা হয়। একটি বয়াম ছিল ১.৭৬৯ কেজির, অন্যটি ২.০২৯ কেজি। এদের বিরুদ্ধে বণ্যপ্রাণী আইনের ৯,৩৯,৪৪,৪৮এ, ৪৯বি এবং ৫১ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২ মার্চ – ৮ মার্চ ২০২৪

মেষ রাশি : উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় দ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি। অর্থের অপচয় বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যহানি বা শারীরিক কারণে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়বৃদ্ধি। যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ভুল পরিকল্পনা হতে পারে। কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্য।

প্রতিকার : শনিবার রাহুর মন্ত্র পড়ুন।

বৃষ রাশি : কর্মক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। ফাটকা বা শেয়ারে বিনিয়োগ ঝুঁকি রয়েছে। ঠাণ্ডা জনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধিতে শয্যাশায়ী হতে পারেন। প্রশাসনিক স্তরে কর্মরত ব্যক্তিদের কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির সম্ভাবনা। মামলার নিষ্পত্তিতে বিলম্ব।

প্রতিকার : ২১ বার প্রতিদিন 'ওঁ গুরবে নম' পড়ুন।

মিথুন রাশি : কর্মক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি। ভাগোন্নতিতে বাধা। পিতার সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। আর্থিক অনটন বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে গুরুজনের সঙ্গে মতানৈক্য বৃদ্ধি। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে অকৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে নথিপত্র যাচাই করে ক্রয় করা উচিত।

প্রতিকার : প্রতিদিন বিষ্ণু সহস্র নাম পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পীসত্বার বিকাশ। ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে পারিবারিক সাহায্য পেতে পারেন। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অগ্রগতির সম্ভাবনা। দাম্পত্য শান্তি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্যের অবনতি হলেও আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রাচীন গ্রন্থ সৌন্দর্য লাহিড়ীর প্রতিদিন জপ করুন।

সিংহ রাশি : ভ্রমণে বিপত্তি ঘটতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। সঞ্চিত অর্থের অপচয় বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ হলেও তা থেকে অব্যাহতির সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ হলেও আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা। স্বজনের অনৈতিক কর্মের জন্য মনোকষ্ট বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন আদিত্য হৃদয়ম পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : অযাচিত ঝুট–ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। সব কাছে অন্যমনস্কতার দরুণ বিপত্তি ঘটতে পারে। সন্তানের অর্থের অপব্যয়ের দরুন মনোকষ্ট বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজকর্মের জন্য পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। জমি বাড়ি ক্রয় করার সুযোগ আসতে পারে। জমি–বাড়ি ক্রয় করার সুযোগ আসতে পারে। ঋণ নেওয়ার সুযোগ আসতে পারে। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। ব্যবসার বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে।

প্রতিকার : ৫১ বার 'ও নম ভগবতে বাসুদেবায় নম।

তুলা রাশি : কর্মক্ষেত্রে সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে অগ্রগতির সম্ভাবনা। ভ্রমণ আপাতত এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। স্বামী–স্ত্রীকে নিয়ে পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি বাড়বে। সন্তানের গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। অর্থ পরিশোধে বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের বিদেশ যাওয়ার সংযোগ আসতে পারে। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ১৯ বার 'ওঁ গনেশায় নম' পাঠ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : কর্মস্থলে সতর্কতার সঙ্গে কর্ম করার প্রয়োজন নতুবা বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। পিতার সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতিমূলক কর্মে অগ্রগতির সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অনীহা বৃদ্ধি। সন্তানের চাকরি পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায় আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। দাম্পত্য অশান্তি বৃদ্ধি। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

প্রতিকার : প্রতিদিন হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

ধনু রাশি : সন্তানের কর্মক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি। আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ চরম পর্যায়ে যেতে পারে। বন্ধু কর্তৃক প্রতারিত হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে বিপত্তি হতে পারে। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি। সম্পত্তি ক্রয়–বিক্রয় নথিপত্র যাচাই করার প্রয়োজন রয়েছে। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ১০৮ বার 'ওঁ রাহবে নমঃ' পাঠ করুন।

মকর রাশি : সন্তানের কর্মোন্নতিতে সুসংবাদ পেতে পারেন। সন্তানের পড়াশোনার ক্ষেত্রে পরীক্ষায় সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। চাকরিতে সমস্যা হলেও প্রতিকূলতা কাটিয়ে অগ্রগতির সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি পেলেও আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ। ব্যবসায় বাধা।

প্রতিকার : ১৯ বার ওঁ বায়ু পুত্রায় নমঃ পাঠ করুন।

কুম্ভ : জমি ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দলিল যাচাই করা প্রয়োজন। ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি, সঞ্চয়ে বাধাও স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ।

প্রতিকার : ৪৪ বার ওঁ মন্দায় নমঃ পাঠ করুন।

মীন : যেকোনো কর্মে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা। জ্যোতিষ তথা বেদ পুরাণ পাঠ করার প্রতি আগ্রহ। পারিবারিক কারণে স্বামীর সঙ্গে বিবাদ চড়মে যেতে পারে। শারীরিক পীড়ায় শয্যাশায়ী হতে পারেন। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা। ব্যবসায় বিনিয়োগ আপাতত স্থগিত রাখা প্রয়োজন।

প্রতিকার : প্রাচীন পাঠ লিঙ্গস্তকম প্রতিদিন পাঠ করুন।

কাজের খবর

দিল্লি সাব–অর্ডিনেট সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ডের মাধ্যমে ৫,১১৮ শিক্ষক–শিক্ষিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : দিল্লি সরকারের অধীন সংস্থা দিল্লি সাব–অর্ডিনেট সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড 'ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার' পদে ৫,১১৮ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য আবেদনের যোগ্য: পোস্ট কোড 803/24: ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (ম্যাথ) (মেল)। মোট অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়ে অঙ্ক বিষয়ের পাস/অনার্স কোর্সের গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ : ৫৪০ (জেনাঃ ২৩১, ও.বি.সি. ১০৫, তঃজাঃ ৬২, তঃউঃজাঃ ১২৩, ই.ডব্লু.এস. ১৯)। পোস্ট কোড 803/24 : ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (ম্যাথ) (ফিমেল)। মোট অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়ে অঙ্ক বিষয়ের পাস/অনার্স কোর্সের গ্র্যাজুয়েট মেয়েরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ : ৫৬৮ (জেনাঃ ১৯২, ও.বি.সি. ৭৭, তঃজাঃ ১১০, তঃউঃজাঃ ১৭৯, ই.ডব্লু.এস. ১০)। পোস্ট কোড 803/24 : ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (ম্যাথ)। মোট অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়ে অঙ্ক বিষয়ের পাস/অনার্স কোর্সের গ্র্যাজুয়েটেরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ১১ (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু এস. ১)।

পোস্ট কোড 804/24: ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (ইংরিজি) (মেল)। মোট অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়ে ইংরিজি বিষয়ের পাস/অনার্স কোর্সের গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ : ৪১৩ (জেনাঃ ২২৫, ও.বি.সি. ৪২, তঃজাঃ ২৫, তঃউঃজাঃ ১১৯, ই.ডব্লু.এস. ২)।

পোস্ট কোড 804/24: ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (ইংরিজি) (ফিমেল)। মোট অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়ে ইংরিজি বিষয়ের পাস/অনার্স কোর্সের গ্র্যাজুয়েট মেয়েরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ : ৩৭৯ (জেনাঃ ২০৩, ও.বি.সি. ২২, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ১৪১, ই.ডব্লু.এস. ৯)।

পোস্ট কোড 804/24: ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (ইংরিজি)। মোট অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়ে ইংরিজি বিষয়ের পাস/অনার্স কোর্সের গ্র্যাজুয়েটেরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ১১ (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ২)।

পোস্ট কোড 805/24: ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (সোশ্যাল সায়েন্স) (মেল)। মোট অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়ে পাশ করা ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, বিজনেস স্টাডিজ, সোশিওলজি, ভূগোল, সাইকোলজি বিষয়ের পাস/অনার্স কোর্সের গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ১২৯ (জেনাঃ ৯১, ও.বি.সি. ১১, তঃজাঃ ১৮, তঃউঃজাঃ ৭, ই.ডব্লু.এস. ২)।

পোস্ট কোড 805/24: ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (সোশ্যাল সায়েন্স) (ফিমেল)। মোট অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়ে পাশ করা ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, বিজনেস স্টাডিজ, সোশিওলজি, ভূগোল, সাইকোলজি বিষয়ের পাস/অনার্স কোর্সের গ্র্যাজুয়েট মেয়েরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ১৭৯ (জেনাঃ ১৩৮, ও.বি.সি ২০, তঃজাঃ ৯, তঃউঃজাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ৬)।

পোস্ট কোড 805/24: ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (সোশ্যাল সায়েন্স)। মোট অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়ে পাশ করা ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, বিজনেস স্টাডিজ, সোশিওলজি, ভূগোল, সাইকোলজি বিষয়ের পাস/অনার্স কোর্সের গ্র্যাজুয়েটেরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ২ (ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)।

পোস্ট কোড 806/24: ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (ফিজিক্যাল ন্যাচারাল সায়েন্স) (মেল)। মোট অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়ে পাশ করা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, বটানি, জুলজি বিষয়ের পাস/অনার্স কোর্সের গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ : ১৮৩ (জেনাঃ ১২৮, ও.বি.সি. ৩০, তঃজাঃ ১০, তঃউঃজাঃ ৮, ই.ডব্লু.এস. ৭)।

পোস্ট কোড 806/24 ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (ফিজিক্যাল ন্যাচারাল সায়েন্স) (ফিমেল)। মোট অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়ে পাশ করা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, বটানি, জুলজি বিষয়ের পাস/অনার্স কোর্সের গ্র্যাজুয়েট মেয়েরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ১৬৬ (জেনাঃ ৭৯, ও.বি.সি. ৩০, তঃজাঃ ১৬, তঃউঃজাঃ ৩৫, ই.ডব্লু.এস. ৬)।

পোস্ট কোড 806/24: ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (ফিজিক্যাল ন্যাচারাল সায়েন্স)। মোট অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়ে পাশ করা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, বটানি, জুলজি বিষয়ের পাস/অনার্স কোর্সের গ্র্যাজুয়েটেরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ৫ (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)।

পোস্ট কোড 807/24: ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (হিন্দি) (মেল)। মোট অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়ে পাশ করা হিন্দি বিষয়ের পাস/অনার্স কোর্সের গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। ডিগ্রি কোর্সে অন্য একটি ভাষা পেপার থাকতে হবে। শূন্যপদ : ৭৫ (জেনাঃ ৪৬, ও.বি.সি. ৬, তঃজাঃ ১৪, তঃউঃজাঃ ৮, ই.ডব্লু.এস. ১)।

পোস্ট কোড 807/24: ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (হিন্দি) (ফিমেল)। মোট অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়ে পাশ করা হিন্দি বিষয়ের পাস/অনার্স কোর্সের গ্র্যাজুয়েট মেয়েরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ১১০ (জেনাঃ ৯১, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ৮, ই.ডব্লু.এস. ৪)।

পোস্ট কোড 807/24: ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (হিন্দি)। মোট অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়ে পাশ করা হিন্দি বিষয়ের পাস/অনার্স কোর্সের গ্র্যাজুয়েটেরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ : ৭ (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)।

পোস্ট কোড 808/24 : ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (সংস্কৃত) (মেল)। মোট অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়ে পাশ করা সংস্কৃত বিষয়ের পাস/অনার্স কোর্সের গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ৪৭৭ (জেনাঃ ৩৩৮, ও.বি.সি. ১১০, তঃজাঃ ১৯, তঃউঃজাঃ ৭, ই.ডব্লু.এস. ৩)।

পোস্ট কোড 808/24: ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (সংস্কৃত) (ফিমেল)।

মোট অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়ে পাশ করা সংস্কৃত বিষয়ের পাস/অনার্স কোর্সের গ্র্যাজুয়েট মেয়েরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ : ১৪১ (জেনাঃ ১২১, ও.বি.সি. ১৪, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ১)।

পোস্ট কোড 808/24: ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (সংস্কৃত)। মোট অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়ে পাশ করা সংস্কৃত বিষয়ের পাস/অনার্স কোর্সের গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ১৩ (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)।

পোস্ট কোড 809/24 : ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (উর্দু) (মেল)।

মোট অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়ে পাশ করা উর্দু বিষয়ের পাস/অনার্স কোর্সের গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ২৬৫ (জেনাঃ ১৭৪, ও.বি.সি. ১৬, তঃজাঃ ৪৯, তঃউঃজাঃ ২৪, ই.ডব্লু.এস. ২)।

পোস্ট কোড 809/24: ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (উর্দু) (ফিমেল)।

মোট অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়ে পাশ করা উর্দু বিষয়ের পাস/অনার্স কোর্সের গ্র্যাজুয়েট মেয়েরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ : ৩৫৬

(জেনাঃ ২২৩, ও.বি.সি. ১৯, তঃজাঃ ৭৬, তঃউঃজাঃ ৩৮)। পোস্ট কোড 809/24: ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (উর্দু) মোট অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়ে পাশ করা উর্দু বিষয়ের পাস/অনার্স কোর্সের গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ : ৫ (জেনাঃ ১. ও.বি.সি. ২. তঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)।

বেলায় সি.বি.এস.ই.'র নেওয়া 'CTET' পরীক্ষায় সফল হয়ে থাকতে হবে। এন.সি.টি.ই.'র অনুমোদিত সংস্থা থেকে ট্রেনিং এডুকেশনের ডিগ্রি /ডিপ্লোমা (বি.এড. / বি.টি.) কোর্স পাশ হতে হবে ও কাজ চালানোর মতো হিন্দি জানা দরকার। পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে ডিগ্রি কোর্সে ৪৫% নম্বর না থাকলেও আবেদনের যোগ্য। এছাড়া তপশিলী আর দৈহিক প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েরাও শতকরা নম্বরে ৫% ছাড় পাবেন। বয়স হতে হবে ৩২ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৪৪,৯০০–১,৪২,০০০ টাকা।

পোস্ট কোড 811/24: ড্রয়িং টিচার। ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং বা, ফাইন আর্টের এম.এ. কোর্স পাশরা যোগ্য। ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং /ফাইন আর্ট আর্ট বিষয় নিয়ে বি.এ. কোর্স পাশরা পেইন্টিং বা, ফাইন আর্টসের ২ বছরের পুরো সময়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। ড্রয়িং, পেইন্টিং, স্কাল্পচার বা, গ্রাফিক' আর্টের ৫ বছরের পুরো সময়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরাও আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৪৪,৯০০–১,৪২,৪০০ টাকা। শূন্যপদ: ৫২৭ (জেনাঃ ১৯৬, ও.বি.সি. ১৬৪, তঃজাঃ ৪৫, তঃউঃজাঃ ৬৪, ই.ডব্লু.এস. ৫৮)।

ওপরে সব ক্ষেত্রে তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.'রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ (ও.বি.সি. হলে ১৩, তপশিলী হলে ১৫) বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 02/2024.

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ১টি টায়ারে। ২০০ নম্বরের ২০০টি এম.সি.কিউ. টাইপের প্রশ্ন হবে। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। প্রশ্ন হবে দু'টি সেকশনে সেকশন–১ : ১০০টি প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং এবিলিটি, অ্যারিথমেটিক্যাল অ্যান্ড নিউমেরিক্যাল এবিলিটি, টেস্ট অফ হিন্দি ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যান্ড কমপ্রিহেনশন, টেস্ট অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যান্ড কমপ্রিহেনশন। প্রতিটি পার্টে থাকবে ২০ নম্বর। সেকশন –২: ১০০টি প্রশ্ন হবে বি.এড. সংক্রান্ত প্রশ্ন।

পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.dsssb.delhigovt.nic.in সফল হলে স্কিল টেস্ট।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৮ মার্চ পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: http://dsssbonline.nic.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। প্রথমে পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলে নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে ও সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

এবার ফী পেমেন্ট চালান প্রিন্ট করে নেবেন। তখন পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা অনলাইনে দিতে হবে। তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না। এবার স্ক্যান করা যাবতীয় প্রমাণপত্র আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

শব্দবার্তা ২৮৫

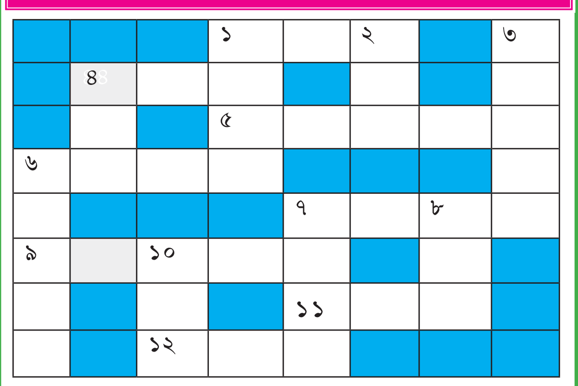

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। মুক্ত ৪। অন্যমনস্ক, ব্যাকুল ৫। বড় ঘর ৬। আমগাছ ৭। সংগীতের এক রাগ ৯। আবহাওয়া ১১। সিন্ধু, সমুদ্র ১২। বিষ্ণু।

উপর–নীচ

১। অপমান, অসম্মান ২। লক্ষ্মী ৩। রাজা বা জমিদারের নিজস্ব মুনশি বা সচিব ৬। ঘটনাস্থল ৭। স্নেহের বন্ধন ৮। পদবি বিশেষ ১০। হীন বংশ।

সমাধান : ২৮৪

পাশাপাশি : ১। সংশোধন ৪। গরল ৬। তব ৮। দরাজ ৯। কলহ ১১। রফা ১৩। শবলি ১৫। মরাকটাল।

উপর–নীচ : ১। সমেত ২। শোর ৩। নগর ৫। লটবহর ৭। বদমায়েশ ১০। আলিম ১২। ফাইল ১৪। চাক।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ ৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শরীর নিয়ে নানা কথা

সোমনাথ পাল

গর্ভাবস্থায় মানসিক চাপ প্রভাব ফেলে শিশুর মস্তিষ্কে

বিশেষজ্ঞদের মতে গর্ভাবস্থায় মানসিক চাপ মা ও সন্তান উভয়ের ওপরই খারাপ প্রভাব ফেলে। অনেক সময় অতিরিক্ত মানসিক চাপের কারণে ওই গর্ভবতী মহিলার রক্তচাপ বেড়ে যায়, যার কারণে শিশুর মস্তিষ্কের ওপর প্রভাব পড়ে। এর ফলে জন্ম নেয় অটিজম বা নিউরো–ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার মতো এক জটিল রোগের।

অটিজম হল এক প্রকার মানসিক সমস্যা, যা এক থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল জন্মের সময় মা বাবা, এমনকী চিকিৎসকরা অবধি এই রোগ শিশুদের মধ্যে ধরতে পারে না। ধীরে ধীরে বড় হওয়ার সঙ্গে আচরণগত সমস্যা, শেখার সমস্যা মতো একাধিক উপসর্গ দেখা দেয়। সারা পৃথিবীতে বেড়ে চলেছে এই অটিজম আক্রান্তের সংখ্যা।

এই বিষয়ে কথা বলেছিলাম নবজাতক শিশু বিকাশ কেন্দ্রের বিশিষ্ট চিকিৎসক ও শিশু বিকাশ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ অঞ্জন ভট্টাচার্য, লোপামুদ্রা দাশগুপ্ত এবং অচিরা

ভদ্র রায়। তারা জানান – গর্ভাবস্থায় মাতৃত্বের চাপ যা সন্তানদের নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডারের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। ভ্রূণের বিকাশে মাতৃত্বের চাপের প্রভাব বহুমুখী এবং তা বিভিন্ন স্তরে লক্ষ্য করা যায় যেমন :

১. হরমোনের পরিবর্তন (Hormonal Changes): মানসিক চাপের ফলে স্ট্রেস কর্টিসল এবং অ্যাড্রেনালিন সহ হরমোন নিঃসরণ শুরু হয়। যা বিকাশমান ভ্রূণের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

২. এপিজেনেটিক পরিবর্তন (Epigenetic Changes): গর্ভাবস্থায় স্ট্রেস এপিজেনেটিক পরিবর্তনে প্রভাবিত করে। এই পরিবর্তনগুলি শিশুর স্নায়বিক এবং আচরণগত ফলাফলগুলিকে প্রভাবিত করে।

৩. ইমিউন সিস্টেমের প্রতিক্রিয়া (Immune System Response): মাতৃ–মানসিক চাপ ইমিউন সিস্টেমের প্রতিক্রিয়া (প্রতিরোধ ব্যবস্থা) সক্রিয় হয়ে পরে যার ফলে ভ্রূণের বিকাশে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে এবং শিশুদের মধ্যে নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারের ঝুঁকির সম্ভবনা গড়ে ওঠে।

তারা আরো জানিয়েছেন গর্ভাবস্থায় মানসিক চাপ থেকে মুক্তির উপায়, যেমন – গর্ভাবস্থায় মায়ের প্রয়োজন নিয়মিত চেকআপ, সঠিক পুষ্টি, ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়মিত ব্যায়াম, পর্যাপ্ত ঘুম এবং গর্ভাবস্থায়, গর্ভবতী মায়ের জন্য পরিবারের সদস্যরা একটি সুখী পরিবেশ তৈরি করতে পারে যেখানে মায়েরা মানসিকভাবে সুস্থ বোধ করবে।

তাই গর্ভবতী মায়ের শারীরিক ও মানসিক যত্ন নিতে স্বামীসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সচেতন হওয়া খুব প্রয়োজন।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

দুর্ঘটনা

সম্প্রীতি উড়ালপুলে দুর্ঘটনায় মৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, মহেশতলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলার সম্প্রীতি উড়ালপুলে ২৫ ফেব্রুয়ারি সাত সকালে একটি দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়। সকাল ৬:১৫ নাগাদ ওই দুই যুবক বাইকে করে তারাতলার দিক থেকে বজবজের দিকে আসছিল। রামপুর এর কাছে বাইক চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজের রেলিং এ ধাক্কা মারে। দুজনই বাইক থেকে ছিটকে পড়ে। মহেশতলা থানার পুলিশ ওই দুই যুবককে বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত যুবকের একজনের নাম আকাশ দে (২৫) অন্যজনের নাম রোহান লোহার (২১)। একজনের বাড়ি তারাতলায় অন্যজনের বাড়ি বেহালার অক্সি টাউনে।

প্রসঙ্গত এদিনই মহেশতলায় বজবজ ট্রাংক রোড সংস্কার ও জল প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠান ছিল সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির। ২০১৯ সালে সম্প্রীতি উড়ালপুলের উদ্বোধন হয়েছিল তার হাত দিয়েই। উদ্বোধনের পর থেকে হামেশাই সম্প্রীতি উড়ালপুলে দুর্ঘটনায় বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। অনেকেই এই সম্প্রীতি উড়ালপুলকে অভিশপ্ত ব্রীজ বলেন।

বাঘের হানায় মৃত্যু মৎস্যজীবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : আবার বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হল এক মৎস্যজীবির। মৃতের নাম হরিপদ দাস(৫০)। বাড়ি সুন্দরবন ঝড়খালি কোষ্টাল থানার ত্রিদিবনগর এ কে জি কলোনি এলাকায়। ঝড়খালি কোষ্টাল থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে বাসন্তী ব্লক হাসপাতালে পাঠালে সেখান থেকে বাসন্তী থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। অন্যদিকে ত্রিদিবনগর একেজি কলোনি এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ত্রিদিবনগর একেজি কলোনির বাসিন্দা মৎস্যজীবি হরিপদ দাস ও তাঁর দুই সঙ্গী সুন্দরবনের নদীখাঁড়িতে মাছকাঁকড়া ধরতে গিয়ে গাজীখালি এলাকায় দুই সঙ্গী হরিপদকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে সোমবার সকালে ঝড়খালি ঘাটে মৃতদেহ পৌঁছালে ঝড়খালি কোষ্টাল থানার পুলিশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বাসন্তী থানার হাতে হস্তান্তর করে।

অমৃত ভারত প্রকল্পে অধরাই থাকল বনগাঁ–বাগদা রেলপথ

কল্যাণ রায়চৌধুরী, বনগাঁ : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে একাধিক প্রকল্পের সূচনায় নজর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই লক্ষ্যে বিকশিত ভারত ও অমৃতভারত প্রকল্পের আওতায় ভারতীয় রেলকে ঢেলে সাজাবার উদ্দেশ্যে প্রায় ৪১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর মধ্যে এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে ৫৫৪টি রেল স্টেশনের আধুনিকীকরণ ও ১৫০০টি আন্ডার পাস ও ওভার ব্রিজের নব নির্মাণ। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে বর্তমানে রাজ্যের মোট ৪ হাজার ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯টি প্রকল্পের কাজ চলছে। রাজ্যের চার রেল স্টেশন হাওড়া, আসানসোল, ব্যান্ডেল এবং কলকাতা টার্মিনালকে বিশ্বমানের গড়ে তুলতে ১৩,৮১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২৬ ফেব্রুয়ারি, সোমবার একসঙ্গে দেশের ২১৩৯টি স্টেশনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অমৃত ভারত স্টেশন যোজনা প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রেল সূত্রে আরও জানা যায়, উত্তর ২৪ পরগণার ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া বনগাঁ স্টেশন সহ বারাসত, চাঁদপাড়া, নৈহাটি, দমদম ইত্যাদি রেল স্টেশনগুলির আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হয়েছে। এদিন বনগাঁর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিআরএম দীপক নিগম। শান্তনু ঠাকুর বলেন, ‘বনগাঁয় মোট

তিনটে আণ্ডারপাস বা ভূগর্ভস্থ পথ হচ্ছে। একটি ঢাকা পাড়াতে, একটি ঠাকুরনগরের তারক সরণী আর একটি ঠাকুরনগরের বণিক পাড়া।’ ডিআরএম বলেন, শিয়ালদহ ডিভিশনে মোট ১৭টি রেল স্টেশন আছে। শিয়ালদহ ডিভিশনে ১৪৫টি স্টল হবে। যেগুলি ওয়ান স্টেশন, ওয়ান প্রোডাক্ট হিসেবে তৈরি হবে। এছাড়াও এস্কেলেটর (চলমান সিঁড়ি), লিফট, উন্নতমানের ওয়েটিং হল সহ সমস্ত প্ল্যাটফর্মগুলির আধুনিকীকরণ করা হবে।’

এপ্রসঙ্গে বনগাঁ ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অশোক দেবনাথ তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ‘বনগাঁর মোট জনসংখ্যা প্রায় দেড় লাখ। এর মধ্যে দৈনন্দিন ট্রেন যাত্রীর সংখ্যা কয়েক হাজার। তার মধ্যে বর্তমানে বাংলাদেশী যাত্রী সংখ্যাও প্রচুর। ট্রেনের ভাড়া কম বলে অনেকেই ট্রেনে যাতায়াত করার পক্ষপাতী। চলমান সিঁড়ি একপাশে হয়েছে। উভয় পাশেই চলমান সিঁড়ি দরকার। পারাপারের ক্ষেত্রে এখনও কোনো উল্লেখযোগ্য সুবিধার কথা জানা যায়নি।’ বর্ডার ক্লিয়ারিং এজেন্ট ধৃতিমান পাল বলেন, ‘এখান থেকে দূর পাল্লার ট্রেন ছাড়ার ব্যবস্থা করা দরকার। রাণাঘাট লাইনটাকে ডবল লাইন করা দরকার। কারণ রাণাঘাট থেকে মালগাড়ি এলে লাইন আটকে যায়। বারো বগির ট্রেন চালু করার জন্যে প্লাটফর্মগুলো খানিকটা দৈর্ঘ্য করা হলেও সংস্কারের যথেষ্ট অভাব আছে। একপাশে চলমান সিঁড়ি হলেও তা মাঝে মাঝেই বন্ধ থাকে। আন্ডার পাসটা একটা প্রয়োজনীয় বিষয়। তবে লাইনের সংখ্যা বাড়ানো খুব জরুরি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন বাগদা–বয়রা রেল স্টেশন নির্মাণের জন্য শিলান্যাস হলেও, আজও তা বাস্তবায়িত হয়নি। বাগদা–বয়রা পর্যন্ত রেলপথ খুব জরুরি। কারণ ওদিককার বহু মানুষ আছেন ট্রেন নির্ভর নিত্য যাত্রী। তাদেরকে ট্রেন ধরতে গেলে প্রায় এক দেড়ঘন্টা বাস বা অটো জার্নি করে বনগাঁয় আসতে হয় এবং একইভাবে ফিরতে হয়। এর ফলে সেইসব যাত্রীরা প্রাত্যহিক দুর্ভোগের শিকার হন। এছাড়া বনগাঁ স্টেশন লাগোয়া যশোর রোডের উপরের রেলগেটটার সংস্কার দরকার। তবে শিলান্যাস বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত মানুষের ভরসা নেই।’

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

ফি এর গুঁতোয় সবাই অস্থির– সরকারের শিক্ষানীতি বানচাল

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সারা রাজ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত বালিকাদের বিনা বেতনে বিদ্যালয়ে পড়ার ব্যবস্থা করেছেন। দেশে মেয়েদের শিক্ষা এ ক্ষেত্রে এর যথেষ্ট গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য রয়েছে। বিদ্যালয়ে বেতন মকুব করে সরকারী শিক্ষাখাতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে। এদিকে শহর ও শহরতলীর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষগণ নানা ধরণের ফি গ্রহণ করে সরকারী শিক্ষানীতিকে বানচাল করে দিচ্ছেন।

সংবাদে প্রকাশ বেসরকারী মেয়েদের শিক্ষায়তনে ভর্তি ফি, উন্নয়ন ফি, গৃহনির্ম্মান ফি, পরীক্ষা ফি প্রভৃতি নানা ধরণের মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক ফি নিয়মিত আদায় করা হচ্ছে।

অভিভাবকদের অভিমত হচ্ছে বিদ্যালয়ে মেয়েদের মাহিনা লাগছে না সত্য। কিন্তু মাহিনার বদলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত ফি মাসিক আদায় করছেন বেতন মকুবের আগে এ ধরণের ফি নেবার প্রকোপ ছিল না। কোন কোন অভিভাবক অভিযোগ করলেন– ‘মশাই, প্রতি মাসে গৃহনির্মাণ ও উন্নয়ন ফি বাবদ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হাজার হাজার টাকা আয় করছেন। অথচ বিদ্যালয়ে উন্নয়নের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। বিদ্যালয় ভবন ভাঙা, আলো–বাতাসহীন স্যাঁত–স্যাঁতে খুপচি ঘরে মেয়েরা গাদাগাদি হয়ে বসছে। তবুও নিয়মিত এ সব ফি নেওয়া হচ্ছে কেন? এত টাকা যাচ্ছে কোথায়? সরকারী শিক্ষানীতি বানচাল হয়ে যাচ্ছে দেখেও শিক্ষা বিভাগ নীরব কেন? এ সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

৮ম বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা, ২রা মার্চ, ১৯৭৪, ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৮০ শনিবার

উচ্ছেদের প্রতিবাদে জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে হকার ইউনিয়নের প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : রেল হকারদের উচছেদ বন্ধ ও পুনর্বাসনের দাবিতে গত বুধবার জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল করে সুন্দরবন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের হকার ইউনিয়নের সদস্যরা। ৫ শতাধিক হকার এই মিছিলে অংশ নেন। জয়নগর মজিলপুরের দুটি প্ল্যাটফর্মে মিছিল সহকারে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়। এরপরে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভা। এ ব্যাপারে সুন্দরবন জেলা তৃণমূল হকার ইউনিয়নের সভাপতি বিকাশ মজুমদার বলেন, জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে হকারি করে, ছোট খাটো দোকান দিয়ে সংসার চালায় বহু মানুষ। সম্প্রতি আমরা জানতে পারি জয়নগর মজিলপুর স্টেশন প্ল্যাটফর্ম থেকে হকার উচ্ছেদ করা হবে। তাই আমরা চাই হকার উচ্ছেদ করলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেই তবে উচ্ছেদ করতে হবে। না হলে আমাদের এই আন্দোলন আরও বৃহত্তর আকার নেবে আগামী দিনে।

মহেশতলায় মনি খালের দুর্বল সেতু মানুষের কাছে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মহেশতলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা পৌরসভার অন্তর্গত ১১ নম্বর ও ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সংযোগস্থলে একটি কাঠের দুর্বল সেতু আছে। যেটা দিয়ে প্রতিদিন কয়েকশো মানুষ যাতায়াত করেন। কিন্তু এই দুর্বল সেতুতে মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনায় পড়ছে মানুষজন। এলাকার মানুষজন বারবার কাউন্সিলরদের কাছে আবেদন করেছে এই সেতুটির সংস্কার করে কংক্রিটের করা হোক। কিন্তু মাঝেমধ্যে কোনরকমে তাপ্পি দিয়ে চলাচলের ব্যবস্থা করা হলেও স্থায়ীভাবে প্রতিকারের কোন কিছু করা হচ্ছে না। এলাকার বাসিন্দা কমল দাস জানালেন, এই সেতু দিয়ে বাইক নিয়ে যাতায়াত করা যায় না। খুব কষ্ট করে মানুষদের যাতায়াত করতে হয়। ঘুরপথে মোল্লার গেট দিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা ঘুরে মানুষকে মূল রাস্তায় আসতে হয়। আমরা চাই এই

সেতুটিকে কংক্রিটের করা হোক। মনি খালপাড়ের এই দুর্বল সেতুটি সংস্কারের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই মানুষ দাবি জানাচ্ছেন কাউন্সিলরদের কাছে। সাধারণ মানুষদের প্রশ্ন ঝাঁ চকচকে মহেশতলা পৌরসভায় প্রাচীনকালের এই সেতুটি এখনো থাকবে কেন। এটার সংস্কার করা হচ্ছে না কেন। এপ্রসঙ্গে মহেশতলার বিধায়ক তথা পৌরসভার চেয়ারম্যান দুলাল দাস বলেন, সংস্কার করতে গেলে অনেক টাকার প্রয়োজন অর্থাৎ কংক্রিটের ব্রিজের জন্য। সব সময় তো সেই টাকা বরাদ্দ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া ওখানকার মানুষদের মূল রাস্তায় আসার জন্য বিকল্প রাস্তা তো আছে। কয়েক ঘর মানুষদের জন্য যদি কংক্রিটের সেতু করতে হয় তাহলে তো খুবই মুশকিল। তবে আবেদন করুক আমরা নিশ্চয়ই দুর্বল সেতুটির সংস্কার করে দেব।

মিড ডে মিলে পোকা, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মহেশতলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঠাকুরপুকুর–মহেশতলা ব্লকের অন্তর্গত চট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের মণ্ডলপাড়ায় ১৯৩৪০৫ ৭০৭০৭ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মঙ্গলবার মিড ডে মিলে পোকা থাকাকে কেন্দ্র করে এলাকার অভিভাবকরা বিক্ষোভ দেখায়। সূত্রের দাবি এই কেন্দ্রে মাঝেমধ্যেই নাকি চালে এবং ডালে পোকা দেখা যাচ্ছিল। মঙ্গলবার খিচুড়ি বিতরণের সময় ওই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই খবরটি চাউর হতেই অভিভাবকরা কেন্দ্রে এসে বিক্ষোভ দেখায়। ওই কেন্দ্রের হেল্পার মনসুরা বেগম জানান, দিদিমণিকে বারবার বলেও সমস্যার সমাধান হয়নি আমি কী করব। এই কেন্দ্র থেকে প্রায় ৭০ জন শিশুকে মিড ডে মিল দেওয়া হয়। বিষয়টি জানার জন্য চট্টাগ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান এবং জেলা পরিষদের সদস্যকে ফোন করলেও, তারা জানান তারা মিটিংয়ে ব্যস্ত আছে তাই এখন কিছু বলতে পারবেন না। ঠাকুরপুকুর–মহেশতলা ব্লকের বিডিও সুবর্ণা মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ঘটনার দিন চাল ধোয়ার সময় কিছু পোকা ভেসে উঠেছিল। কারণ ওটা নাকি পুরোনো লটের চাল ছিল। ২জন মানুষ এই ঘটনা নিয়ে প্রতিবাদ জানান। তবে এটা তেমন কোনও বড় ঘটনা নয়। আমি সিডিপিওকে জানিয়ে দিয়েছি ওই কেন্দ্রের ওয়ার্কার যেন মিড ডে মিলের ক্ষেত্রে। সচেতন এবং লক্ষ্য রাখেন।

বজবজে নানা দাবিতে আশাকর্মীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ: ১ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ ১নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ব্যঞ্জনহেড়িয়া চড়িয়াল ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে আশাকর্মীরা বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখালেন। এদিন রাজ্যজুড়ে আশাকর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। আশাকর্মীদের দাবি ছিল, তাদের মাসিক ভাতা বাড়াতে হবে, সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি দিতে হবে, আশাকর্মীর যে কাজ সে কাজ ছাড়াও তাদের অতিরিক্ত কাজ করতে হয়, তারজন্য কোনো অতিরিক্ত অর্থ তারা পায় না। আশাকর্মীদের এন্ড্রয়েড ফোন দিতে হবে। আশাকর্মীদের বক্তব্য তাদের বলা হয়েছে ২৪ ঘণ্টা কাজ করে যাও যখন টাকা আসবে তখন দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে বজবজ ১ নম্বর ব্লকের সভাপতি কানাইলাল দাসের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য ফোন করা হলে তিনি বলেন, আমার কাছে কোনো খবর নেই। যে যখন পারল যেখানে সেখানে বিক্ষোভ দেখাল এটা ঠিক নয়। আগে থেকে সমস্ত কিছু জানালে তবে তো জানতে পারবো।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু শিশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ১ শিশুর। মৃতের নাম রাইহান মোল্লা (৩)। গত রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার কাঁঠালবেড়িয়া পঞ্চায়েতের ভাঙনখালি এলাকায়। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করে। ওইদিন রাইহান তার বাবার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হচ্ছিল। সেসময় দুরন্ত গতির একটি অটো বাসন্তীর দিক থেকে এসে আচমকা ওই শিশুকে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। এমন মর্মান্তিক ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। বাসন্তী থানার পুলিশ অটোটিকে আটক করেছে। এলাকায় রয়েছে শোকের ছায়া।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বাজেট অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর : গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের নতুন অর্থ বর্ষের বাজেট অনুমোদিত হল। পঞ্চায়েত বাজেট ২০০৮ সালের বিধি মেনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ২০২৪–২০২৫ অর্থ বর্ষের বাজেট অনুমোদিত হল ধ্বনি ভোটের মাধ্যমে। উপস্থিত ছিলেন জেলার সভাধিপতি সহকারী সভাধিপতি কর্মাধ্যক্ষগণ অতিরিক্ত জেলাশাসক ও জেলার বিধায়কগণ। ৮৭২.৭৭ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদিত হয়। বাজেটে গ্রামীণ সড়ক পরিবহণ, কাঠামোগত ব্যয়, পানীয় জলের সংস্থান, মাদ্রাসা শিক্ষার ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি ও জেলা পরিষদের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বাজেটে।

মহেশতলায় রাস্তা ও জল প্রকল্পের উদ্বোধন

হয়েছে ব্রিজ, রাস্তা তাই তৃণমূলেই আস্থা : অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মহেশতলা: গত ২৫ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ শহরতলির মহেশতলার বাটার মোড়ে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি জিনজিরা বাজার থেকে বাটার মোড় পর্যন্ত সাড়ে সাত কিলোমিটার রাস্তার নতুন করে সংস্কার এবং ৪০ মিলিয়ন গ্যালন জল প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন। বেহাল রাস্তার সংস্কার করতে ব্যয় হয়েছে ৫১ কোটি ২১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। জল প্রকল্পের জন্য ব্যয় হয়েছে ৩২৮ কোটি টাকা। এদিন অভিষেক ব্যানার্জি বলেন, আমি কথা দিয়েছিলাম জিনজিরা বাজার থেকে মহেশতলার বাটার মোড় পর্যন্ত সাড়ে সাত কিলোমিটার রাস্তা যতদিন না সংস্কার করে দিচ্ছি ততদিন সম্প্রীতি উড়ালপুল দিয়ে যাতায়াত করব না। আমি কথা রেখেছি। আজকে রাস্তার

হাল ফিরেছে ব্রিজ ও সুন্দর হয়েছে। আজকে তাই আমি উড়ালপুল দিয়ে এখানে এলাম। ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে ধর্মের ভিত্তিতে ভোট হয় না মানুষ এখানে কর্মের ভিত্তিতে ভোট দিয়েছে। তাই আজকে সফল হয়েছে ডায়মন্ডহারবার মডেল। তিনি বলেন আমি একজন জেদি ছেলে যা কথা দিই তা কথা রাখি। কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে রাজ্য সরকার ১ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকা পায়। প্রথমে আমরা বলেছিলাম প্রায় ২৫ লক্ষ জব কার্ডহোল্ডার আছেন যারা টাকা পাননি গত দু’বছর ধরে। কিন্তু এখন দেখছি সেই সংখ্যাটা প্রায় ৫৯ লক্ষ। তবুও মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেছেন রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে তাদের শীঘ্রই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা চলে যাবে। তৃণমূল সরকার যতদিন আছে আপনাদের কোন চিন্তা নেই। ভোট আসছে তাই আবার দিল্লি থেকে নেতাদের যাতায়াত শুরু হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান আগামী ১০ মার্চ কলকাতার ব্রিগেড গ্রাউন্ডে জনগর্জন কর্মসূচি আছে তৃণমূল কংগ্রেসের। ওদিন বিজেপি ট্রেলার দেখবে বাদ বাকিটা যা হবে ভোটে দেখে নেবে। সন্দেশখালি প্রসঙ্গে বলেন, ওখানে সময় মতো যাব এখন গিয়ে অশান্তি বাড়াতে চাই না। তিনি বলেন হয়েছে ব্রিজ হয়েছে রাস্তা তাই মানুষ বলছে তৃণমূলেই আস্থা। তিনি এদিন মানুষদের উদ্দেশ্যে বলেন মহেশতলায় প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে তাই ভোটের নিরিখে মহেশতলাকে এক নম্বরে থাকতে হবে। অন্যদিকে, বিরোধী রাজনৈতিক শিবির কটাক্ষ করে বলেছে সরকারি সভায় নির্বাচনী প্রচার করে গেলেন সাংসদ।

বুথ কার্যকর্তা সম্মেলনে তৃণমূলকে তুলোধনা মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি। তার আগেই সব রাজনৈতিক দল তাদের নিজ নিজ সংগঠনকে চাঙ্গা করে তুলতে মরিয়া। গত বুধবার বিকালে ক্যানিংয়ের নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের সাতমুখী বাজারে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার বুথ কার্যকর্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটমন্ত্রী কিরেন রিজিজু, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপির সম্পাদক নবারুণ নায়েক,রাজ্য বিজেপি নেতা সঞ্জয়কুমার নায়েক, জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর, জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সরদার,সঞ্জয় সিনহা,ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার কনভেনার দিলীপ বৈদ্য,পবিত্র পাত্র সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এদিন তাঁর বক্তব্যে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলকে তুলোধনা করে বলেন, এক সময় পশ্চিমবাংলা দেশের গর্ব ছিল। দেশের রাজধানী ছিল। কংগ্রেস,বামফ্রন্ট ও তৃণমূলের সৌজন্যে সেই পশ্চিমবাংলা আজ সবার শেষে। নেই কোন উন্নয়ন। সমস্তটাই দফরফা করে দিয়েছে তৃণমূল সরকার। আজ তৃণমূল কংগ্রেস বলছে বিজেপি সর্বনাশ করছে। তৃণমূলের মমতা ব্যানার্জীকে মনে রাখা উচিত বিজেপি আপনাকে সমর্থন না করলে নন্দীগ্রাম আন্দোলন থমকে যেত। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আপনার প্রতি দরদ না দেখালে আপনি রেলমন্ত্রী হতে পারতেন না। মন্ত্রী আরো বলেন,বাংলাটাকে মমতার তৃণমূল সরকার শেষ করে দিয়েছে। ঘরে ঘরে তৈরি করছে শেখ সাজাহান, উত্তম সরদার, অজিত মাইতি, শিবু হাজরাদের মতো বাহিনী। সেই হার্মাদ বাহিনী লুঠ করছে মায়েদের ইজ্জত,জমি, টাকা। বাংলার মানুষ প্রধানমন্ত্রীকে পাশে পেয়েই পরিবর্তন চাইছে। আর সেই পরিবর্তন হবে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে।

অত্যাধুনিক ধাঁচে সোনারপুর জংশনও

সুব্রত মণ্ডল, সোনারপুর : অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে ৮ কোটি টাকায় সোনারপুর জংশন স্টেশনের বদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেলমন্ত্রক। সোনারপুর স্টেশনকে আধুনিক রূপে প্রস্তুত করার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান সাধারণ যাত্রীরা। পাশাপাশি এই লাইনে ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধির দাবিও করেছেন তাঁরা। গত সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়ালের মাধ্যমে দেশের প্রায় সাড়ে ৫০০ স্টেশনে এই প্রকল্পে কাজের শিলান্যাস করেন। তার মধ্যে সোনারপুর স্টেশনও ছিল। সোনারপুর শহরের চরিত্রের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নির্মিত হবে স্টেশনের প্রবেশদ্বার। এই প্রকল্পে দক্ষিণ ২৪ পরগনার দুটি স্টেশনকে বাছাই করা হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম সোনারপুর জংশন স্টেশনটি। নবরূপে সোনারপুর স্টেশনে বয়স্ক এবং দিব্যাঙ্গদের জন্য থাকবে বিশেষ ব্যবস্থা। স্টেশন চত্বর করা হবে এসি। প্ল্যাটফর্মে গ্র্যানাইট মার্বেল বসানো হবে। স্টেশনের প্রস্তাবিত নকশা অনুযায়ী প্লাটফর্মে ঢোকার মুখে পার্কিংয়ের জন্য বিশেষ জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। গাড়ি ঢোকা এবং বেরোনোর জন্য পৃথক গেট করা হবে। সোনারপুরের রেল কলোনির মাঠে প্রধানমন্ত্রীর শিলান্যাসের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে শিয়ালদহ ডিভিশনের একাধিক রেলকর্তা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা জানিয়েছেন সোনারপুর স্টেশনের নবরূপের কাজ শেষ হতে অন্তত দু’বছর লাগবে। তাঁদের আশা ২০২৬ সালের মধ্যে এটি উদ্বোধনের জন্য তৈরি হয়ে যাবে। এক কথায় আগামী দিনে সোনারপুর জংশন স্টেশনের খোলনলচে বদলে যাবে। যাত্রী স্বাচ্ছন্দের কথা মাথায় রেখে থাকছে ওয়েটিং রুম, বিশ্রামাগার, শৌচালয় সহ নানান আধুনিক ব্যবস্থা। বসানো হবে আধুনিক ডিসপ্লে বোর্ডও।

বেপরোয়া ট্রাক ও রাস্তার সংকীর্ণতা যশোর রোড যেন মরণফাঁদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণার যশোর রোড ৩৫ নম্বর জাতীয় সড়ক হিসেবে চিহ্নিত। সমগ্র রাজ্য জুড়ে রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ অব্যাহত। এই সম্প্রসারণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত জাতীয় সড়ক যশোর রোডও। এসত্ত্বেও ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বনগাঁ যশোর রোড হয়ে উঠেছে মরণফাঁদ। এমনটাই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের একের পর এক বহু প্রাণ অকালে চলে যাওয়ার পরও রাস্তা থেকে যাচ্ছে আগের মতই সংকীর্ণ। একদিকে রাস্তার এহেন সংকীর্ণতা, অন্যদিকে বেপরোয়া ট্রাক চলাচলের কারণেই যশোর রোড হয়ে উঠেছে মরণফাঁদ। পরিবেশ প্রেমীদের আন্দোলনে আদালতের বিচার্য বিষয় হওয়ার কারণে রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ আটকে রয়েছে। পাশাপাশি এই রাস্তা দিয়ে পেট্রাপোলগামী ট্রাক যেভাবে যাতায়াত করে প্রায়শই প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন ফুল ছাত্রছাত্রী সহ পথচারীরা।

মাসখানেক আগেই এই রাস্তায় মা ও শিশুর মৃত্যু হয়েছে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে। আবার গত মঙ্গলবার ছেলেকে স্কুলে দিয়ে ফেরার পথে গৃহবধূর মৃত্যু ঘটনা ঘটে এবং তার স্বামী গুরুতর আহত অবস্থায় বনগাঁ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযোগে বাসিন্দারা বলেন, ‘ছয়ঘরিয়া পঞ্চায়েতের অন্তর্গত হরিদাসপুর ব্রিজের থেকে শুরু করে বিএসএফ ক্যাম্পের মোড় পর্যন্ত পরপর দুটো হাই স্কুল, একটা ইংলিশ মিডিয়া স্কুল এবং একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এগুলি সব কটিই আমাদের যশোর রোড সংলগ্ন। কিন্তু পেট্রাপোল সীমান্তের কারণে এখানে ব্যাপক গাড়ির চাপ। একথা ঠিক আন্তর্জাতিক কারণে বনগাঁ এহেন গাড়ির চাপ। কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের উদাদীনতার কারণেই প্রায়শই ঘটে চলেছে এহেন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। এমনটাই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের দাবি প্রশাসক এখানে ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নতি করুক। আর স্কুল টাইমে বড় গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখুক। পাশাপাশি যশোর রোডের মৃত গাছগুলি কেটে জীবিত গাছগুলি সংরক্ষণের উদ্যোগ নিক প্রশাসন।’

স্থানীয় বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মণ্ডল বলেন, আমরা চাই গাছ বাঁচিয়ে, পরিবেশকে বাঁচিয়েই রাস্তার সম্প্রসারণ হোক, যে রাস্তাার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকার অনুমোদন হয়েছে, সেই রাস্তার সম্প্রসারণ হোক। এখান থেকে হাবড়া পর্যন্ত রাস্তার যে অবস্থা তাতে একটা অ্যাম্বুলেন্স ঠিক মত যেতে পারে না। ছয়ঘরিয়া মানুষের বক্তব্য, আমরা এখানে সরকারের ভরসায় নয়, ভগবানের ভরসায় বেঁচে আছি।’ পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও রীতিমত ক্ষোভ উগরে দেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে ছয়ঘরিয়া পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, ‘যে কোনও দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুই দুঃখজনক। যশোর রোড সম্প্রদারণ আমাদেরও দাবি। তবে পরিবেশপ্রেমীদের আন্দোলনের ফলে রাস্তা সম্প্রসারণের কাজটা আদালতের বিচারাধীন। তবে ইতিমধ্যে রাস্তা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় সমীক্ষা হয়ে গিয়েছে। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। বিরোধী দলগুলো এখানে মানুষের মৃত্যুকে নিয়ে রাজনীতি করছে। তবে পুলিশের বিরুদ্ধে তারা যে অভিযোগ তুলেছেন, তা যদি সত্যি হয়, যে পুলিশ দোষী প্রমাণিত হবে, তার বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তির জন্য আমরা শাসকদলের পক্ষ থেকে দাবি রাখব।’

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ২ মার্চ – ৮ মার্চ ২০২৪

এ রাজ্যে দূষণমুক্ত ভোট হোক

বসন্ত এসে গেছে, দুয়ারে এসেছে ভোটের সর্বগ্রাসী ভাবনা। শয়নে স্বপনে নাগরিকদের কানে কানে কিংবা গগণবিদারী চিৎকারে একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব দেখা যাবে মহল্লায় মহল্লায় অফিস আদালতে সর্বত্র। দৃশ্য দূষণ, পরিবেশ দূষণ, শব্দ দূষণের তোয়াক্কা না করে প্রতিশ্রুতির বন্যায় ভাসবে নির্বাচনী এলাকাগুলি। কী পেলাম কী পেলাম না আর কী পাব এই হিসাব নিকাশের মধ্যেই আঙ্গুলে কালি দেবার দিন চলে আসবে। পশ্চিমবাংলার নির্বাচনি ইতিহাস বলছে ভোটের দিন এবং পরবর্তী সময়ে হত্যা বোমাবাজি রক্তপাত খুব সাধারণ ঘটনা। দোষারোপ পাল্টা দোষারোপের মধ্যেই মানুষজন ভুলে যাবে ভোটের বিভীষিকা। গণতন্ত্রের উৎসবে যোগদানের আহ্বান জানানো হবে সবাইকে। সেলিব্রেটি লোকজন হাসিমুখে তর্জনী তুলে গণতন্ত্রের কালি দেওয়ার পবিত্র কর্তব্য স্মরণ করাবেন। নেপথ্যে চাপা পড়ে যাবে নিরাপত্তারক্ষী আর ভোটকর্মীদের জীবন বাজি রেখে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালনের কথা। নিষ্ঠাবান নানা দলের মিছিল, মিটিংএ যাওয়া নাগরিকরা কতটা মূল্য পান তা তারাই জানেন।

একসাথে বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচন হলে অবশ্যই আর্থিক সাশ্রয় হয় এবং আরো বিপুল পরিমাণ অর্থের অপচয় রোধ হতো যদি ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কর্ণধাররা অনলাইনে ভোটের ভাবনা ভাবতেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলি যাতে ইচ্ছামত টাকা সংগ্রহ ও অঢেল ব্যয়বহুল প্রচার করতে না পারে সেজন্য লক্ষণগণ্ডী কেটে দেওয়া হয়েছে। 'দান ধ্যানের' টাকায় আর বিপুল তহবিল গড়া যাবে না এমনটাই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে স্বল্প আয়ের ছোট রাজনৈতিক দলগুলি। যদিও এ বঙ্গে সম্পূর্ণ অলীক ও অবান্তর ভাবনা তবু একজন নাগরিক হিসাবে ভাবতে ভাল লাগবে যদি সম্পূর্ণ দূষণ মুক্ত নির্বাচনের নজির এই বছর গড়া যায়। কোন প্লাস্টিকের ব্যানার পতাকা নয়, কান ফাটানো নির্বাচনী সঙ্গীত–স্লোগান আর বক্তৃতার দীর্ঘ উচ্চগ্রামের শব্দে, পথজুড়ে পথসভা রাস্তাজুড়ে দীর্ঘ মিছিল আর ব্রিগেডের জনসভার জন্য গাড়ি ভর্তি করে নির্বাচকদের বাধ্য করা কাজকর্ম ফেলে রেখে হাজিরা দেওয়া। এমন দূষণ শূন্য নির্বাচন অলীক হলেও অসম্ভব নয়। তা প্রতিবেশি কয়েকটি রাজ্যের দিকে তাকালে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভোট আসে ভোট যায়, মাঝে মাঝে বকটুই সন্দেশখালি খবরের শিরোনামে আসে। বৃহত্তর গণতন্ত্রে সময় এসেছে নির্বাচনী সংস্কারের। দূষণ মুক্ত ভোটভাবনার দিকে পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এসেছে। লোকক্ষয় আর অর্থব্যয় এর ধারা দিনের পর দিন চলতে পারে না।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

সেখানে লীলা চন্দ্র–সূর্য্যের উপস্থিতি দেখতে না পেয়ে সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করলেন, দেবি! এখানে এত অন্ধকার কেন? এখানে চন্দ্র–সূর্য্যের প্রভাসীমা থেকে অনেক উপরে চলে এসেছি, যেখানে তাদের কিরণ পৌঁছতে পারে না।

আমাদের সামনে আছে ব্রহ্মখর্পর, যেখান হতে ধূলিকণার মত সূর্য্য–চন্দ্রাদি নক্ষত্র নির্গত হয়। শূণ্যভেদ কার মত অনায়াসে তাঁরা ব্রহ্মখর্পরে এসে তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। সত্যজ্ঞান লাভ হলে মিথ্যারাজ্য ভেদ করা আদৌ কষ্টকর হয় না, তাই তাঁরা লোকসমূহ ভেদ ক'রে অতি সহজে ক্ষণমাত্রেই ব্রহ্মখর্পরের অভ্যন্তরে পৌঁছলেন। ব্রহ্মাণ্ডের পরে তাঁরা প্রথমে মনোরম জলস্থলী এবং তারপর একে একে বহ্নিস্তর, বায়ুস্তর পার হয়ে চিদাকাশে প্রবেশ করলেন। সে আকাশ অবিদ্যা রহিত, আদি–অন্তহীন, মহান আত্মায় অবস্থিত। সেই আকাশ হতে তাঁরা বিদুরথের সঙ্কল্পজাত সংসার দর্শন কলেন। হে রাম! তখন সিন্ধুরাজ বিদুরথের রাজ্য আক্রমণ করায় প্রবল যুদ্ধ শুরু হয়েছে। বহু সেনানী যুদ্ধরত, বহু সংগ্রামী হতাহত, অবশেষে দিনান্তে দিবালোক সংবরিত হলে সেইদিনকার মত যুদ্ধের বিরতি হল।

রাম বললেন, 'প্রভো! ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে স্থূল শরীর প্রবিষ্ট হয় কি করে? বশিষ্ঠ বললেন, –রাম! 'এই আমার আধিভৌতিক স্থূল শরীর' এইপ্রকার ভ্রমজ্ঞান বিদ্যমান থাকলে ছিদ্রপথে প্ররবেশ করা যায় না। কিন্তু যার সেই ভ্রমজ্ঞান উচ্ছিন্ন হয়, সে স্থূল শরীরের বিষয়জ্ঞান পরিত্যাগ ক'রে সূক্ষ্মত্বে অর্থাৎ আতিবাহিক দেহেই অবস্থান করে। তখন কি অন্তর, কি বাহির উভয় ক্ষেত্রে গমনাগমনে কোন বাধা থাকে না। আতিবাহিক দেহের আকৃতি যখন আকাশসদৃশ, তখন অণু–পরমাণু কিংবা সমগ্র আকাশ জুড়ে তার অবস্থানে সন্দেহ কোথায়? চিত্তময় আতিবাহিক দেহ দ্বারা অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ, ব্রহ্মাণ্ডও চিত্ত হতে ভিন্ন নয়। চিত্ত শরীর বা আতিবাহিক দেহ বা লিঙ্গশরীরই সৃষ্টির আগে বোধরূপে অবস্থান করে, তারপর আকাশ–আত্মা হন মহান এবং তারপর প্রারব্ধ কর্ম অনুসারে বৃত্তিসমূহ অর্জিত হয়।

আকাশ–আত্মা নিজের অন্তরে অসত্যবুদ্ধি প্রয়োগ করে নিজেই ব্রহ্মাণ্ডরূপে বিস্তৃত হয়ে যান। রাম জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবন। আমাদের চিত্ত কি এমনই শক্তিমান? প্রতিটি জীবের চিত্ত কি ভিন্ন ভিন্ন জগৎ অনুভব করে? কিংবা সকলের চিত্ত কি একই জগৎ অনুভব করে? বশিষ্ঠ বললেন– হে রাম! সকলের চিত্তই ঐরকম প্রবল শক্তিশালী, এবং প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন জগৎ অনুভব করে। সকলেই মৃত্যুকালে মূর্চ্ছায় আচ্ছন্ন হয়। রাত্রি অবসানে নবদিবস আরম্ভ হয়। মৃত্যু–তমসার অবসানে সকলেই আবার নিজ নিজ জ্ঞান–কর্ম অনুযায়ী সৃষ্টি দর্শন করে, মনোরোগী যেমন পর্বতকে নৃত্যরত দেখে, তেমনই অবিদ্যার প্রভাবে অজ্ঞানী সকল সৃষ্টিকে নিজ সঙ্কল্প অনুরূপ দর্শন করে।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

একটি দুষ্প্রাপ্য দৃশ্য

উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের বেশভুষা

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক পেটানোর সংস্কৃতি : একটি পার্শ্বচিত্র এর থেকে নিষ্কৃতির পথ নির্দেশিকা

ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল

(শেষাংশ)

একটু পিছিয়ে ২০১৫ সালের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, সে বছর সেপ্টেম্বর মাসে প্রধান শিক্ষককে শাসকদলের আশ্রিত ছাত্ররা কি নির্মমভাবে অপমান ও অপদস্ত করে। একদল স্কুল ছাত্র হাতে ক্রিকেটের ব্যাট ও বেঞ্চের পায়া নিয়ে পাশ্ববর্তী কলেজের আসবাবপত্র নষ্ট করে ও অফিসঘরে তাণ্ডব চালায়। একজন শিক্ষক মশায়কেও বেদম প্রহার করা হয়। এই ঘটনার ভিডিও রেকর্ডিং বিধানসভায় তদানীন্তন বিরোধী দলনেত্রীর নেতৃত্বে তাণ্ডবের ঘটনা

স্মরণ করিয়ে দেয়। যাইহোক ২০১৫ সালেই রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের ঘটনা তুমুল সংঘর্ষ হয়। সেখানে আবার ছাত্ররা বোমা, পিস্তল নিয়ে একে অপরকে আক্রমণ করে। একবার ভাবুন তো এরা কারা। এরা কি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে আসে না কি মারামারি করতে আসে। ২০১৩ সালেও উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে এসএফআইএর ছাত্র ও কিছু বহিরাগত দুষ্কৃতি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে লোহার চেন দিয়ে পেটায়। আবার দক্ষিণ দিনাজপুরে বালুরঘাটে হরিরামপুর কলেজে উন্মত্ত ছাত্ররা অধ্যক্ষের ঘরে ঢুকে তাণ্ডব চালায়, কারণ অধ্যক্ষ মশাই ওদের টোকাটুকিতে বাধ সেধেছিলেন। অন্যদিকে ২০১৩ সালেই মালদার বেদরাবাদ উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষককে শাস্তি দলেন তাঁরই স্কুলের ছাত্ররা অভিযোগ প্রধানশিক্ষক ওবেইদুল্লা ইসলাম (৪৫) নিজের ঘরে একজন (মহিলা) শিক্ষিকার শ্লীলতাহানি করেছিলেন। দেখুন কাণ্ড! ২০১২ সালেও বেশ কয়েকটি শিক্ষক নিগ্রহের ঘটনা ঘটে এ রাজ্যে। নদিয়া জেলার মাজদিয়ায় সুধীর রঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. সরোজেন্দ্র নাথ করকে এস এফ আই–এর ছাত্ররা আক্রমণ করে, কটুক্তি করে এমনকি অধ্যক্ষের উপর শারীরিক নির্যাতনও চালানো হয়। যার ফলে অধ্যক্ষ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন ও তাঁকে চিকিৎসা করাতে হয়।

আর ২০২২ সালে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহম্মদ আলিকে অত্যন্ত কুৎসিত ভাষায় নিজের চেম্বারের মধ্যেই শাসকদলের বহিষ্কৃত ছাত্রনেতা সিয়াসউদ্দিন মণ্ডল ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা অপমান ও তীব্র লাঞ্ছনা করে। এই ঘটনায় গোটা রাজ্যের তথা দেশের শিক্ষামহলের মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল। এত বিশ্রি গালাগালি, হুমকি ও অঙ্গভঙ্গি সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গ আগে কখনো দেখেনি।

এই রকম বহু ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটে চলেছে এ রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গণে। অজস্র ঘটনার সাক্ষী শিক্ষকসমাজ। মাত্র কয়েকটি ঘটনাই মিডিয়ার নজরে আসে। আমাদের মনে রাখতে হবে শিক্ষা হল জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষক আজও দেশে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা রাজ্য তথা দেশের সম্মান ভূলুন্ঠিত করে। ছাত্র–ছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষক–শিক্ষিকাদের মনোবল ক্ষুন্ন করে। তাদের মর্যাদাহানি ঘটায়, পাঠদানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। সর্বোপরি, রাজ্যের তথা দেশের সামগ্রিক ক্ষতিসাধন করে। যে রাজ্যে শিক্ষক সমাজ সর্বোচ্চ মর্যাদা না পেয়ে শাসকদলের নেতা, অনুগামী ও সমর্থকদের চড়, থাপ্পর ও ঘুসি খায় সেই রাজ্যে আর যাই হোক রাজ্যের সম্মান সাধারণ মানুষের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা দাবি করতে পারে না।

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক অরাজকতা ও হিংসা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার বেমালুম অবগত, যার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় জাতীয় শিক্ষানীতিতে। তৈরি হয়েছে নয়াশিক্ষানীতি ২০২০। এই শিক্ষানীতিতে বাল্যকাল থেকেই অর্থাৎ প্রাক প্রাথমিক স্তরেই শিশুরা যাতে সুআচরণ, ভদ্রতা, ন্যায়নীতি, ব্যক্তিগত ও সামুদায়িক স্বাস্থ্যবিধান ও পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা, দলগত কাজ ও সহযোগিতার মানসিকতা গড়ে তুলতে পারে তার নিদান দেওয়া হয়েছে। আর মাধ্যমিকস্তরে ছাত্র–ছাত্রীরা সৃজনশীল চিন্তা, নয়া নয়া আবিষ্কার, নান্দনিকতা, যুক্তিসংগত চিন্তা–ভাবনা, ডিজিটাল সাক্ষরতা, নৈতিক ও ন্যায়পরায়ণ শিক্ষালাভ করবে। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষের প্রতিটি নাগরিকের মহান দায়িত্ব এবং সংবিধান বর্ণিত মৌলিক কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে সচেতন নাগরিক হবার সুযোগ লাভ করবে। এছাড়াও মানবিক গুণের বিকাশ ঘটানোর মন্ত্র, সত্যের মূল্য, ন্যায়পরায়ণ ব্যবহার, শান্তি, ভালোবাসা, অহিংসা, বিজ্ঞানসম্মত মেজাজ গড়ে তোলার সুযোগ পাবে। তবে এর জন্য চাই রাজ্যের সিলেবাস কমিটিকে যথোপযুক্ত জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তব রূপায়ণের লক্ষ্যে পাঠক্রম পরিবর্তন করে তা রাজ্য ব্যাপী চালু করা। শৈশবের শিক্ষা পরবর্তীকালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিফলিত করে আর তখন সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্রছাত্রী দেশপ্রেম, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহানুভূতি ও সহিষ্ণুতার শিক্ষালাভ করবে, তখন সমাজ হয়ে উঠবে আদর্শ ও সার্বিক সুন্দর।

এছাড়া বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ম্যানেজিং কমিটির পরিবর্তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের হাতে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশান বা শাস্তি দানের ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে। রাজনীতির নিয়ন্ত্রণমুক্ত কমপক্ষে এম এ পাশ প্রেসিডেন্ট হওয়া উচিত। কারণ যে কোন প্রধান শিক্ষক কমপক্ষে মাস্টার ডিগ্রীধারি হন। ফলে তার চেয়ে কম শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রেসিডেন্টকে (বর্তমানে কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রি আবশ্যক করা হয়েছে প্রেসিডেন্ট ও পার্সন ইন্টারেস্টেড ইন এডুকেশন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে) প্রধান শিক্ষকের মাথায় বসালে সমস্যার বীজ শুরুতেই বোনা হয়ে যায়। যাইহোক ব্লকের স্বাস্থ্যকর্তা ও এস আইদের পরিচালন সমিতির মিটিংএ আসা আবশ্যিক করা প্রয়োজন। শিক্ষক শিক্ষিকাদের কেবলমাত্র পাঠদান ও সৃজনশীল কাজেই নিযুক্ত করা প্রয়োজন। ভোটের কাজ ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজে নিযুক্ত করা উচিত নয়। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে লিনডো কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করা উচিত। প্রত্যেক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তামাক ও মাদক সেবন নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা এনে তাদের নিয়মিত ওরিনেন্টেশন প্রোগ্রাম ও ট্রেনিংএর ব্যবস্থা করা জরুরি। নীতিশিক্ষা, মূল্যবোধের শিক্ষা, সংবিধানের মৌলিক কর্তব্য ও মৌলিক অধিকারের সাথে যুক্তি সংগত বাধা নিষেধগুলিও সব বোর্ডের ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য বিদ্যালয় স্তর থেকে বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। আপাতত এই কয়েকটি ব্যবস্থার সার্থক রূপায়ন করলেই পশ্চিমবঙ্গ আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে, বাঙালি সম্মানিত হবে বিশ্বের দরবারে, সর্বত্র বাংলার গৌরব বৃদ্ধি পাবে, আবার বাংলা জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। আর বাংলা যা ভাবে গোটা ভারতবর্ষ তা আগামী দিনে ভাববে।

(সমাপ্ত)

পথ চেনাল সন্দেশখালী

নির্মল গোস্বামী

যুধিষ্ঠিরকে বকরূপী ধর্ম প্রশ্ন করেছিলেন, পথ কি? ধর্মরাজ উত্তর দিয়েছিলেন মহাজনেরা যে পথে গেছেন তাই পথ। অর্থাৎ যুগে যুগে মহাজনেরা আমাদের পথ দেখায়। সেই পথে চলেই আমরা আমাদের জীবন তরণীকে স্বাচ্ছন্দে বয়ে নিয়ে যাই। বুদ্ধ, চৈতন্য, যিশু, মহম্মদ এমন অনেকে মহাজনেরা আমাদের পথ দেখাতে এই ধরণীতে আর্বিভূত হয়েছিলেন। কত ঋষি, সাধু, সন্ত, দরবেশ, ফকির আমাদের জীবনবোধকে সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু তবুও বাস্তবে আমরা দীন–হীন। অনাথ সন্তানবৎ অনাদরে অবহেলায় যেন মানুষ হচ্ছি। কেউ দেখার নেই, কেউ অভিযোগ শোনার নেই।

অথচ আমরা জানি যে আমাদের মাথায় ছাতা ধরার জন্য রাষ্ট্র আছে। রাষ্ট্রের আইন আছে। আইন প্রয়োগ করার জন্য লক্ষ লক্ষ রাজকর্মচারী আছে। একে অপরের অধিকারে যাতে হস্তক্ষেপ না করে তার জন্য বিচারালয় আছে। থানা পুলিশ আছে। আর আছে প্রজা অন্ত প্রাণ জনদরদী নেতা। অনেক দলের অনেক নেতা। তারা অহরহ নাগরিক সুবিধার জন্য অনলস পরিশ্রম করে চলেছেন। অন্যায় দেখলেই তারা গর্জে ওঠেন সরকারের বিরুদ্ধে। তাদের চেলা চামুণ্ডারা রাস্তা অবরোধ করে বসে পড়ে ন্যায়ের জন্য। একদিকে সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য। অপরদিকে সদা জাগ্রত বিরোধী চোখের পাহারা। তবুও কোথাও কোথাও অন্যায় অত্যাচারের খবর শোনা যায়। সেটাকে ব্যতিক্রম ধরে নিয়ে নাগরিক সমাজ আশ্বস্ত হয়। কিন্তু সেই ব্যতিক্রমী ঘটনা যত্রতত্র যখন–তখন ঘটলে তা আর ব্যতিক্রমী থাকে না।

জড়বিজ্ঞানের একটা সূত্র আছে। পরিমাণগত পরিবর্তন হতে হতে গুনগত পরিবর্তন হয়। তখন জড় পদার্থের ভৌত ধর্মও পাল্টে যায়। দেশের ক্ষেত্রেও সেই নিয়ম কাজ করে। অন্যায় রোধ করার পরিবর্তে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়াটাই মুখ্য ভূমিকা হয়ে যায় সরকারের। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে এই কথাটা বড্ড উপযোগী মনে হয়? একবারে গ্রামের প্রচলিত কথায় বললে বলতে হয় যে বেড়ায় গাছ খাচ্ছে। জমির ফসল যাতে গরু ছাগলে খেয়ে নষ্ট না করতে পারে তার জন্য বেড়া দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে গরু ছাগলের পরিবর্তে বেড়াতেই ফসল খেয়ে নিচ্ছে। ফলে নাগরিক সমাজের আশ্বস্ততা ক্রমে ক্রমে আশংকায় পরিণত হচ্ছে।

সব থেকেও যাদের কিছু নেই তাদের কি বলা হয়? অভাগা কি! এখানে আইন আছে কিন্তু আইনের শাসন নেই। যাদের চুরি রোধ করার কথা তারা চুরি করছে। শিক্ষা দপ্তর আছে, শিক্ষামন্ত্রী আছে। নিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান আছে– পরীক্ষা আছে। তবুও চাকরি চুরি হয়। বৈধ প্রার্থীরা বছরের পর বছর পথে বসে থাকে। আইন–আদালত, বিচারক সব আছে তবুও তাদের ন্যায় দেবার কেউ নেই। আরো আজব কারবার হল যে আদালত ৪৩ বছর পর যাদের ন্যায় দেয় তারা তখন অক্ষম–অকর্ম। সর্বক্ষেত্রে নিয়োগে বেনিয়ম হয়েছে। ভুক্তভোগীরা প্রতিবাদ করছে, মামলা করছে, বাকীরা সব বিরোধীদল সহ আম জনতা বসে বসে দেখছে। এর আগে ভোটে বৈজ্ঞানিক রিগিং দেখেছে বাঙালী। তারপর খোলাখুলি ভোট সন্ত্রাস এলো। নমিনেশন জমা দিতে বাধা। তারপর ভোটদানে বাধা। তারপর গণনা কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া। যারা প্রকৃত জয়ী তারা ক্ষমতা পেল না। যারা হারল তারাই ক্ষমতা দখল করল। পুলিশ, সাধারণ প্রশাসন সকলে খোলাখুলি শাসক দলের হয়ে কাজ করছে। আমরা বসে বসে দেখছি। শাসকের ভয়ে নিরাপদ দূরত্ব রেখে সমালোচনা করছি। সব ঠিক চলছে। পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি হয়েছে তার তদন্ত হচ্ছে বছরের পর বছর ধরে। মন্ত্রীরা সব জেলে তবুও শাসকের হেল দোল নেই। হাজার হাজার কোটি টাকার রেশন দুর্নীতি। মন্ত্রী জড়িত। তার সাঙ্গপাঙ্গদের ধরতে ইডি গেল। সন্দেশখালিতে সাজাহানের দলবল ইডি অফিসারের মাথা ফাটাল। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে মারল। তারা ভয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। কেন্দ্রীয় সরকার টু শব্দটি করল না। ১৯ দিন পর তার বাড়িতে তদন্ত গেল লোক দেখানোর জন্য। রাজ্য পুলিশ সাজাহানকে আজও ধরল না। আদালতের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে প্রশাসন। কোথায় আইনেই শাসন? কেন্দ্রীয় সরকার থেকেও নেই। রাজ্যপাল শুধুই বিবৃতি দিচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য বিধাতার হাতে ছেড়ে দিয়ে সরকারী অনুদানে পুষ্ট হয়ে 'এই বেশ ভাল আছি' গোছের মনোভাবে দিনগত কালক্ষয় করে চলেছি যখন, তখন হঠাৎই একদিন সন্দেশখালি খবরের শিরোনামে উঠে এলো। মাবোনেরা লাঠি ঝাঁটা হাতে পথে নামল। মিডিয়ার কল্যাণে মানুষ জানল অত্যাচারের কত কথা। মানুষের সব অধিকার সাজাহান বাহিনী দখল করে নিয়েছে। জমি জিরেত থেকে নারীর মান সম্ভ্রম, এমন কি বাঁচার স্বাধীনতাটুকু। পুলিশ প্রশাসন থেকে সাধারণ প্রশাসন সব নিলামে ডেকে নিয়েছে দুবৃত্তরা। মানুষ ভয় নিয়ে বাঁচতে বাঁচতে কখন যেন ভয়কে জয় করে নিল। এখানটাতে বোধহয় ঐ ভৌত বিজ্ঞানের নিয়ম কাজ করল। পুঞ্জিভুত ভয় জমাট বেঁধে সাহসে পরিণত হল। শীত ঘুম থেকে অকালে জেগে উঠল প্রশাসন। 'কি হারিয়েছে? তোমাদের সব ফিরিয়ে দেবো। আমাদের সঙ্গে থাকবে তো?' 'এখানে আইনের শাসন আছে। আপনারা আইন হাতে তুলে নেবেন না' ডিজি রাজীবকুমার বলতে বাধ্য হলেন। কত পুলিশ, কত কমিশনের কর্তারা সব ময়দানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কে বলে প্রশাসন নেই? আছে যে তার পথে দেখাল সন্দেশখালি। গোটা রাজ্যের দশা ওই সন্দেশখালির মত। শুধু মানুষের ভয় এখনও জমাট বাঁধে নি। উত্তরণ চাইলে সন্দেশখালির পথ অনুসরণ করতে হবে।

দেশ দেশান্তরে

সুলভে রামলালা দর্শন

সুভাষ চন্দ্র দাশ ◆ অযোধ্যা

গত ২২ জানুয়ারির পরবর্তী সময় থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের লক্ষ লক্ষ মানুষ রাম মন্দির দর্শনে ভীড় জমাচ্ছেন উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায়।সুন্দর পরিবেশে তাঁরা রামলালা দর্শন করছেন।

রাম মন্দির কর্তৃপক্ষ সুত্রের খবর গত ২২ জানুয়ারি থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৬০ লক্ষ ভক্ত রাম লালা দর্শন করেছেন । প্রণামীও পড়েছে বিরাট অংকের। এই এক মাসে ভক্তরা প্রণামী দিয়েছেন ২৫ কোটি টাকা। সঙ্গে সোনার গহণা ও চেক রয়েছে। ইতিমধ্যে সাধারণ মানুষ যাতে রাম মন্দির দর্শন করতে পারেন তারজন্যও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে। স্বল্প ব্যয়ে প্রতিটি রাজ্য থেকে সাধারণ মানুষের জন্য আস্থা স্পেশাল ট্রেন' বরাদ্দ করা হয়েছে। সেই আস্থা স্পেশাল ট্রেনে চেপেই লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ রাম মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন।

জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ আস্থা স্পেশাল ট্রেন' হাওড়া থেকে ছাড়ছে। বিগত দিনের পাশাপাশি আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি,৩ ও ৬ মার্চ পর্যন্ত এই পরিষেবা চলবে। একজন সাধারণ যাত্রী ১৬০০ টাকার বিনিময়ে অযোধ্যায় রামলালা দর্শন করতে পারবেন। ১৬০০ টাকার বিনিময়ে যে সমস্ত সুবিধা গুলো রয়েছে সেগুলো হল , হাওড়া থেকে আস্থা স্পেশাল ট্রেন' (হাওড়া–কাটরা) এ ওঠার আগেই বিজেপির শাখা সংগঠনের কর্মীরা ট্রেনের টিকিটের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে টিফিন ও জল। ট্রেনে ওঠার সময় যাতে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য স্টেশনে রয়েছে অসংখ্য আরপিএফ। এছাড়াও ট্রেনের মধ্যে যাতে কোন যাত্রীর খাবার এবং পানীয় জলের অসুবিধা না হয় তার জন্য রয়েছে আইআরসিটিসি।সম্পূর্ণ বিনাব্যয়ে খাবার ও পানীয়জল পাবেন পর্যাপ্ত পরিমাণ। এছাড়াও ট্রেনে যাত্রাকালীন সময়ে কড়া নজরদারিতে থাকছে অসংখ্য আরপিএফ। যাত্রা শেষে উত্তরপ্রদেশের কাটরা স্টেশনে নামার সঙ্গে সঙ্গেই থাকছে ইলেকট্রিক বাস পরিষেবা। বিনাব্যয়ে বাসে করে পৌঁছে যাওয়া যাবে অতিথিশালায়। অতিথিশালায় রয়েছে জনপ্রতি ঘুমানোর খাটিয়া, লেপ,বালিশ, আলোর ব্যবস্থা, মোবাইল ফোনে চার্জ দেওয়ার সুবিধা, পানীয় জল, স্নান ও পর্যাপ্ত পরিমাণ শৌচালয়ের ব্যবস্থা। রয়েছে পুলিশি নিরাপত্তা ও সিসি ক্যামেরার নজরদারি। এছাড়াও সেখানে বিনাব্যয়ে থাকা–খাওয়ার সমস্ত পরিষেবার ব্যবস্থা করেছে উত্তর প্রদেশ সরকার। এরপর সেখানকার সরকারি বাস পরিষেবা সময় মতো আপনাকে পৌঁছে দেবে হনুমান মন্দির ও রাম মন্দিরের তিন কিলোমিটার আগে। সেখান থেকেই পায়ে হেঁটে দর্শন করার সুযোগ মিলবে হনুমান মন্দির এবং রাম মন্দির। পরে আবার সরকারি বাস পরিষেবায় অতিথিশালায় পৌঁছে বিশ্রাম নেওয়া যাবে। প্রায় ৪দিন যাত্রা শেষে উত্তরপ্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আপনার হাতে তুলে দেওয়া হবে প্রসাদ, রামলালার ছবি,রাম জন্মভূমির মাটি এবং সরজু নদীর পবিত্র জল। পরে পুনরায় বিনামূল্যে কাটরা স্টেশনে পৌঁছে দেবে সরকারি বাস। সেখান থেকে ট্রেনে উঠে নির্দিষ্ট আসনে বসে হাওড়া হয়ে বাড়িতে ফিরতে পারবেন। মধ্যবিত্ত সাধারণ হয়ে আপনিও এমন রাজকীয় পরিষেবার মধ্যদিয়ে ভগবান রামলালাকে দর্শন করতে অযোধ্যায় যেতে পারেন। আগামী দিনে এমন সুযোগ নাও হতে পারে।

রামলালা দর্শন প্রসঙ্গে অযোধ্যা থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির রাজ্য নেতা সঞ্জয় কুমার নায়েক জানিয়েছে, সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ যাতে রামলালা দর্শন করতে পারেন তারজন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এমন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। কোনো বাধা ছাড়াই জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মধ্যবিত্তরা এমন সুযোগ গ্রহণ করে অযোধ্যায় রামলালা দর্শন করতে পারবেন।

সোনার খনিতে ধস

সুমন্ত ভৌমিক

ভেনিজুয়েলায় সোনার খনিতে ধসে ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার মধ্য ভেনিজুয়েলায় বেআইনিভাবে পরিচালিত একটি সোনার খনিতে এই ঘটনা ঘটে। যখন মাটির দেওয়াল ধসে পড়ে তখন বেশ কয়েকজন শ্রমিক সেখানে কাজ করছিলেন। স্থানীয় কর্মকর্তা ইওরগি আর্কিনিগা বুধবার জানিয়েছেন, বলিভার রাজ্যের জঙ্গলে বুল্লা লোকা নামে পরিচিত গর্ত থেকে প্রায় ২৩টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

বলিভার রাজ্যের নাগরিক নিরাপত্তাবিষয়ক সেক্রেটারি এডগার কোলিনা রেয়েস বলেছেন, আহতদের আঞ্চলিক রাজধানী সিউদাদ বলিভারের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে সামরিক ও দমকল বাহিনী এবং অন্য সংস্থাগুলো ঘটনাস্থলে বিমানপথে যাচ্ছে। অনুসন্ধানে সহায়তার জন্য উদ্ধারকারী দলও পাঠানো হয়েছে।

এই খনিতে প্রচুর সোনা পাওয়া যায় তাই মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে সেখানে যায়। বেসামরিক সুরক্ষা উপমন্ত্রী কার্লোস পেরেজ অ্যাম্পুয়েদা টুইটার –এ ঘটনার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন এবং অনেকজনের মৃত্যুর খবর জানান, তবে তিনি কোন সংখ্যা উল্লেখ করেননি। ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, খনির আশপাশে থেকে মাটির দেওয়াল ভেঙে পড়ছে। তখন কেউ কেউ পালাতে সক্ষম হয়েছেন এবং আবার কেউ পারেননি। কর্মকর্তাদের মতে, তখন প্রায় ২০০ জন শ্রমিক খনিতে কাজ করছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মৎস্য চাষ এবং তার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : কথায় বলে মাছে ভাতে বাঙালি। মাছ–মাংস বাঙালি ও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। আর এই পশু এবং মৎস্য চাষ নিয়েই এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দপ্তরের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানে পক্ষ ও মৎস্য চাষের অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। তুলে ধরা হয় চাষের মাধ্যমে ব্যবসায়িক বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা। প্রথমেই এমসিসিআইয়ের চেয়ারম্যান নমিত বাজোরিয়া স্বাগত ভাষণে বলেন, পশু ও মৎস্য চাষের মাধ্যমে গ্রাম্য অর্থনীতি এবং শিল্প অগ্রগতি পেয়েছে, ভারত এই মুহূর্তে মাছ উৎপাদনে তৃতীয় নম্বরে।

এমসিসিআইয়ের মৎস্য দপ্তরের চেয়ারম্যান অমিত কুমার সারাওগি বলেন, ৭ বিলিয়ন মাছ রপ্তানি করে ভারত। লেক, পুকুর মিলিয়ে প্রায় ৪১ মিলিয়ন হেক্টর জলাশয় মৎস্য চাষ হয় পশ্চিমবঙ্গে যা ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম। ভারতের প্রায় ৭০ শতাংশই চাষ হয় পশ্চিমবঙ্গে। এগ্রো লিমিটেডের প্রধান মির নামরেজ আলী বলেন একদম অল্প জায়গা থেকে শুরু করে আজ তারা মাছ চাষে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে এবং বিদেশে রপ্তানিও করছে। বছর শেষে আনুমানিক ৭০০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়। তিনি বণিক সভার সদস্যদেরও এবিষয়ে ভেবে দেখবার জন্য বলেন। তিনি বলেন মাছ চাষের মাধ্যমে ৩০০০ লোকের কর্মসংস্থান তিনি প্রদান করছেন।

পশ্চিমবঙ্গ পোল্ট্রি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মদনমোহন মাইতি উল্লেখ করেন, পশ্চিমবঙ্গ বদলাচ্ছে। ডিম উৎপাদনে চতুর্থ স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। দশ বছর আগে ০.৬ শতাংশ উৎপাদন হত। কিন্তু এখন উৎপাদনের পরিমাণ ৯.৯৪ শতাংশ। বয়লার মুরগি উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ যা খুব শীঘ্রই প্রথম স্থান অর্জন করবে। তিনি বলেন, পোল্ট্রি ফার্মের উন্নতি করার প্রচেষ্টা চলছে। খুব শীঘ্রই পরিবেশ বান্ধব পোল্ট্রি গড়ে তুলতে পারবে পশ্চিমবঙ্গ। এ বিষয়ে তিনি বণিক সভার সদস্যদের এগিয়ে আসতে বলেন। তিনি আরও বলেন, ইতিমধ্যেই পোল্ট্রির মুরগির বজ্র পদার্থ দিয়ে তৈরি হচ্ছে গ্যাস এবং সেখান থেকে তৈরি করা যাবে বিদ্যুৎ। তাই এই বিভাগেও বণিক মহলকে আহ্বান করেছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য এবং মৎস্য বন্দরমন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী বলেন, মৎস্য চাষ পড়েছিল সেই পুরনো আমলে। তাই মৎস্য চাষের গতি ছিল খুব অল্প। তাকে আধুনিকিকরণ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং সে প্রশিক্ষণ এখনও চলছে। না জেনে চাষ করলে বিপদ বাড়ে, তাই জেনে বুঝে চাষ করাই উচিত। তিনি বলেন যারা মৎস্য চাষ নিয়ে উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছেন তাদেরকেও হাতে–কলমে কাজ করবার জন্য উৎসাহ দিচ্ছে সরকার। তিনি তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাতে তাদেরকে পুকুরে নেমে চাষ করবার পথ দেখাচ্ছেন যাতে তাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেন মেদিনীপুরের ময়নাতে বৃষ্টির পরে জল নামত না তাই সেখানে সকলেই মাছ চাষে নিযুক্ত করেছিল নিজেদের। কিন্তু কয়েক বছর পর দেখা গিয়েছে, তারা মাছের যে খাবার দেয় সেই খাবার পুকুরের তলায় পড়ে গিয়ে পুকুরের মাটি দূষিত হয়েছে এবং সব মাছ মরে যাচ্ছে। তাই এ বিষয়ে নতুন ভাবনা নিয়ে আসা হয়েছে ভাসমান খাদ্যের। এই ভাসমান খাদ্য সত্যি উপকার করছে মৎস্য চাষে। বিজ্ঞান ভিত্তিক চাষে মনোযোগ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন মাটি পরীক্ষা করা এবং খুব শীঘ্রই মাছের মান দেখবার জন্য পরীক্ষাগারের সূচনা হবে। ময়নার এই মৎস্য চাষকে মডেল হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী এগিয়ে দিলেও তা যে খুব একটা সুখকর হয়নি তা মন্ত্রীর কথাতেই বোঝা গেল সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি সে বিষয়ে তেমন উত্তর দিতে চাননি।

প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, মাংস উৎপাদনেও এগিয়ে চলেছে সরকার। তিনি বিশেষভাবে বলেন, গত বিশ্বকাপ খেলায় কাতারে মাংস রপ্তানি করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই চাষ যে কর্মসংস্থানেরও দিশা দেখাবে তা তিনি দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেন। তিনি আরো বলেন, প্রায় ১০০ কোটি অবধি উৎসাহ ভাতা দেওয়া হয়েছে পোল্ট্রি ব্যবসায় এবং পশু চাষে। তিনি বণিক সভার সদস্যদের আহ্বান জানান এ বিষয়ে তাদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা প্রদান করার জন্য। বণিক সভার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রতীক চৌধুরী।

ছবি : প্রীতম দাস

ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের উদ্যোগে মৎস্যচাষিদের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি : সুন্দরবন কৃষি মাতৃক এলাকা। ধান চাষের পাশাপাশি মাছ চাষে ও সুন্দরবনের মানুষ সমান আগ্রহী। আর তাই মাছ চাষ করে মাছ চাষিদের স্বনির্ভর করার লক্ষে এবার এগিয়ে এল কেন্দ্রীয় সরকার। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে মাছ চাষিদের প্রশিক্ষণ ৩দিনের শিবির ও মাছের খাবার প্রদান করা হল কুলতলি ব্লকের পাঁচুয়াখালি গ্রামে। তফশিলি জাতি উপ পরিকল্পনার অধীনে তপশিলি জাতির মৎস্য চাষিদের জন্য ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অধীনস্থ কেন্দ্রীয় মিষ্টি জীবপালন সংস্কার রহড়ার আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে মৎস্য পালন প্রযুক্তিকরণের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ তপশিলি জাতি চাষি পরিবারের আর্থিক ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা শিবির আয়োজিত হয়। আর এই শিবিরে অংশ নিয়ে উক্ত গবেষণা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান বিজ্ঞানী ড: বি এন পাল এই তপশিলি জাতি উপ পরিকল্পনার গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য বিষয়ে বিস্তারিত বিবৃতির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এছাড়াও তিনি মৎস্য পালনে খাদ্য প্রস্তুতি ও খাওয়ানোর পদ্ধতি বিষয়ে আলোকপাত করেন। মৎস্য বিজ্ঞানী অরবিন্দ দাস বাস্তু পুকুরে মাছ চাষ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তাছাড়া বিজ্ঞানী ড: আর এন মণ্ডল, ড: এফ হক মৎস্য পালনে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য জীবনের ভূমিকা এবং তার মূল্যায়ন এবং মাছের রোগ ও তার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরেন। ৩দিনের এই অনুষ্ঠানে এই এলাকার শতাধিক মাছ চাষি অংশ নেন এবং তাদের হাতে মাছ চাষের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান সামগ্রী যেমন চুন, মহুয়া খোল ও ভাসমান মাছের খাবার বিতরণ করা হয়।

বাসন্তীতে বিজ্ঞান ও লোক সংস্কৃতির মেলবন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : মেলা উৎসবের মধ্য দিয়েই মহামানবের মেলবন্ধন। মেল বন্ধনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা গেল বাসন্তী ব্লকের জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র ও বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতনের উদ্যোগে শুরু হওয়া ১৭তম বর্ষের 'সুন্দরবন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও লোক সংস্কৃতি উৎসবে।বৃহস্পতিবার এমন মহামানবের মিলন মেলার আনুষ্ঠানিক সুচনা করেন দীঘা রামকৃষ্ণ সারদা সেবা কেন্দ্র মিশনের সম্পাদক স্বামী নিত্যবোধানন্দজি মহারাজ। মহামানবের এই মিলন মেলা চলবে আগামী ২ মার্চ পর্যন্ত।অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডেনমার্কের দম্পতি ডঃ অ্যাডাম ওয়েগার্ড, বিরগেট ওয়েগার্ড, ভারতে নিযুক্ত ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ফ্রেডি সোভেন, আইএফজি(ডেনমার্ক) চেয়ারম্যান গণেশ সেনগুপ্ত, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় (ডেনমার্ক) এর বেন্টে উলফ, জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, শিল্পপতি মনীশ বর্দিকা, কেন্দ্রীয় অভ্যন্তরীণ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ডাইরেক্টর ডঃ বসন্ত কুমার দাস, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং একাডেমিক কাউন্সিল সিনিয়র ফ্যাকাল্টি'র সচিব পার্থ দাস, জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের সচিব বিশ্বজিৎ মহাকুড় ও সভাপতি প্রভুদান হালদার সহ অন্যান্যরা।মেলার সুচনার পাশাপাশি বিখ্যাত ডেনিশ কোম্পানির আর্থিক সহায়তায় ছাত্রীবাসের দ্বিতীয় তলের উদ্বোধন হয়। এছাড়াও আরও তিনটি প্রকল্প 'মাইক্রো ওয়াটার টেকসই জলসম্পদ এলাকার জন্য জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় সুন্দরবন', 'টেকসই শক্তি সমাধান– সবুজ ক্যাম্পাস প্রকল্প', এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই মডেল গ্রাম প্রকল্প– দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা হয়।

মরণোত্তর চক্ষুদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগণার বারাসতের ভাটরাপল্লির বাসিন্দা জনৈক মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী নন্দ কিশোর দাস সম্প্রতি শ্বাসনালী ও ফুসফুস জনিত রোগে প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তাঁর কন্যা মধুমিতা দাস জানান, এই অসুখে তিনি প্রায় দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ ভুগছিলেন। গত সপ্তাহে অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাকে বারাসাত জেলা হাসপাতালে সিসিইউতে ভর্তি করা হয়। গত বৃহস্পতিবার তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তার কন্যা মধুমিতা বাবার দুই চোখের কর্নিয়া দান করেন। এব্যাপারে তাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেন গণদর্পণ–এর সঞ্জয় দাস। প্রয়াত নন্দকিশোরের কর্ণিয়া দুটি সংগ্রহ করে দিশা হসপিটাল। মধুমিতা বলেন, 'বাবা তো আর ফিরে আসবেন না। কিন্তু তার চোখ দুটি যদি কোনও মানুষের অন্ধত্ব দূর করে সেটাও তাঁকে অনেকাংশে পাওয়া।'

তৃণমূল কংগ্রেসের রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহড়ু : গরমে রক্তের জোগান বজায় রাখতে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের সহায়তায় জয়নগর ১ নং ব্লকের বহড়ু ক্ষেত্রের তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে বহড়ু ক্ষেত্র তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর, জয়নগর ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস, জেলা জয়হিন্দ বাহিনীর সহ সভাপতি রাজু লস্কর, বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান স্নেহাশিস নাইয়া, প্রাক্তন উপপ্রধান মুজিবর রহমান লস্কর, বহড়ু ক্ষেত্র অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনার কৌশিক দাস, মাতিন হালদার সহ একাধিক পঞ্চায়েত সদস্য। শতাধিক রক্তদাতা এদিন এই শিবিরে অংশ নেন।

নোদাখালিতে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালি থানার অন্তর্গত বজবজ পান বাজারে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি নোদাখালি নতুন রাস্তা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ২৯ তম রক্তদান শিবির হয়ে গেল। এই রক্তদান শিবিরে ১০২ পুরুষ ও মহিলা রক্তদান করেন। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন নোদাখালী থানার আইসি পিনাকী রায়, ডক্টর দিলীপ ঘোষ সহ বহু বিশিষ্ট মানুষজন। ক্লাবের উদ্যোক্তা আশীষ প্রামানিক জানালেন, বিগত কয়েক বছর ধরে আমরা এই রক্তদান করে আসছি মুমূর্ষু মানুষদের প্রাণ বাঁচাতে। যারা রক্তদান করেছেন তাদের সকলকেই আমরা কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমাদের ভোট

প্রথম পাতার পর

ফিরে গেলে আবার ভোট পরবর্তী হিংসায় বাংলা রক্তাক্ত হবে নাতো। সমস্ত বিরোধী শিবিরকে এখন থেকেই নির্বাচন কমিশনের কাছে আর্জি জানাতে হবে ভোটের আগে এবং ভোট পরবর্তী সময়ে বাংলায় যেন শান্তি বিরাজিত থাকে। ইতিমধ্যেই জটিল মণ্ডলের ওই বক্তব্যের অংশটি দেখে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে একটি অভিযোগপত্র পাঠিয়েছেন। এখন দেখার জাতীয় নির্বাচন কমিশন ওই জটিল মণ্ডলের বিরুদ্ধে সদর্থক পদক্ষেপ নেন কিনা। যদি পদক্ষেপ নেন তবেই বাংলার মানুষের মনে পুনরায় সাহস ফিরে আসবে। সেই সঙ্গে এই ধরনের বাহুবলী নেতাদেরও মনে আতঙ্ক তৈরি হবে।

ক্রাইম ডেস্ক

শ্লীলতাহানির অভিযোগে ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : এক গৃহবধূকে শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে বহড়ু থেকে গ্রেফতার দুই যুবককে শনিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি এক গৃহবধূ জয়নগর থানায় শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করার পর জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে এস আই অলকেন্দু ঘোষ তদন্তে নেমে বহড়ুর দক্ষিন মিঠানির বাড়ি থেকে দুই যুবক নিমাই বৈদ্য ও সুবক বৈদ্যকে গ্রেপ্তার করেন।

উদ্ধার প্রচুর মদের বোতল, ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় তল্লাশি অভিযানে উদ্ধার হয় ৪৩ টি বেআইনি মদের বোতল। গ্রেফতার করা দুই মদ বিক্রেতাকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেল জয়নগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বেশ কিছু দিন ধরে বেআইনি মদ বিক্রির অভিযোগ আসছিল। গত ২২ ফেব্রুয়ারি জয়নগর থানার পুলিশের দুটি বিশেষ টিম রাজাপুর করাবেগ ও বুড়োরঘাট এলাকায় তল্লাশি চালায়। ধরা হয় মুরতি মন্ডল ও সুনীল সরদারকে। ধৃতদেরকে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

বজবজে বিজেপির পার্টি অফিস উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : গত ২৭ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ বিধানসভার সাউথ বাওয়ালি নস্কর পাড়ার ২০৩ নম্বর বুথে বিজেপির ভেঙে দেওয়া পার্টি অফিস পুনরায় নির্মাণ করে উদ্বোধন করা হল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির লিগাল সেলের কনভেনার অভিজিৎ দাস ওরফে ববি, ডায়মন্ডহারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অগ্নিশ্বর নস্কর, জেলা কমিটির সদস্য সজল আদক প্রমুখ। সজল আদক জানান, পাঁচ বছর আগে তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনী আমাদের পার্টি অফিস ভেঙে দিয়েছিল। আবার মনোবল শক্ত করে আমরা নির্বাচনের আগে এই পার্টি অফিস উদ্বোধন করলাম। ৫ নম্বর মণ্ডল কমিটির অন্তর্গত প্রায় ৩০০ জন বিজেপিরকর্মী সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। সন্দেশখালির ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও জানানো হয়।

নিবারণ দত্ত রোড বেহাল

প্রথম পাতার পর

মাঝে মধ্যেই বিবিরহাট আমতলায় যানজট তৈরি হচ্ছে। বৃষ্টি হলে আরো ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে এই রোডে। দ্রুত রাস্তার সংস্কার করা না হলে যে কোন সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই প্রসঙ্গে সাতগাছিয়া বিধানসভার বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর বলেন, আমি পি ডব্লিউ ডির অথরিটির সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেছি এবং দ্রুত রাস্তা সংস্কার করতে বলেছি। কিন্তু পি এইচ ই নাকি বলেছে যে মূল জলের লাইনটি গেছে সেই লাইন থেকে বাড়ি বাড়ি কানেকশনের জন্য আরো পাইপ সংযোগের দরকার আছে। তাই এখন যদি মূল পিচ রাস্তা সংস্কার করা হয় তাহলে পরবর্তী সময়ে আবারও রাস্তা কাটতে হতে পারে। পি ডব্লিউ ডি তাই ভাবছে জলের লাইনের কাজ সম্পূর্ণ হলে তারপরই পিচ রাস্তা সংস্কার হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কত দিনে জলের লাইন সম্পূর্ণ হবে। এর মধ্যে যদি বর্ষাকাল এসে যায় তাহলে তো পরিস্থিতি ভয়ানক হবে। মানুষকে আর কতদিন তাহলে দুর্ভোগে থাকতে হবে।

নদীর গতিপথ আটকে অবাধে চলছে

প্রথম পাতার পর

তবে এই জায়গার বর্তমান মালিক ও স্থানীয় পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি। ওই এলাকার পাশ থেকে বয়ে গেছে কালনাগিনী নদী। এলাকার মানুষজনের দাবি, এইভাবে যদি নির্বিচারে ম্যানগ্রোভ কেটে নদীর গতিপথ রুদ্ধ করা হয় তাহলে আগামী বর্ষার মরশুমে জলমগ্ন হয়ে পড়বে গোটা এলাকা। নির্মাণ এলাকা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে রয়েছে স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে প্রশাসনিক আধিকারিকদের অফিস। কিন্তু তারপরেও কিভাবে দিনের পর দিন এইভাবে ম্যানগ্রোভ কেটে নদীর গতিপথ রুদ্ধ করা হচ্ছে তা নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। স্থানীয় বিধায়ক ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসককে জিজ্ঞেস করা হলে তাঁরা অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন। কিন্তু কোথায় পদক্ষেপ? প্রশাসনকে তো বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে এরপরেও রীতিমত অবাধে চালিয়ে যাচ্ছেন কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ওই মৎস্য ব্যবসায়ী। তবে এই বিষয় নিয়ে বিরোধী বিজেপির অভিযোগ শাসকদল ও প্রশাসনের মদদ না থাকলে এমন কাজ করা যায় না পরিকল্পিতভাবেই টাকার বিনিময়ে চলছে এই ভাবেই অবৈধ কাজকর্ম।

রায়পুরে নদী বাঁধের সংস্কার হচ্ছে ধীরগতিতে

প্রথম পাতার পর

তারপর ওই ভাঙনের জায়গায় সেচ দপ্তর কাজ শুরু করে সংস্কারের। নদীর নিচের অংশ থেকে উপর দিকে দু থাক ইঁট ও তার দিয়ে কাজ করা হয়েছে। কাজ চলছে তবে কাজের গতি নেই। এলাকার মানুষরা বলছেন যে বর্ষাকালে আবারও ভাঙন দেখা দেবে যদি দ্রুত বাঁধ সংস্কার না হয়। এই প্রসঙ্গে ডি–রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রাজকুমার পরামানিক বলেন, দেখুন নদী বাঁধের সমস্যা একটি কেন্দ্রীয় সমস্যা। নদী জাতীয় সম্পদ। তার বাঁধ সংস্কারের ব্যাপারে কেন্দ্র সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। রাজ্য সরকারের যতটা ক্ষমতা আছে তার মধ্যেই সাধ্যমত কাজ করছে এবং তাতে আমরা সন্তুষ্ট। কেন্দ্রীয় সরকারের নমামি গঙ্গে প্রকল্পের মাধ্যমে নদী বাঁধেরও কাজ করা হোক। কিন্তু নমামি গঙ্গে প্রকল্পের টাকা কোথায়। তবে আমাদের রায়পুরে কাজ চলছে। আশা করা যায় খুব তাড়াতাড়ি সংস্কার হয়ে যাবে। বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জি বলেন, দপ্তর ওখানে কাজ করছে বর্ষার আগেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ওখানে একটি সুইলিস গেট তৈরি হবে।

জমিদারি প্রথা সমানে চলেছে

প্রথম পাতার পর

মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর এলো ব্রিটিশ শাসন। আরও সুসংহত ভাবে রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন পাস করে লর্ড কর্নওয়ালিস চালু করলেন জমিদারী প্রথা। বাংলা–বিহার–উড়িষ্যা এবং বারাণসীতে এর প্রভাব পড়ল প্রকটভাবে। রাজস্ব আদায়ের সামর্থ বিচার করে মহারাজা, রাজা, রায়, বাবু, মালিক, চৌধুরী, নবাব, খান এবং সর্দারের মতো রাজকীয় উপাধিতে ভূষিত করা হল জমিদারদের। যে যত বেশি দমন–পীড়ন করে যত বেশি রাজস্ব ব্রিটিশ সরকারের হাতে তুলে দিতে পারল তার পদোন্নতি হলো রাজা থেকে মহারাজায়। খাজনা দিতে না পারলে ঋণ শোধ করতে না পারলে বাড়ির মহিলাদের ভেট সেদিন ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এরপর ছিল শারীরিক অত্যাচার। এইসব জমিদারদের বিরুদ্ধে বাংলা জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে সংগঠিত হয়েছে বহু অভুত্থান আন্দোলন। কিন্তু ব্রিটিশ প্রভুদের সমর্থনে জমিদারদের কোনও ক্ষতি করতে পারেনি শোষিত সাধারণ মানুষ।

ব্রিটিশদের সঙ্গে চুক্তি করে আমরা স্বাধীন হলাম। লেখা হল সংবিধান। চালু হলো প্রজাতন্ত্র। ১৯৫২ সালের ১ জুলাই প্রথম সংবিধান সংশোধনীতে আর্টিকাল ১৯ এবং ৩১ বদল করে পাস হলো ভূমি সংস্কার ও জমিদারী উচ্ছেদ আইন। জমিদারদের হাতে থাকা হাজার হাজার বিঘা ভূসম্পত্তি সরকার অধিগ্রহণ করে সাধারণ খেটে খাওয়া কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দেবে শুনে ধন্য ধন্য পড়ে গেল দেশে। দেওয়াও হলো, কিন্তু অবসান হলো না দালালরাজের। সন্দেশখালি দেখিয়ে দিয়েছে সেদিনকার ফৌজদার, জায়গীরদার, জমিদার হল আজকের এই শাহজাহানরা। তারাও জমি লুঠ, মহিলাদের সম্ভ্রম লুঠ, শারীরিক অত্যাচারের মাধ্যমে পরম্পরাকে ধরে রেখেছে। ২০২৪–এর ফেব্রুয়ারিতে বসে স্বাধীন ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সব আমলেই উপস্থিত রয়েছে শাহজাহান, শিবু, সিরাজ, উত্তমরা। সেদিনকার অত্যাচারী, নারী সম্মান লুঠ, দমন–পীড়নে সিদ্ধহস্ত জমিদাররা আজকের গণতন্ত্রের পদাধিকারী রূপে বিদ্যমান। সেদিনকার অত্যাচারীদের আশ্রয়–প্রশ্রয়দাতা শাসক প্রভু আজও আছে প্রজাতন্ত্রের মুখোশ পরে। আগে যেমন অত্যাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত নবাব জমিদাররা মোঘল–ব্রিটিশ শাসকদের বদান্যতা পেয়ে বীরদর্পে আরও প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়েছে সেভাবেই আজও শাসকের প্রশ্রয়ে বীরদর্পে গণতন্ত্র রক্ষার পীঠস্থানে দেখা মিলছে শাহজাহান রূপী অত্যাচারিদের। আইন মেনে তাকে ছোঁয়া পর্যন্ত যাচ্ছে না। তাই শাসকের পরিবর্তন হলেও জমিদারী প্রথার অবসান হয়তো অধরাই থেকে গেল। তবে সন্দেশখালির মা–বোনেরা দেখিয়ে দিয়েছে জমিদারী প্রথার প্রকৃত উচ্ছেদ এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র হাতিয়ার গণঅভ্যুত্থান।

দুয়ারে থানা

প্রথম পাতার পর

বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার পলাশচন্দ্র ঢালি বলেন, দূরবর্তী গ্রামে প্রতি ১৫ দিন অন্তর এই সহায়তা কেন্দ্র বসবে। প্রতিটি অভিযোগ নিয়মিত মনিটরিং করা হবে। বারুইপুর পুলিশ জেলায় ১৭টি থানা রয়েছে। তার মধ্যে দু'টি মহিলা থানা ক্যানিং ও বারুইপুর। প্রতিটি থানার যে কোনও একটি পঞ্চায়েত এলাকায় এই সহায়তা কেন্দ্র হবে। সমস্যা শোনার জন্য থাকবেন থানার আইসি বা ওসি, এসআই পদ মর্যাদার এক আধিকারিক। এমনকী এই সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন বারুইপুর পুলিশ জেলার শীর্ষ আধিকারিকরাও। বারুইপুরের পুলিশ জেলার জয়নগর থানা এলাকার দুটি পঞ্চায়েত এলাকায় খোলা হয় সহায়তা কেন্দ্র। ছিলেন আইসি সহ দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক। গ্রামের অনেক মহিলা সেখানে এসে অভিযোগ জানান। এছাড়াও বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হচ্ছে। প্রবীণরা অভিযোগ জানাতে এলে তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আর পুলিশের এই সহায়তা কেন্দ্রে এসে খুশি এলাকার মানুষ।

নিঃশর্ত নাগরিকত্ব পেলেই

প্রথম পাতার পর

এরপর নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) পাস হয়। সেখানে বলা হয়েছে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা এদেশে এসেছে এবং অন্ততঃ ছয় মাস ভারতে বসবাস করেছে তারা এদেশের নাগরিকত্বের দাবিদার হতে পারে। আজ ২০২৪ সালে একটা আইন তৈরি হয়ে তা কার্যকর হতে যাচ্ছে। এতে আমরা খুশি ও আনন্দিত। আমরা আরও বেশি খুশি হব, এই নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে কোনওরকম জটিলতা না তৈরি বলে। আমরা চাই যারা এদেশে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র ও ব্যবসা বাণিজ্যে যুক্ত তাদের সেই সব সামাজিক প্রতিষ্ঠানে নির্বিঘ্ন রেখে স্বাধীনভাবে এখানে বসবাসের স্বীকৃতি লাভ করুক। যদি তা না হয়, যদি তাদের সামাজিক ক্ষেত্রে আবার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তাহলে আমাদের নতুন করে আন্দোলনের চিন্তাভাবনা করতে হবে। এক কথায় যে সিএএ লাগু হতে যাচ্ছে, ততে আমরা খুশি। তবে তা নিষ্কন্টক হোক। এমনটা হলে সমস্ত উদ্বাস্তু মানুষ সব ভুলে পদ্মের চরণে শরণ নেবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।'

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংসদের সভাপতি বিমল মজুমদার তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, আমরা নিঃসন্দেহে সিএএ–র পক্ষে। তবে আমাদের দাবি হল, নিঃশর্ত নাগরিকত্ব। কিন্তু শর্তসাপেক্ষ নাগরিকত্ব আমাদের জন্য সুফলদায়ক নয়। তাহলে দেখা যাবে আমরাও রোহিঙ্গা হব বা আসামের মতো অবস্থা হতে পারে। তবে আশা করা যায়, তা নিঃশর্তই হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকে যা জানা গিয়েছে তাতে মার্চের প্রথম থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই এটা লাগু হতে পারে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে। আশা করা যায়, এই নাগরিকত্ব নিঃশর্ত হবে। এই মর্মে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সম্প্রতি আমরা একটি সাংবাদিক সম্মেলনও করি। আমরা নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে কোনও সীমারেখা চাইনা। কারণ দেশটা ভাগ হয়েছিল মূলতঃ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে। মুসলিমদের বসবাসের জন্য পাকিস্তান তৈরি হয়। কিন্তু হিন্দুদের বসবাসের জন্য হিন্দুস্তান নামকরণ হলেও তা পুরোপুরি মান্যতা পায়নি। এখন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কি করে সেটাই দেখার। তা নিঃশর্ত হলে কেন্দ্রের শাসকদল আমাদের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হবে না।

সব আসনে পদ্ম

প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন দুর্নীতির বিষয়েও তিনি বক্তব্য রাখেন। রেশন দুর্নীতি, নেতাদের ঘরে টাকা, প্রাথমিক শিক্ষকে দুর্নীতি এবং বিভিন্ন পুরসভায় নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রসঙ্গ তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে। এর আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বঙ্গে ৪২ আসনের মধ্যে ৩৫টি আসনের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এদিন জনগণের উচ্ছ্বাস দেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেন বাংলার সব আসনই এবার পদ্ম ফুল ফুটবে।

বর্ধমানে তৃণমূল কংগ্রেসের দেড় ডজন নেতা

প্রথম পাতার পর

রাজ্যে বামশাসনের অবসান ঘটিয়েছিল; কালের গতিকে সেই তৃণমূল কংগ্রেসও বর্তমানে একই অভিযোগের তিরে ক্রমাগত বিদ্ধ হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে সন্দেশখালি কাণ্ডেও মুখ পুড়ছে তৃণমূল কংগ্রেসের। এই সন্দেশখালি ইস্যুতেই বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম, এসইউসিআই প্রভৃতি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি লোকসভা নির্বাচনের মুখে রাজ্যের শাসকদলকে সার্বিকভাবে চাপে ফেলতে সচেষ্ট। এজন্য রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ সভা, মিছিল, ধরনা, অবস্থান, বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রভৃতি আন্দোলনের কোনওকিছুই বাদ যাচ্ছে না। সময় যত গড়াচ্ছে এই ইস্যুতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কোণঠাসা করার জোরদার প্রয়াস চলেছে। সন্দেশখালি কাণ্ডের প্রতিবাদে বর্ধমান শহরেও বিজেপির তিনদিনের ধরনা কর্মসূচি ছিল। শহরের কার্জন গেট চত্বরে সম্প্রতি আয়োজিত সেই কর্মসূচি থেকে গেরুয়া শিবিরের একাধিক জেলা শীর্ষ নেতা তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনব্যবস্থার পাশাপাশি শাসকদলের 'বিতর্কিত' নেতা–কর্মীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন। বিজেপি যুব মোর্চার বর্ধমান সদর জেলার সাধারণ সম্পাদক সুধীররঞ্জন কুমার সাউ সভাস্থলে দাঁড়িয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে বলেন, বর্ধমানের তৃণমূলের অনেক নেতা আছেন একসময় যাঁদের কাছে একটা সাইকেল চড়ার ক্ষমতা ছিল না। অনেককে বগল ছেঁড়া জামা পড়তেও দেখেছি। তাঁরা আজ দেখছি বড়ো বড়ো চারচাকায় ঘুরছেন। বড়ো বাড়ি বানিয়েছেন। অবৈধভাবে বালিখাদ চালাচ্ছেন। তাঁদের উদ্দেশে বলছি আপনারা সাবধান হয়ে যান। সাধারণ মানুষকে ধমকানো বন্ধ করুন সাধারণ মানুষের টাকা লুট করা বন্ধ করুন। তা নাহলে আপনারা ছাড় পাবেন না।

জেলায় ইডি–সিবিআই তদন্তের প্রশ্নে সুধীরঞ্জন সাউ আরও বলেন, বর্ধমানের ১৭ জন তৃণমূল নেতার নাম আছে।তাঁরা আগামী ছ'মাসের ভিতরে তদন্তের মুখে চলে আসবেন। আপনারা দেখতে থাকুন। এদিকে, বিরোধীদের ঘরে ইডি–সিবিআইয়ের তদন্তের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আগবাড়িয়ে বিজেপি নেতৃত্বের মুখে উঠে আসতেই প্রবল রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও যার ব্যতিক্রম ঘটেনি।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষ সহ রাজ্য শীর্ষ তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ, সর্বত্র বিরোধীদের দমিয়ে রাখতে বিজেপি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহার করে চলেছে। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এরাজ্যে সাংগঠনিকভাবে দুর্বল বিজেপি এবার ইডি–সিবিআইয়ের ওপর ভর করেই লোকসভা নির্বাচনে লড়তে নামছে।যদিও রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব সাংগঠনিক দুর্বলতার কথা স্বীকার না করেই প্রধান বিরোধীদলের তকমা দেখিয়ে পালটা দাবি করেন যে মানুষ তাদের সঙ্গে রয়েছে।

মহানগরে

কলকাতায় সম্পত্তি করে আসতে চলেছে জি.আর

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পৌরসংস্থার অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায়ের মূল উৎস হল সম্পত্তি কর। প্রত্যেক বছরেই সম্পত্তি কর অর্থাৎ প্রপার্টি ট্যাক্স আদায়ের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। চলতি অর্থবর্ষে তা করার ফলেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোনো গেছে। গত ২০২২ – '২৩ অর্থবর্ষে রাজস্ব আদায়ের মোট পরিমাণ ছিল ১,১২০ টাকা। আর চলতি অর্থবর্ষে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত ১,০৬৮ কোটি টাকা সংগ্রহ করা গিয়েছে। এটা বিগত বছরের সম–পরিমাণ সময়ের নিরিখে ১০ শতাংশ বেশি। বাকি দু'মাসে সম্পত্তি কর আদায়ে একই পদ্ধতি জারি থাকবে। অতিমারি উত্তরকালে যে সব করদাতারা এককালীন ১০০ শতাংশ সুদ মকুব করার পরেও এবং ৫০ শতাংশ সুদসহ ও ৯৯ শতাংশ জরিমানা ছাড় দেওয়া সত্ত্বেও সেসব ছাড় গ্রহণ করে সম্পত্তি কর প্রদান সম্পন্ন করেননি তাদের বিরুদ্ধে কলকাতা পৌরসংস্থা নানারকম কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। রেন্ট অ্যাটাচমেন্ট, ডিসট্রেইন্ট ওয়ারেন্ট, প্রপার্টি অ্যাটাচমেন্ট প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

এবার দীর্ঘদিন ধরে কর প্রদান করেননি এমন করদাতাদের কেমন কর ছাড় দেওয়া হতে পারে। সূত্র মারফত তার একটা রূপরেখা পাওয়া গেছে। যেমন : ১) ১০ বছর বা তার চেয়ে বেশি পুরনো বকেয়ার ক্ষেত্রে সুদ ছাড় ৩৫ শতাংশ এবং জরিমানা ছাড় ২৫ শতাংশ। ২) ৫ – ১০ বছরের কম পুরনো বকেয়ার ক্ষেত্রে সুদ ছাড় ৪০ শতাংশ এবং জরিমানা ছাড় ৫০ শতাংশ। ৩) ২ – ৫ বছরের কম পুরনো বকেয়ার ক্ষেত্রে সুদ ছাড় ৪৫ শতাংশ এবং জরিমানা ছাড় ৭৫ শতাংশ। ৪) ২ বছরের কম পুরনো বকেয়ার ক্ষেত্রে সুদ ছাড় ৫০ শতাংশ এবং জরিমানা ছাড় ৯০ শতাংশ। অনুমতি পেলে এই হার চালু হতে পারে।

এদিকে গত আর্থিক বছরে কলকাতা পৌরসংস্থায় নথিভুক্ত করদাতার সংখ্যা ছিল ৯.১৪ লক্ষ আর চলতি অর্থবর্ষের ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত ১৬ হাজার বেড়ে তা হয়েছে ৯.৩০ লক্ষ। বর্তমানে বিল্ডিং কমপ্লিশন সার্টিফিকেট (সি সি) প্রদানের নথি কম্পিউটার সিস্টেমে সরাসরি মূল্যায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফলে করদাতার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংগ্রহে অনলাইন পরিষেবা জোরদার করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে অনলাইনে মিউটেশনের জন্য আবেদন করা, প্রয়োজনীয় নথি আপলোড করা এবং বিনামূল্যে মিউটেশন সার্টিফিকেট দেওয়া। সাসপেন্স অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করা সহ সমস্ত রকমের সম্পত্তিকর

সংক্রান্ত বিল অনলাইনে প্রদান করার সুবিধা। তবে বর্তমানে আরও আধুনিক উপায়ে হোয়াটস অ্যাপ বট – ৮৩৩৫৯ ৯৯১১১ এবং কেএমসি অ্যাপে'র মাধ্যমে মিউটেশন এবং সম্পত্তি কর সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের এবং টাকা জমা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যদিকে, নগরবন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে বয়স্ক অথবা শারীরিকভাবে অশক্ত ব্যক্তিদের জন্য ঘরে বসে পৌর–পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন স্বপ্রত্যয়িত নথি এবং নথির প্রতিলিপির ভিত্তিতে কাজের সুবিধা চালু হওয়ায় করদাতারা এখন আগের চেয়ে আরও অনেক পরিষেবা সহজে পাচ্ছেন।

এদিকে, কলকাতা পৌর এলাকার সমস্ত সম্পত্তি কর দাতাদের 'ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট'র(ইউএএ) একই ছাতার তলায় নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে স্ব–মূল্যায়ন ফর্ম(এসএএফ) আরও সরল করা হয়েছে। সম্পত্তি কর দাতাদের সুবিধার্থে মিউটেশন ফর্ম সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমৃদ্ধ আবেদন পত্র পরিমার্জনের কাজ শেষের পথে। এছাড়াও 'ইউনিট এরিয়া স্কিম'ভুক্ত 'বেস ইউনিট এরিয়া ভ্যালু' এবং 'মাল্টিপ্লিকেটিভ ফ্যাক্টর ভ্যালু'র সময়োপযোগী পরিবর্তন করে রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে যা অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

কলকাতা পৌরসংস্থার কর নির্ধারণ ও আদায় দফতর কলকাতা পৌর এলাকার প্রতিটি জলাশয় পরিদর্শন করে, তার অবস্থান চিহ্নিতকরণ এবং সময়ের সাপেক্ষে তার পরিবর্তনের ডিজিটাল তথ্য সংক্ষরণ করার পাশাপাশি সেটিকে স্বতন্ত্র অ্যাসেসি নম্বর দেওয়ার কাজ করছে। সমগ্র প্রক্রিয়াটি আগামী অর্থবর্ষের প্রথমার্ধেই শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এর ফলে আগামী দিনে পুকুর বোজানোর সর্বনাশা প্রবণতাকে অনেকটা ঠেকানো যাবে।

এদিকে, কলকাতা পৌরসংস্থা কলকাতার সম্পত্তি কর দাতাদের সম্পত্তি কর সংক্রান্ত সার্বিক সুবিধা দানের স্বার্থে অনেক গুলি আইন সংশোধন করেছে। আর এই সংশোধন গুলির মাধ্যমে করদাতাদের শুধু যে অহেতুক হয়রানি কমবে বা মিউটেশন ও কর সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যা সমাধানের সময় কমবে তা শুধু নয়, কিছু ক্ষেত্রে কর কাঠামোর বাস্তবানুগ সংস্কারও সাধিত হবে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সম্পত্তি কর সরাসরি অনলাইনের মাধ্যমে জমা দিলে সাধারণ ৫ শতাংশ রিবেটের সঙ্গে অতিরিক্ত ছাড় হবে। এছাড়াও পূর্বে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের কাজ অনেকক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ফেলে রাখার প্রবণতা দেখা যেতো যার ফলে মূল্যায়নের পর হঠাৎ করে দীর্ঘদিনের বিশাল করের বিল তৈরি হয়ে, করদাতার ওপর বোঝা সৃষ্টি করত। তাই পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন এবার থেকে নির্দিষ্ট কার্যকর অর্ধের ছ'বছরের মধ্যে এবং অন্তর্বর্তীকালীন মূল্যায়ন – করদাতার কাছ থেকে তথ্য জমা পড়লে, নির্দিষ্ট মূল্যায়ন অর্ধের ছ'বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক করতে আইন সংশোধন করা হয়েছে।

আবার, কিছু দিন ধরে আই.জি. রেজিস্ট্রেশনের দফতর এবং কলকাতা পৌরসংস্থার কম্পিউটার সিস্টেমের মধ্যে একটি অন্তঃসংযোগ স্থাপিত হয়েছে, যার ফলে যে কোনও সম্পত্তি কেনাবেচার দু থেকে তিন দিনের মধ্যেই তার সম্পূর্ণ তথ্য পৌরসংস্থার কাছে পৌঁছে যাবে। আর এই তথ্যের ভিত্তিতে এবং মিউটেশনের অন্যান্য শর্তগুলি পূরণ হলে পৌরসংস্থা এখন মিউটেশনের আবেদন জমা না পড়লেও নিজের থেকে তার নামপত্তন করে দিতে সক্ষম। সংশোধিত আইন গৃহীত হলে পৌরসংস্থা মিউটেশন আবেদন ছাড়াও ক্রেতার নামে নিজের থেকেই সরাসরি মিউটেশন করে দেওয়ার অধিকার পাবে। ফলে, উক্ত ক্রেতার মিউটেশনের পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে না গিয়েও মিউটেশন পেতে অসুবিধা হবে না। উল্টে এর ফলে পৌর সম্পত্তি কর আদায় বৃদ্ধি পাবে। আগামী ২০২৪ – '২৫ অর্থবর্ষে সম্পত্তি করের মাধ্যমে উপার্জনের মাত্রা ২৮ কোটি টাকা হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। যা চলতি বছরের থেকে ছ'কোটি টাকা বেশি।

আড়াই কোটি ব্যয়ে তৈরি জয়শ্রীতে বুস্টার পাম্পিং স্টেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: বেহালার ১৪ নম্বর বরো এলাকার অন্তর্ভুক্ত ১২১ নম্বর ওয়ার্ডে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের উন্নতি ঘটাতে অনেক চেষ্টার পর এগিয়ে এল কলকাতা পৌরসংস্থা। ২৯ ফেব্রুয়ারি জয়শ্রী পার্ক বুস্টার পাম্পিং স্টেশনে ১০ লক্ষ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন আংশিক ভূগর্ভস্থ জলাধার এবং পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের মাধ্যমে পানীয়জল পরিষেবার বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের সূচনা করলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ২০২১ সালের একেবারে শেষ দিকে আমি এই ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই এই আংশিক ভূগর্ভস্থ জলাধার প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। তবে সে কাজের গতি ছিল খুবই মন্থর। এই ওয়ার্ডে পানীয় জলের সমস্যা ছিল। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হতে একটু বেশি সময় লেগেছে এটা ঠিকা। তবে আজ এই জয়শ্রী পার্কে বুস্টার পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের ফলে সামগ্রিক জয়শ্রী পার্ক এলাকা, জয়শ্রী পোস্ট অফিস, শ্যামাপল্লি এলাকা, মণ্ডলপাড়া, নবপল্লি, লোকনাথপার্ক তৎসংলগ্ন অঞ্চলের সাধারণ বাসিন্দারা উপকৃত হবেন। এতদিনের যে জলের অপ্রতুলতা ছিল তা মিটবে।

তিনি আরও জানান, তবে, এই জলপ্রকল্পের ফলে এখানে কোনও সবুজায়নের ক্ষতি করা হবে না। এই জলাধারের ছাদে এবং সংলগ্ন অঞ্চলে প্রস্তাবিত নবরূপে সজ্জিত 'রথীন দাশশর্মা শিশু উদ্যান' কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যান দফতরের তরফে শীঘ্রই তৈরি করে দেওয়া হবে। তাতে জয়শ্রী পার্ক সংলগ্ন এলাকার কচিকাঁচারা খেলাধুলা করতে পারবে। তিনি জানান, এই জলপ্রকল্প নির্মাণে প্রায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। আর এমন ভাবে এই প্রকল্পটি করা হয়েছে, যাতে ২০৪০ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বাড়লেও জলের অসুবিধা হবে না। এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় সাংসদ মালা রায়, বেহালা পূর্বের বিধায়িকা রত্না চট্টোপাধ্যায়, বরোর ১৪–র অধ্যক্ষা সংহিতা দাস সহ পৌর জল সরবরাহ দফতরের ডিজি সহ অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বিড়ালের চিকিৎসায় যেতে হবে বেলগাছিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কলকাতা পৌরসংস্থার উপমহানাগরিক অতীন ঘোষের উদ্যোগে কলকাতা শহরে এখন কুকুর কমবেশি অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু এখন সমস্যা বাড়াচ্ছে বড়াল। বর্তমানে কুকুরের মতো বিড়ালও নানা সময়ে কলকাতা শহরবাসীদের বিড়ম্বনার ফেলছে এবং দিনে–দিনে বিড়ালের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষকে কামড়ানো ছাড়াও বিড়ালের অসুস্থতাও সমস্যায় ফেলছে। কলকাতা পৌরসংস্থা অধীনস্থ থাপা ডগ পাউন্ডটি একটি কুকুরের চিকিৎসাকেন্দ্র। বিড়ালের জন্য কিছুই নেই। এজন্যই কলকাতা পৌরসংস্থার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে পৌর অধিবেশনে প্রস্তাব দেন, শহর কলকাতায় কুকুরের মতো বিড়ালদেরও ভ্যাকসিন দেওয়া এবং কলকাতা পৌরসংস্থার অধীনস্থ থাপা ডগ পাউন্ডে বিড়ালদের চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা হোক।

এ বিষয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থার নিজস্ব কোনও পশু হাসপাতাল নেই। কলকাতা পৌরসংস্থা অধীনস্থ থাপা ডগ পাউন্ড আছে। তাতে আমরা স্ট্রিট ডগদের নির্বীজকরণ ও টিকাকরণ করে থাকি। এখানে বিড়ালদের বিষয় সংক্রান্ত কিছু নেই। তবে উত্তর কলকাতায় রাজ্য সরকারের বেলগাছিয়া 'বেঙ্গল ভেটোরিনারি হসপিটাল অ্যান্ড ডগ ক্লিনিক'(বেলগাছিয়া মেট্রো স্টেশনের ঠিক বিপরীতে) আছে, সেখানে বিড়ালের চিকিৎসা হয়। ভ্যাকসিনেশন হয়। আর কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষে শহরের বাড়িবাড়ি গিয়ে বিড়াল ধরা একটা অসম্ভব কাজ। তিনি বিশ্বরূপ বাবুকে জানান, আপনি খুব কম খরচে বিড়ালের ভ্যাকসিনেশন, নির্বীজকরণ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে বেলগাছিয়া ভেটেরিনারি হসপিটালের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত ভাবে ওখানে করাতে পারেন। সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত হাসপাতালটি খোলা থাকে। সকালে বা বেলায় গিয়ে প্রথমে ৫০ টাকা দিয়ে একটা টিকিট করাতে হয়। যেটার সাতদিন ভ্যালিডিটি থাকে। এখানে চিকিৎসা করিয়ে, সেদিনেই পশুকে নিয়ে চলে যেতে হবে। খুব কম খরচে অপারেশন হয়।

লেন্স বার্তা

তৃষ্ণা : গরম পড়ছে পাখিদের জল খাওয়ান। ছবি : জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

বিপদ যন্ত্রণা : বয়সের চাপের সঙ্গে পরিচর্চার অভাবে ভেঙে পড়েছে বারান্দার বেশ কিছুটা তারই মাঝে মানুষের বসবাস আবার চলছে ব্যবসা। রাসবিহারী এভিনিউতে। ছবি : অভিজিৎ কর

একজোট : কলকাতায় গান্ধীমূর্তির পাদদেশে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিজেপির অবস্থান। ছবি : অরুণ লোধ

অদম্য : বিশেষভাবে সক্ষমরাও অঙ্কন প্রতিযোগিতায় শামিল।

রঙিন : অবাদে বিকোচ্ছে হরেক রঙের পেট্রোল, হাওড়ার আন্দুলে।

যাওয়া আসার পথে পথে

বাঙালির হাওয়া বদল শিমূলতলায় ৭ দিন

সুকুমার মণ্ডল

গত শতাব্দীর প্রায় ৭টি দশক ধরে বাঙালিদের 'হাওয়া বদল'–এ যাওয়ার জনপ্রিয়তম ঠিকানা ছিল পড়শি–রাজ্য বিহারের এই ছোট্ট জনপদটি। কলকাতা থেকে বেশি দূরেও নয়, টানা মাস–খানেক বা তারও বেশি সময় নামমাত্র টাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকা, তারওপর কুয়ো থেকে হজমি জলের অফুরন্ত যোগান ও সস্তায় টাটকা শাকসবজি, দেশি মুরগী ইত্যাদি সব মিলিয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালিদের সাধ্যের মধ্যে এমন বেড়ানোর জায়গা খুব বেশি নেই। অবিশ্যি শুধু শিমূলতলা নয়, কাছাকাছি দূরত্বে দেওঘর–মধুপুর–গিরিডিও তখন হাওয়া–বদলের জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে বিহার রাজ্য কেটে ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের প্রক্রিয়ায় গিরিডি দেওঘর ঝাড়খণ্ডে ঢুকে পড়লেও, শিমূলতলা (জামুই জেলা) বিহারেই থেকে গিয়েছে।

পিলে আর পাণ্ডু রোগে ভোগা বাঙালিরা এখানকার স্বাদু জলে যাদুর ছোঁয়া পেতেন। গত শতকের ৩০–৪০ দশকে বহু সম্ভ্রান্ত বাঙালিরা এখানে বাড়ি করে রেখেছিলেন, বছরান্তে শীতের দিনে সপরিবারে বা সবান্ধবে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে যেতেন। রীতিমতো 'চকচকে' হয়ে কলকাতা বা দেশে ফিরে যেতেন। অসংখ্য সৌখিন বাসভূমি আজও সেদিনের বাঙালিবাবুদের হাওয়া বদলের বিলাসিতার সাক্ষী দিচ্ছে।

কালের নিয়মে, বাঙালিবাবুদের হাতে সময় কমে গেল। মাসখানেক ছুটি পাওয়া দুরাশা হয়ে গেছে বহুদিন, এখন দু–তিনদিন বা বড়জোর সাতদিনের মেয়াদে বেড়ানোর অভ্যাস করে নিয়েছেন সবাই। প্রায় ১০০ বছর অতিক্রান্ত করেও শিমূলতলা কিন্তু আজও প্রায় অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছে। এখনো দূরপাল্লার নামী–দামী ট্রেন দাঁড়ায় না, গিজগিজে হোটেলে ভরে ওঠেনি, স্টেশন চত্বর ছেড়ে অল্প এগোলেই লাল কাঁকুরে উঁচুনীচু ঢালু জমি, বিজলী প্রবেশ করলেও বেশিরভাগ সময়ে লুকিয়ে পড়ে। তবু এখনো লাট্টু পাহাড় আছে, আছে পরিত্যক্ত বিশাল বিশাল বাড়ি, শাল–শিমূলের জঙ্গল আর পাথরের বুক কেটে তৈরি গভীর কুয়োগুলি। আর রয়েছে দূষণমুক্ত টাটকা বাতাস। রাতের আকাশে তারাদের ঝিলমিল, যেমনটা পরবর্তী আমরা ছোট্টবেলায় এই কলকাতা থেকেও দেখতে পেতাম অথচ এখন আর পাই না।

টাটা–দানাপুর এক্সপ্রেস বা হাওড়া মোকামা এক্সপ্রেস শিমূলতলায় থামে। টাটা দানাপুর অবশ্য আসানসোল ছুঁয়ে যাতায়াত করে। কলকাতা থেকে অন্য ট্রেনে আসানসোলে পৌঁছে আসানসোল–ঝাঁঝাঁ মেমু প্যাসেঞ্জার ধরে দুপুর সাড়ে বারোটার মধ্যে পৌঁছানো যায়। অন্যথায় দূরপাল্লার সুপারফাস্ট ধরে ঝাঁঝাঁ স্টেশনে নেমে অটো বা গাড়ি ধরে (২০ কিমি) শিমূলতলায় পৌঁছানো যায়।

আমাদের ভাড়াবাড়িটি স্টেশনের খুব কাছেই, পায়ে চলা দূরত্বে। ডিসেম্বরের তৃতীয় শনিবারে ৯জনের দল নিয়ে আমরা শিমূলতলায় পৌঁছোলাম প্রায় দুপুর দুটো। আমাদের সহায়ক স্টেশনের বাইরেই একটি খাওয়ার হোটেলে আমাদের দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের ব্যবস্থা

করে দিলেন। তিনটি বেড রুম, রান্নাঘর, ডাইনিং স্পেস ও দুটি স্নানঘরের এই বাড়িটি আমাদের আগামী ৬দিনের আস্তানা। হোটেলে খাওয়াদাওয়া না করে নিজেরা নিজেদের মতো রান্না–পর্ব মিটিয়ে নেব এমনটাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ভাড়ায় কেবল বাসনপত্র নয় গ্যাসের সিলিণ্ডার, ওভেন ও প্রেশার কুকারও নেওয়া হল। টাটকা সবজি ও মুরগী ইত্যাদি নিজেদের রুচিমতো রান্নার প্রস্তুতি খুব সহজেই সামলে দিলেন আমাদের ভ্রমণ–সঙ্গীরা। জানা গেল স্টেশন সংলগ্ন জায়গায় প্রতি রবি ও বৃহস্পতিবার হাট বসে। বলাবাহুল্য পরদিন রবিবারের হাটে আমরা সদলবলে হাজির সকাল আটটায়। মাটির সামগ্রী, গামছা–চাদর, শাক–সবজি, মাছ–ডিম ছাড়াও রয়েছে মনোহারী পশরা, কাচের চুড়ি, বাহারী অন্যান্য গহনা। শহুরে বাজারের সঙ্গে ঠিক মেলানো যাবে না এই হাট।

দুপুরের রোদ গায়ে মেখে আমরা অটো চেপে বেরিয়ে পড়লাম শিমূলতলার বহু চর্চিত লাট্টু পাহাড় অভিমুখে। স্টেশনের পুব দিকে অনুচ্চ টিলা–টি আকর্ষণ আজও অমলিন। দীর্ঘ ৪০ বছর পরে এসে দেখলাম, লাট্টু পাহাড়ের চূড়ায় ছোট্ট মন্দির তৈরি হয়েছে, পাহাড়ে চড়ার কাঁকুরে পথের জায়গায় বাঁধানো ধাপ হয়েছে। অথচ আমাদের স্মৃতি স্পষ্ট জানাচ্ছে লাট্টু পাহাড়ে এসব কিচ্ছুটি ছিল না আগে, হয়তো পরবর্তী সময়ে এই ধর্মীয় দখলদারী ঢুকে পড়েছে। লাট্টু পাহাড় থেকে সামান্য দূরত্বে পরিত্যক্ত রাজবাড়ি, যেটিকে আগে ভূতের বাড়ি বলা হত। তফাত একটাই আগে ওই বাড়ির ত্রিসীমানা মাড়াতো না কেউ, আর এখন দলে দলে সবাই বাড়িটার এখানে ওখানে ঢুঁ মারছে আর দেদার সেলফি তুলছে। তবে পরিত্যক্ত প্রাসাদোপম বাড়ি এখানে কেবল একটিই নয়, স্টেশনের পূর্ব ও পশ্চিমে আরও অনেকগুলো চোখে পড়ল। দারোয়ান বা মালীদের তত্ত্বাবধানে বাকি বাড়িগুলিও তাদের অতীত গরীমা নীরবে জাহির করছে। এই অঞ্চলে প্রচুর আতা গাছ। রয়েছে আম–কাঁঠালের বাগান। পাথুরে মাটির ফাঁকে ফাঁকে চলছে চাষ। ধান ছাড়াও গম, অড়হড়, অন্যান্য ডাল–শস্যের ক্ষেত রয়েছে। শান্ত গ্রামবাসীদের চোখের ভাষায় তীব্রতা নেই, রয়েছে সরল জীবনযাত্রার পরিতৃপ্তির ছাপ।

(জরুরি তথ্য শীতকালে এখানে আসা আরামের (নভেম্বর–ফেব্রুয়ারি)। ট্রেনের তথ্য উপরেই দেওয়া হয়েছে। ঘর–ভাড়ার জন্য সন্তোষ যাদব (৭৭৩৯১৫৬১৪২) অথবা সুবোধ (৯৯৪৯৪৯০১৭৫) এদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়া স্টেশনের বাইরে সন্ধান করলেই ঘরের খোঁজ পেয়ে যাবেন।

অটোয় চেপে একদিন ঘুরে আসা হল ২০ কিমি দূরের ধারারা নদী–খাত। পাশের বাঁকা জেলায় অবস্থিত এই নদী খাত, এখানে পাথর ফাটিয়ে নিজের গতিপথ করে নিয়েছে, প্রায় ১০০ ফুট গভীর সেই গিরিখাত ভ্রমণার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। যাওয়ার পথে শিমূলতলার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত ছাতু পাহাড়ের পাদদেশেও টহল দিয়ে নিলাম আমরা। অবশ্য উৎসাহীরা শিমূলতলা স্টেশন এলাকা থেকে দক্ষিণ দিকে মাত্র ৩–৪ কিমি দূরের ছাতু পাহাড়ে পায়ে হেঁটেও ঘুরে নেন। শিমূলতলা থেকে মাত্র ৩ কিমি উত্তরে (ঝাঁঝাঁ রোডের ধারে) রয়েছে আরও একটি শীর্ণ নদীখাত নাম নীলাবরণ। বড় বড় পাথরের পাশ গলে শীর্ণ নদী পশ্চিম থেকে পূর্বগামী পথে চলেছে। এখান থেকে সূর্যাস্তের দৃশ্যও অনবদ্য। শিমূলতলার উত্তরে ঝাঁঝাঁ রোড ধরে কয়েক কিমি এগোলেই শাল বনের রাজত্ব। এখন শীতে তাদের পাতা ঝরানোর বেলা তবে বসন্তের আগমনেই নতুন পাতার সবুজ পোষাকে সেজে ওঠার অপেক্ষায় রয়েছে ওরা। গ্ল্যামার–ভ্রমণের পালক হয়তো জুটবে না, তবে সারাবছরের ব্যস্ত যাপনে মাত্র সপ্তাখানেক বা দিন দশেক সময় বের করে শিমূলতলার টাটকা জল আর বাতাসে শরীরটাকে জুড়িয়ে নিলে ফের কাজে লেগে যাওয়ার প্রাণশক্তি ফিরে পাওয়ার গ্যারান্টি নিশ্চিত।

মাঙ্গলিকী

ওরিয়েন্টেশন প্রোগাম

অভিজিৎ হাজরা, হাওড়া: আইটিসির সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প মিশন সুনেহরা কল মানব উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্য-শিক্ষা এবং জীবিকা নির্বাহ সংক্রান্ত নানা উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে। সহযোগী যুব বিনিয়োগ ফাউন্ডেশন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কাজ করে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ নিয়ে।

এদের উদ্যোগে হাওড়া জেলার অন্তর্গত চন্ডীপুর – মানিকপুর গ্রামীণ হাসপাতালে অর্ধদিবস ব্যাপী ৯০ জনেরও বেশী আশা কর্মীদের নিয়েএক ওরিয়েন্টেশন প্রোগাম অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ্য ছিল এইচটিএসপি (স্বাস্থ্যের সময় এবং গর্ভাবস্থার ব্যাবধান), বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, কমবয়সী মাতৃত্ব এবং মাতৃ মৃত্যু কমানো। উল্লেখ্য, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য যেখানে মাতৃ মৃত্যুর অনুপাত (এমএমআর) বৃদ্ধি হয়েছে। উপস্থিত আশা কর্মী এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন।

এই ওরিয়েন্টেশন প্রোগামের উদ্বোধন করেন তৃষিতা ঘোষ (আই টি সি সুনেহরা কল)। সংক্ষিপ্ত সূচনা বক্তব্যে, তিনি সমস্ত আশা কর্মীদের তাদের অবদানের জন্য অভিনন্দন জানান। তিনি আরও বলেন, আই টি সি মিশন সুনেহরা কল আই টি সি উলুবেড়িয়া কারখানার ক্যাচমেন্ট এলাকায় আরও ভাল পরিষেবা সরবরাহের জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে সমস্ত সহায়তা প্রদান করবে।

সুদেষ্ণা প্রামাণিক (সিনিয়র পিএইচএন), বৈশাখী মাইতি (পিএইচএন) চন্ডীপুর – মানিকপুর গ্রামীণ হাসপাতালের লাবনী চ্যাটার্জী (অন্বেষা ক্লিনিক) এবং বলরাম সামন্ত (সমন্বয়ক-হাওড়া ইয়ুথ ইনভেস্ট ফাউন্ডেশন) সেশনে অংশ নেন এবং মূল্যবান ইনপুট প্রদান করেন। ইয়ুথ ইনভেস্ট ফাউন্ডেশন এর প্রশিক্ষক অতনু আচার্য সেশনগুলি পরিচালনা করেন। এই সার্বিক আলোচনায় আগামী দিনে সমাজে মাতৃমৃত্যু কমানোর জন্য আশা কর্মীরা উদ্যোগী ও অঙ্গীকারবদ্ধ হন।

লীনার কলমে ‘ইতি মাধবী’ প্রকাশিত

নিজস্ব প্রতিনিধি : তিনি সত্যজিৎ রায়ের ‘চারুলতা’, তিনিই শুত্বিক ঘটকের সুবর্ণ। আবার তিনিই ধারাবাহিক ’কুসুমদোলার মাধবীলতা। কেমন ছিল পর্দার সেই অনন্যা মাধবী মুখোপাধ্যায়ের ছোটবেলা? কেমনই বা এখন দিন কাটছে আশি পেরনো অভিনেত্রীর। দুই মলাটে সেই জীবনকাহিনি বন্দি করেছেন যিনি, তিনিও স্বনামধন্যা, লেখক-চিত্রনাট্যকার তথা রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়।

কারিগর- এর প্রকাশনায় সেই বই ইতি মাধবী’র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হল আজ সন্ধ্যায় আইসিসিআর-এ। বর্ষীয়ান অভিনেত্রী এবং লেখিকা লীনা ছাড়াও এই জমজমাট অনুষ্ঠানে সামিল হয়েছিলেন সাহিত্যিক নবকুমার বসু। ছিলেন টেলিপর্দার একঝাঁক তারকাও।

এক বছর ধরে এই বইটি লিখেছেন লীনা। প্রথমে এক সংবাদপত্রে ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়েছিল এই লেখাটি। এবার তা বই আকারে প্রকাশ করতে পেরে খুশি লেখিকা নিজেও। তাঁর কথায়, মাধবীদির হাতের ছোঁয়ায় কিছু একটা করার সুযোগ পেলাম। ওঁকে অনেক দিন ধরে চিনি, কাছ থেকে দেখেছি। ওঁর গভীরতাকে, ওঁর জীবনকে ছুঁয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছি। এই বই যদি কারও ভাল লাগে, তার সমস্ত উপাদান মাধবীদিরই।

বই আকারে মাধবী কাহিনি নিয়ে আসা যে প্রকাশনার উদ্যোগ, সেই কারিগরের তরফে দেবাশিস সাউ বলেন, এই বই প্রকাশ করতে পারা কারিগরের কাছে অত্যন্ত আবেগের এবং গর্বের। মাধবী মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পীকে নিয়ে এই বই। আমরা নিজেরাই এতে সমৃদ্ধ হলাম। এবং তার লেখিকা লীনা গঙ্গোপাধ্যায়, একাধারে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন, এবং যাঁকে বাংলা ধারাবাহিকের জননীই বলা চলে প্রার। আমার বিশ্বাস, এই বইটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হবে আপামর বাঙালির কাছে।

সন্ধ্যায় সাড়ে ছটায় বর্ষীয়ান অভিনেত্রী, তাঁর জীবনী লেখিকা এবং সাহিত্যিক নবকুমার বস্তর হাতে হল বইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ। তার পরে একে একে মঞ্চে উঠেছেন ছোট পর্দার জনপ্রিয় তারকারা। ভাগ করে নিয়েছেন প্রিয় মাধবীদি’র সঙ্গে নানা সুখমৃতি। বলেছেন এই বই নিয়ে তাঁদের আগ্রহ, কৌতূহলের কথাও। এমন স্বর্ণালী সন্ধ্যায় বাড়তি পাওনা ছিল দুর্বা সিংহ রায়চৌধুরীর একক রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান।

পত্র –পত্রিকা আলোচনা

ছন্দের ঘ্রাণ (সম্পাদক বিবেকানন্দ নস্কর, ১২ বর্ষ শারদ ১৪৩০, সন্তোষপুর, চাঁদপালা, দঃ২৪ পরগণা, দাম ৪০ টাকা) ছোটদের জন্য পত্রিকা, ছিমছাম, বাহুল্য-বর্জিত। কয়েকটি গল্প রয়েছে, বাকী কবিতা ও ছড়া দিয়ে গড়া। রতনতনু ঘাটি, বিবেকানন্দ নস্কর, সিদ্ধার্থ সিংহ, সৌমিত বসু, চিত্তরঞ্জন দাস, বিধান সাহা, আরণ্যক বসু, ড. অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, ভীম ঘোষ, অর্চনা ঘোষ, তরুণ কুমার সরখেল, তন্ময় গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখেরা ভালো লেখা উপহার দিয়েছেন। ছোটদের পত্রিকার অক্ষরের কোন আয়তন পাঠকদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য, সম্পাদক সম্ভবতঃ সেটা এখনো স্থির করে উঠতে পারেন নি।

প্লাবন (সম্পাদক স্বপন দত্ত, ৪৫তম সংখ্যা / শ্রাবণ ১৪৩০, মূল্য ৪০ টাঃ) ত্রয়োদশ বর্ষ চলছে। রুচিস্নিগ্ধ এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি নিজের স্বাতন্ত্র বজায় রেখে চলেছে। প্রয়াতা লেখিকা নিভা দে-র উপর একাধিক স্মৃতিচারণ তো আছেই, তাঁর লেখা উপন্যাসটির প্রথম খণ্ডও রয়েছে এই সংখ্যায়। সম্প্রতি-প্রয়াত সন্দীপ দত্তের একটি সাক্ষাতকারও রয়েছে, যা লিটল ম্যাগাজিনের লেখকদের কাছে মূল্যবান। ছটি নিবন্ধ রয়েছে। কবিতা পর্বে সুমিত্রা দত্তচৌধুরী, পরিমল চট্টোপাধ্যায়, ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়, অরূপ পান্থী, ইলা দাস, সোমা মুখোপাধ্যায়, মানসী কীর্তনীয়া, শ্রীময়ী চক্রবর্তী প্রমুখেরা দাগ রেখেছেন। ছাপা ও নির্মাণ পরিপাটি।

আকাশ বলাকা (সম্পাদক বিজন চন্দ, বৈশাখ/শারদ যুগ্ম সংখ্যা ২০২৩, ১০ বর্ষ, দাম ১০০ টাকা) যুগ্ম সংখ্যা হিসাবে বেরিয়েছে। প্রায় ৯০ জন কবির লেখা রয়েছে। রত্নেশ্বর হাজরা, কৃষ্ণা বসু, বিবেকানন্দ নস্কর, কানাইলাল সাহু, নিতাই মৃধা, পুণ্ডরিক চক্রবর্তী, মিলি দাস, ইলা দাস প্রমুখের লেখা আলাদা উল্লেখের দাবী রাখে। তারাশংকর দত্তের ছড়াটি পত্রিকার মান বাড়িয়েছে। একেবারে শেষে কয়েকটি গল্প / নিবন্ধ রয়েছে তবে সেগুলো তেমন কোন সম্ভাবনা উস্কে দেয় না। একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ কথাও রয়েছে। হাসির পাতাটির নির্বাচনে আরও একটু সতর্কতা কাম্য ছিল।

নতুন মুখ (সম্পাদক – আশীষ কুমার ভূইঁয়া, সাগর, ১২ বর্ষ, শারদ ১৪৩০, দাম ৪৫ টাকা) সাগর দ্বীপ থেকে প্রকাশিত বেশ বড়সড় আয়তনের পত্রিকাটি নিয়মিত বের হচ্ছে। চারটি ছোট গল্প এবং নয় খানি নিবন্ধ রয়েছে । কিছু কিছু রচনা বোধহয় ছোটদের কাছে উপভোগ্য হবে না, সম্পাদকের সতর্কতা কাম্য ছিল। মহাবলীপুরম নিয়ে লেখা ভ্রমণ কাহিনীটিতে প্রচুর ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ঢুকে পড়েছে তুলনায় ভ্রমণের স্থান মাহাত্ম্য ও আনুপূর্বিক বর্ণনা কম । লেখক বিমানে না ট্রেনে ফিরেছেন সেই তথ্যের কি প্রয়োজন !

ব্যঙ্গমা (সম্পাদনা অরুণোদয় ভট্টাচার্য / নভেম্বর ২০১৯ / মূল্য ২০ টাকা) পত্রিকার ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া নেই, কাজে কাজেই এটি কত তম সংখ্যা সেটা বোঝা গেল না । প্রচ্ছদে যতীন্দ্র কুমার সেন-এর আঁকা পরশুরামের চিকিৎসা সংকট-এর শেষ দৃশ্য ব্যবহার করা হয়েছে, পত্রিকার নামের সঙ্গে মানানসই। মজার ছড়া লিখেছেন, দীপ মুখোপাধ্যায়, তারাশংকর দত্ত, দেব কুমার মুখোপাধ্যায়। অরুণোদয় ভট্টাচার্যের গল্পটি (বাড়ি নিয়ে বাড়াবাড়ি) জমে গিয়েছে। অমিত গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রেম রম্য রচনাটিও সুন্দর ও সাবলীল। অসিত চট্টোপাধ্যায় (সেলফি) ও সুকুমার মণ্ডলের (সদা সত্য কথা বলিবে) রম্যরচনা দুটিও উপভোগ্য। সোমেন ঘোষের নিবন্ধটাও আমাদের ভাবায়, বাস্তবিক আত্মীয়পরিজনদের সম্পর্কের সুতো আজ কত আলগা হয়ে গিয়েছে! এই সংখ্যায় কৌতুকী হাজির করা গেল না বলে সম্পাদক মশাই আক্ষেপ করেছেন। সেটা না হয় মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু বই জুড়ে এত ভুল বানানের মিছিল কেন । প্রতিমাসের তৃতীয় বৃহস্পতিবার শ্রীমতী কৃষ্ণার সেনের বাড়ীতে (পি ৭৮, লেক রোডে) ব্যাঙ্গমার সভা বসছে। জটিল এই সময়েও হাসির ফল্গুধারা বজায় রাখার এমন প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। (পত্রিকার ঠিকানা ৭১/৩সি, পূর্ণদাস রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৯)

‘আল্পনা’ গ্রামে দেওয়াল চিত্র অঙ্কন কর্মশালা

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : পূর্ব বর্ধমান জেলার জঙ্গলমহলে ‘আল্পনা’ গ্রামে তিনদিনের অঙ্কন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। এই জেলার সীমান্তবর্তী আউশগ্রাম থানার জঙ্গলমহলে অবস্থিত লবণধার জনপদকেই পর্যটকরা ভালোবেসে ‘আল্পনা’ গ্রাম বলে থাকেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে এবং গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় গত সোমবার লবণধার গ্রামে তিনদিনের জাতীয় দেওয়াল চিত্র অঙ্কন কর্মশালা শুরু হয়েছিল। ‘বনে থাক বন্য, বাঁচুক অরণ্য’ স্লোগানকে সামনে রেখে ১৯-২১ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত এই কর্মশালায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের নানা বয়সী চিত্র শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেছিল। শিল্পীদের রং-তুলির টানে লবণধার গ্রামের অসংখ্য দেওয়াল প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু নির্ভর নানান চিত্রে সেজে উঠেছে। এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি রক্তদান শিবির, শিল্পী সংবর্ধনা, ক্যাম্প ফায়ার প্রভৃতির আয়োজন করা হয়েছিল। মূলত বন এবং বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের তাগিদে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়েই ধারাবাহিকভাবে এই অভিনব কর্মশালার আয়োজন করা হয় বলে উদ্যোক্তাদের দাবি।

ডায়মন্ড হারবারে ক্লাসিকাল মিউজিক ফেস্টিভ্যাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ডহারবার : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমির আয়োজনে ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় ডায়মন্ড হারবার রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত হল ২দিনের ক্লাসিকাল মিউজিক ফেস্টিভ্যাল। অনুষ্ঠানে ছিলেন ডায়মন্ডহারবারের বিধায়ক পান্নালাল হালদার, অতিরিক্ত জেলাশাসক, জেলা পরিষদ সৌমেন পাল, অপর সংস্কৃতি অধিকর্তা কৌস্তভ তরফদার, ডায়মন্ড হারবারের মহকুমা শাসক অঞ্জন ঘোষ। এছাড়াও ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমির সচিব সূর্য্য ব্যানার্জী, বিখ্যাত সরোদ বাদক দেবজ্যোতি বোস, জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ মুজিবর রহমান, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র, সোমাশ্রী বেতাল, হাসনাবানু শেখ, মোক্তার শেখ, ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার পৌরপ্রধান প্রণব দাস, জেলা তথ্য সংস্কৃতিক আধিকারিক অনন্যা মজুমদার সহ আরো অনেকে।

বিবেকানন্দ সোসাইটিতে গিরিশ বন্দনা

শ্রেয়সী ঘোষ : ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ সোসাইটিতে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি সোমবার সান্ধ্য অধিবেশনে ভক্ত ভৈরব গিরিশচন্দ্র এই শিরোনামে খ্যাতনামা অভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ শোনালেন গিরিশচন্দ্রের জীবন কথা। ব্যক্তিজীবন এবং নাট্য জীবন। ১ঘন্টা ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে তিনি শোনালেন গান। যে গানগুলি মূলত নির্বাচন করা হয়েছে গিরিশচন্দ্রের বিভিন্ন নাটক থেকে । যে নাটক গুলির মধ্যে রয়েছে চৈতন্যলীলা, রূপ সনাতন, দক্ষযজ্ঞ, শিববিবাহ, বিল্বমঙ্গল, নসীরাম, বুদ্ধদেবচরিত প্রভৃতি। শ্রোতাদের শিল্পী মুগ্ধ করলেন কথায় ও গানে।

রামরাজাতলায় দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গম দর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৪ ফেব্রুয়ারি হাওড়া রাজরাজাতলার বাণী নিকেতন হলে সুপ্রসিদ্ধ ১২ জ্যোর্তিলিঙ্গম-এর মূর্তির দর্শনের দ্বারোদ্ঘাটন করেনপ্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের সেবাইতবৃন্দ। দর্শন চলে ২৫ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৩টে থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। সেবাইতেরা জ্যোতির্লিঙ্গমের মাহাত্ম্য কথা সকলের সামনে সুন্দরভাবে পরিবেশন করেন। আগত ভক্তরা সেবাইতদের মাধ্যমে দোষ দান ও গুন গ্রহণের সংকল্প করেন। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গম দর্শন অনুষ্ঠানটি হাওড়াবাসীর মধ্যে চিরস্বরণীয় হয়ে থাকবে।

বাওয়ালির গুপ্ত বৃন্দাবন সেজে উঠেছে নতুন সাজে

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালি থানার অন্তর্গত বাওয়ালি মণ্ডল জমিদারদের প্রাচীন মন্দির নগরী গুপ্ত বৃন্দাবন ধাম সেজে উঠছে নতুন সাজে। পুরানো প্রাচীন বিভিন্ন মন্দিরগুলি কালের কবলে ধংস হয়ে যাচ্ছিল। বাওয়ালি মন্দির উন্নয়ন কমিটি সেই মন্দিরগুলি সংস্কারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। ইতিমধ্যেই ন’চুড়া মন্দির সহ আরো বেশ কয়েকটি মন্দির সংস্কার করা হয়ে গেছে। নাট মন্দিরটিও সংস্কার করা হচ্ছে। নাট মন্দিরের ছাদের ঢালাই হয়ে গেছে। মন্দিরের গায়ে নানা বিষ্ণুর অবতার ভাস্কর্য আকারে ফুটে উঠেছে। বিগত কয়েক বছর ধরে এই গুপ্ত বৃন্দাবন ধামে ধুমধাম করে দোলযাত্রা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্প্রতি সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর উদ্যোগে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন থেকে মন্দিরের সৌন্দর্যয়নের জন্য ৫৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। সেই টাকায় মন্দির প্রাঙ্গন জুড়ে পেপার ব্লকের কাজ চলছে। বাওয়ালি মন্দির উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক সুমন পাড়ুই জানালেন, এবারও দোলযাত্রা থেকে শুরু করে সাত দিন ধরে নানা ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। গত বছর এক লক্ষ মানুষের সমাগম হয়েছিল দোলযাত্রায়। ৬০ হাজার মানুষ ভোগ গ্রহণ করেছিলেন। এবার আশা করছি এই সংখ্যাটা আরো বাড়বে। আমরা মন্দির উন্নয়ন কমিটি স্থানীয় প্রশাসন এবং জনসাধারণের সহযোগিতা প্রার্থনা করছি।

স্মরণ সন্ধ্যা ভবানীপ্রসাদ

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া : গত ২৫ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪টায় ২৪৩ তম ‘নতুন প্রভাত’ পত্রিকার মাসিক আসর পঞ্চানন ‘ভবন’ জগদীশপুরে ছড়া, কবিতা, গানে শিশু সাহিত্যিক ভবানীপ্রসাদের এক বর্ণাঢ্য স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষা রত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক ড: মোহনলাল মণ্ডলের সভাপতিত্বে সত্যজিৎ রায়, টেরাকোটা খ্যাত আলোক কুণ্ডু, শঙ্কর সাহা,তপন কুমার ঘোষ, দীপঙ্কর বিশ্বাস, রবীন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা ভবানীপ্রসাদের ‘ছড়ার জগত’ বিষয়ে আলোচনা করেন। কবিতা পাঠে স্মরণ শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন কবি ব্রত চক্রবর্তী, কিঙ্কর চন্দ্র রায়, তরুণ মিত্র, শ্যামল দাশগুপ্ত, চয়নিকা বিশ্বাস, রুমা বসু নস্কর, মধুসূদন বাগ, তরুণ নাথ সাহা, রাঘব পোড়ে, লক্ষ্মী সিং প্রমুখ সুধীজন।

এছাড়াও সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিমল দাশগুপ্ত, নৃপেন্দ্র নাথ মাইতি, জ্যোৎস্না দাস ও শিশু শিল্পী সমাশ্রীতা নস্কর। তবলায় সঙ্গত করেন অমিতাভ দত্ত। মমতা শর্মা, রেখা মাইতি, বিশ্বজিৎ মণ্ডল, সিন্টু সাহা, সুব্রত মুখার্জি, প্রতিভা স্বর্ণকার প্রমুখ গুনীজন এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শতদল অধিকারী।

দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনতুন সমস্যার প্রতিকার জানতে
পড়তেই হবে

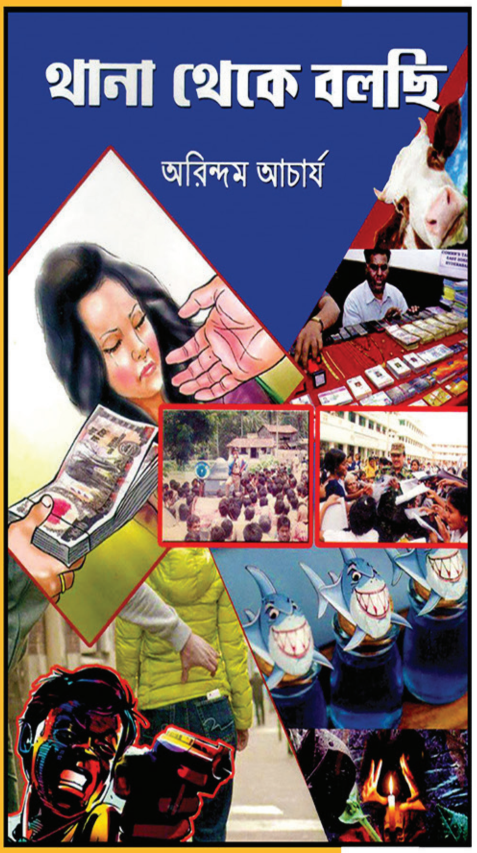

কি রয়েছে
- নারীপাচার ও তার প্রতিকার
- ডাকাতির কবলে পড়লে
- প্রতারণার ফাঁদ
- পুকুর ভরাট
- মোবাইল যখন শত্রু হয়
- বিজ্ঞাপনে বিপদ
- হায়রে চিংড়ি
- আরো অনেক কিছু ....

একজন দুঁদে পুলিশ অফিসারের অভিজ্ঞতা থেকে তুলে এক মলাটের মধ্যে এনে দিয়েছে
নিখিল বঙ্গ প্রকাশনী

এখনই সংগ্রহ করুন

দাম মাত্র ৩০/- টাকা

REGD. NO. WB/SC-279 R. N. I. NO. - 13709/66

আঁতস কাঁচে

নতুন ধ্রুব–তারা

ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন তারার নাম ধ্রুব। ভারতীয় ক্রিকেটে জুরেলই এখন জুয়েল’। ধ্রুব জুরেল। বাবা নেম সিং ছিলেন কার্গিল যুদ্ধের সৈনিক। আর ছেলে ক্রিকেট যুদ্ধের নতুন নায়ক। একসময় ছেলের ক্রিকেটের প্রতি ভালবাসা দেখে, মা বিক্রি করে দেন নিজের গলার সোনার চেনও। সেই টাকাতেই কেনা হয় ক্রিকেট কিট। সেই ছেলেরই এখন তুলনা শুরু হয়ে গেছে মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে। ধোনির রাঁচিতে তাঁর লড়াইয়েই ম্যাচ ও সিরিজ জিতেছে ভারত। প্রথম ইনিংসে লড়াকু ৯০ রান ছিল টার্নিং পয়েন্ট আর দ্বিতীয় ইনিংসে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়া ভারতীয় ব্যাটিংয়ে বাঁধ দিয়েছেন তিনিই। শেষপর্যন্ত তাঁর ৩৯ রানে অপরাজিত ইনিংসে ছিল ধোনির মতোই ফিনিশারের ছায়া। গোটা ম্যাচে স্পিনারদের ৫ উইকেট নেওয়ার দাপট থাকলেও, ম্যাচের সেরা হন তিনিই।

ম্যাচেই মৃত্যু

খেলতে খেলতেই মৃত্যু। শোকস্তব্ধ বাংলার ক্রীড়ামহল। একটা ম্যাচ জিততে চেয়েছিলেন বছর ৩২–এর অর্পিতা নন্দী। জীবনের কাছেই হেরে গেলেন। মর্মান্তিক ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার ইছাপুর গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরির অডিটোরিয়ামে খেলায়। সেখানেই লখনউয়ের হয়ে টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন অর্পিতা। ম্যাচ খেলার মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মনে করা হচ্ছে ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে অর্পিতার মৃত্যু হয়েছে। অর্পিতার দাদা অনির্বাণ নন্দীও টিটি প্লেয়ার। অর্পিতা অবশ্য সিনিয়র পর্যায়ে বাংলার হয়ে খেলেননি। বাংলার হয়ে না খেললেও, হাওড়া ব্যাঁটরা অঞ্চলের এই টিটি প্লেয়ারের মর্মান্তিক পরিণতিতে শোক নেমে আসে টিটি মহলে।

মিত্রাভর সোনা

বাংলার দাবায় ফের সাফল্যের আলো। কমনওয়েলথ দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা আনলেন মিত্রাভ গুহ। কমনওয়েলথ দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে ওপেন বিভাগে ৯ পয়েন্টের মধ্যে সাড়ে সাত পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হন বাংলার এই গ্র্যান্ডমাস্টার। গত বছর শ্রীলঙ্কায় রানার্স হয়েছিলেন মিত্রাভ। মালেকায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে থামছেন না। বরং ওখান থেকেই পরবর্তী লক্ষ্য নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করে দিয়েছেন তিনি। ৪ মার্চ থেকে মহারাষ্ট্রের নাসিকে শুরু হচ্ছে জাতীয় ব্লিজ চ্যাম্পিয়নশিপ। সেখানে ভালো ফল করাই মূল লক্ষ্য বাঙালি গ্র্যান্ডমাস্টারের।

নতুন স্টেডিয়াম

প্রীতি জিন্টার চিয়ারআপ কিংবা তারকাখচিত দল, কোনওভাবেই চ্যাম্পিয়নের ভাগ্য খোলেনি পঞ্জাব কিংসের। আইপিএলের আরাধ্য ট্রফির খোঁজে দলের নাম পর্যন্ত পাল্টে ফেলেছিলেন প্রীতি জিন্টা। বদলে গিয়েছিল লোগোও। তবু ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। এবার আইপিএলের আগে নতুন চমকই দিল পঞ্জাব কিংস। বদলে গেল তাদের হোম ভেন্যু। তাতে কি সাফল্য আসবে? তা অবশ্য ভবিষ্যতই বলবে। পঞ্জাব কিংস খেলত মোহালির আইএস বিন্দ্রা স্টেডিয়ামে। তাই জানানো হয়েছিল এবারের আইপিএল সূচিতেও। তবে পঞ্জাব কিংস সোশাল মিডিয়ায় জানিয়ে দিয়েছে, তাদের হোম গ্রাউন্ড হচ্ছে মোহালির নতুন স্টেডিয়ামে। মুল্লানপুরে নবনির্মিত মহারাজা যাদবিন্দ্র সিং ক্রিকেট স্টেডিয়ামে তারা হোম ম্যাচগুলি খেলবে। আধুনিকভাবে সুসজ্জিত এই স্টেডিয়ামের দর্শকাসন রয়েছে ৩৩ হাজার। ২৩ মার্চ দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে পঞ্জাব কিংসের ম্যাচ দিয়েই উদ্বোধন হবে এই স্টেডিয়ামের।

ব্র্যাডম্যানের ঠিক পরেই এখন যশস্বী

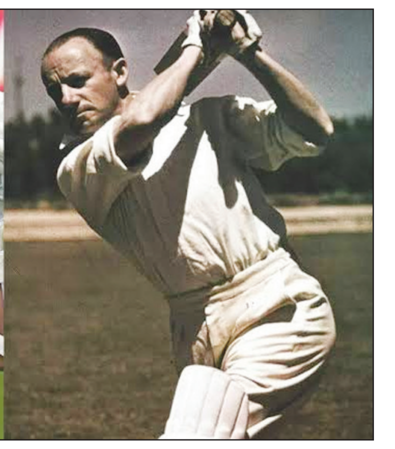

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্যার ডন ব্র্যাডম্যান...এভারটন উইকস, সুনীল গাভাসকর। শূন্য স্থানে ফাঁকা রাখা সেই জায়গাটা আর একজনের এখন। তালিকাটার নামটা আগে বলে দেওয়া যাক–টেস্ট কেরিয়ারে প্রথম ৮ টেস্টে সবচেয়ে বেশি রান করা ব্যাটার। নামটা জানা না থাকলে ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই ভাবতে শুরু করেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে এমন কে আছেন, টেস্টে যাঁর শুরুটা হয়েছে অবিশ্বাস্য। এই তালিকায় খুব বেশি নাম নেই। তাই খুঁজে বের করাও তেমন কঠিন নয়। ভণিতা রেখে বলেই দেওয়া যাক যশস্বী জয়সওয়াল। কেরিয়ারের প্রথম ৮ টেস্টে সবচেয়ে বেশি রান করা ব্যাটারদের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন ভারতের এই ২২ বছর বয়সী ওপেনার। তা–ও কোথায়, স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের ঠিক পরই! টেস্ট ইতিহাসে কেরিয়ারের প্রথম ৮ ম্যাচে জয়সওয়ালের চেয়ে বেশি রান শুধু ব্যাটিংয়ের শেষ কথা ব্র্যাডম্যানই করতে পেরেছেন। জয়সওয়াল প্রতিভার কত উজ্জ্বল প্রদীপ হাতে নিয়ে পা রেখেছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে, ভাবা যায়! টেস্টে অতিমানবীয় ব্যাটিং মগড়ের (৯৯.৯৪) ব্র্যাডম্যান তাঁর কেরিয়ারে ৫২ টেস্টে ২৯ সেঞ্চুরিসহ ৬৯৯৬ রান করেছেন। এর মধ্যে প্রথম ৮ টেস্ট শেষে তাঁর রান ছিল ১২১০। তত দিনে ডাবল’ ও ট্রিপল’ সেঞ্চুরির দেখা পাওয়া ব্র্যাডম্যানের সেঞ্চুরিসংখ্যা হয়ে গেছে ৫। এর মধ্যে ১৯৩০ সালে হেডিংলিতে কেরিয়ারের সপ্তম এবং ওল্ড ট্রাফোর্ডে অষ্টম টেস্টে এক ইনিংস করে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই ৮ টেস্ট খেললেও একটি ম্যাচে সব ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি ব্র্যাডম্যান। ২টি ইনিংস বাদ দিলে প্রথম ৮ টেস্টে মাত্র ১৪ ইনিংসেই ১২১০ রান তুলে নিয়েছিলেন ডন। গত বছরের জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টে অভিষিক্ত জয়সওয়াল ৮ টেস্টে ৯৭১ রান নিয়ে এ তালিকায় দ্বিতীয়। ব্র্যাডম্যানের তুলনায় ১ ইনিংস বেশি খেলেছেন জয়সওয়াল–১৫টি। অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরি এবং ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চলতি টেস্ট সিরিজে দুটি ডাবল’সহ মোট ৩ সেঞ্চুরি তুলে নেওয়া জয়সওয়াল অবশ্য তাঁর এই পথ পর্যন্ত ব্যাটিং গড়ে অবশ্যই ব্র্যাডম্যানের চেয়ে পিছিয়ে। এ ৮ টেস্ট শেষে জয়সওয়ালের ব্যাটিং গড় ৬৯.৩৫। ব্র্যাডম্যানের ক্যারিয়ারে প্রথম ৮ টেস্ট শেষে ব্যাটিং গড় ছিল ৯৩.০৭! শীর্ষ পাঁচে জায়গা করে নেওয়া ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেটের লিটল মাস্টার’ সুনীল গাভাসকরই একমাত্র কেরিয়ারের প্রথম ৮ টেস্টে সব ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছেন। অর্থাৎ ৮ টেস্টে ১৬ ইনিংস–রানসংখ্যা ৯৩৮। এই পথে ৪টি সেঞ্চুরিসহ ৭২.১৫ ব্যাটিং গড় নিয়ে গাভাসকরের শুরুটাও ছিল দুর্দান্ত। এখন দেখার ভবিষ্যতে কতটা কিংবদন্তি হয়ে উঠতে পারেন যশস্বী।

কলকাতায় খেললেন এশিয়ার দীর্ঘতম বাস্কেটবল খেলোয়াড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাঁচটা মেয়ের থেকে তিনি আলাদা। কারণ উচ্চতায় তিনি সাত ফুট। অর্থাৎ ভারতের তো বটেই, এশিয়ার সব থেকে লম্বা বাস্কেটবল খেলোয়াড়। কার্যত তিনি ভারতের সবচেয়ে লম্বা মেয়েও। রেলওয়ের হয়ে কলকাতায় জাতীয় বাস্কেটবল খেলতে এসেছেন কানপুরের ২৮ বছরের মেয়ে পুনম চতুর্বেদি। স্মৃতি উস্কে দিলেন সাত আটের দশকে কলকাতায় জাতীয় বাস্কেটবল টুর্নামেন্টে খেলতে আসা বিহারের দীর্ঘকায় খেলোয়াড় সুনীল পান্ডা বা অনিল শ্রীবাস্তবের। তবে দু’জনেই পুরুষ। একটি মেয়ের সাত ফুট উচ্চতা মুখের কথা নয়। কলকাতার মানুষ ভিড় জমায় শুধুমাত্র পুনমকে দেখার জন্য। এদিন বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের কোর্টে এক বৃদ্ধা পুনমকে দেখে অবাক। বলেই ফেললেন, কি ঢাঙ্গা রে বাবা, এ যে দেখি তালগাছকেও হার মানাবে!’ তবে জীবন সংগ্রাম সহজ ছিল না পুনমের। দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় তাঁর উচ্চতা ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি হয়ে যায়। তারপর তাঁকে খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত করার কথা ভাবেন তাঁর বাবা। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আজ এই জায়গায় তিনি। পুনম বলেন, ক্লাস টেনে পড়ার সময় আমার উচ্চতা ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি হয়ে যায়। আমার বাবার এক বন্ধু আমাকে কোনও খেলাধূলার সঙ্গে যুক্ত করার পরামর্শ দেয়। তারপর কানপুরের গ্রিনপার্কে যাই। সেখানে আমাকে বিক্রম স্যার বাস্কেটবল খেলার পরামর্শ দেন। তারপর ট্রায়াল দিই। সেখান থেকে দু’বছর আগ্রাতে ছিলাম। তারপর উইমেন্স ন্যাশনালে অংশ নিই। ২০১১–২০১৯ পর্যন্ত ছত্তিশগড়ে ছিলাম। জুনিয়র ন্যাশনাল, সিনিয়র ন্যাশনাল খেলি। ২০১৯ সালে কলকাতায় ইস্টার্ন রেলওয়েতে যোগ দিই।’ এশিয়ান গেমসে অংশ নিয়েছিলেন। আগামীতে নির্দিষ্ট কোনও লক্ষ্য নেই। একটাই মন্ত্র, ভাল খেলে যাওয়াড় পুনম বলেন, আমি ভাল খেলতে চাই। হাতে বল এলেই বাস্কেট করতে চাই। এশিয়ান গেমসে খেলেছিলাম। যে টুর্নামেন্টেই খেলি, সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি। আরও সাফল্য চাই।’ কলকাতায় এসে মুগ্ধ। পরিবেশও খুব ভাল লেগেছে তাঁর। পুনম বলেন, কলকাতায় খেলতে ভাল লাগছে। এত লোক এসেছে দেখতে। এটাই দারুণ।’ কানপুরের বাস্কেটবল প্লেয়ার জানান, ‘সাতবছর আগে ব্রেন টিউমার হয়েছিল তাঁর। সেই জীবনযুদ্ধ জয় করে এগিয়ে চলেছেন তিনি। যাবতীয় প্রতিকূলতার মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব রাখাই তাঁকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গে পুনম বলেন, আমার শরীর এখন ঠিক আছে। চড়াই–উতরাই চলতেই থাকে। সবারই হয়। এটার নামই জীবন। তবে সব পরিস্থিতিতে পজিটিভ থাকাই আসল চ্যালেঞ্জ।’

ক্রিকেটে রাজনীতির শিকার হনুমা বিহারী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্রিকেটে রাজনীতি! রাজনীতিবিদের অঙ্গুলিহেলনেই চলবে ক্রিকেট! হতে হবে অপমান! মানতে পারলেন না হনুমা বিহারী। রাগে–ক্ষোভে–দুঃখে আন্ধ্রা প্রদেশের হয়ে আর কোনওদিন খেলবেন না বলেই জানিয়ে দিলেন ভারতের হয়ে খেলা টেস্ট ক্রিকেটার। সমাজ মাধ্যমে স্পষ্ট লেখেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর কোনওদিন আন্ধ্রার হয়ে খেলব না। আত্মসম্মান হারিয়েছি।’ কোন ঘটনায় এত ক্ষুব্ধ! তাও প্রকাশ্যে আনেন তিনি। লেখেন, বাংলার বিরুদ্ধে রঞ্জির প্রথম ম্যাচে আমি ক্যাপ্টেন ছিলাম। প্রথম ম্যাচ চলাকালীন আমি দলের ১৭ নম্বর ক্রিকেটারের ওপর চিৎকার করেছিলাম। সে তার বাবাকে গিয়ে অভিযোগ করে। তার বাবা একজন রাজনীতিবিদ। সেই ক্রিকেটারের বাবা অ্যাসোসিয়েশনকে আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলে।’ তিনি আরও লেখেন, কোনও দোষ ছাড়াই আমাকে ক্যাপ্টেন্সি থেকে পদত্যাগ করতে বলা হয়। ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে আমি কোনও ক্রিকেটারকে কখনও কিছু বলিনি।’ হনুমার কথায়, গত বছর চোট পাওয়ার পরেও বাঁ হাতে ব্যাট করে অন্ধ্রকে গত ৭ বছরে পঞ্চমবার রঞ্জি নক আউটে পৌঁছতে সাহায্য করেছিলাম। দেশের হয়ে ১৭টি টেস্ট খেলেছি। কিন্তু তারপরও আমার চেয়েও ওই ক্রিকেটারই রাজ্যের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর খেদ, রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার কথা শুনতে হবে ক্রিকেটারদের, ভাবখানা এমন সেই কর্তাদের জন্যই যেন রয়েছেন ক্রিকেটাররা! শেষে বিহারী লেখেন, অত্যন্ত বিব্রত ছিলাম। তবে আমি এই মরসুমে খেলা চালিয়ে গিয়েছি একটাই কারণে। আমি খেলাটাকে সম্মান করি এবং দলকে ভালোবাসি।’

যুবভারতীতে ডার্বির দিনই ব্রিগেড সমাবেশ

কলকাতায় ম্যাচ না হলে সরতে পারে কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে

নিজস্ব প্রতিনিধি : যুবভারতীতে ডার্বি হবে তো! একদিকে যখন ডার্বির উন্মাদনা, তখন অন্যদিকে নির্বাচনের দামামা বেজে গেছে। তাতেই ১০ মার্চ যুবভারতীতে ফিরতি ডার্বি অনিশ্চিত। কারণ, একই দিনে আবার তৃণমূলের ডাকে ব্রিগেড সমাবেশ রয়েছে শহরে। একই সঙ্গে দুই দিক নিরাপত্তা সামলানো যে চাপেরই। ফলে, জল্পনা বেড়েছে। শেষপর্যন্ত প্রশাসন রাজি না হলে ওড়িশা কলিঙ্গ স্টেডিয়ামের নামও ভেসে উঠছে। ব্রিগেডের সভা হবে দুপুরে, আর খেলা সন্ধেয়। একইসময়ে না হলেও, শহর জুড়ে থাকবে দু’রকম উন্মাদনা। যানজটও তীব্র আকার ধারণ করতে পারে। এবারের ম্যাচ আয়োজনের দায়িত্বে ইস্টবেঙ্গল। লাল হলুদ কর্তারা মনে করছেন, কোনও সমস্যা হবে না। পুলিশ প্রশাসনের সহায়তা পাওয়া যাবে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেন, ’ব্রিগেড হবে দিনের বেলায়। আর ম্যাচ তো সন্ধ্যা সা।ে সাতটা থেকে। আশা করছি, কোনও সমস্যা হবে না। তবুও আমরা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলবো’। লাল হলুদ শীর্ষকর্তা আরও বলেন, ’সুপার কাপ ডার্বি আমরা জিতেছি। আইএসএলের গত ডার্বিতে আমাদের জেতা ম্যাচে কীভাবে রেফারি আমাদের আটকে দিয়েছে সেটাও আমরা দেখেছি। আর কিছু বলবো না।’ তিনি আশ্বাস দিলেও, আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

একনম্বরকে হারিয়ে ঐহিকার পাখির চোখ অলিম্পিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগের বছর ঠিক এইসময় জানতেন না আর টেবিল টেনিস ব্যাট হাতে তুলতে পারবেন কিনা। ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে কোমরে গুরুতর চোট পান। উঠে দাঁড়ানো কষ্টকর ছিল। খেলা তো দূর অস্ত। সেই জায়গা থেকে প্রত্যাবর্তন করে গত বছরই কেরিয়ারের সেরা পর্যায় পৌঁছে যান ঐহিকা মুখোপাধ্যায়। পান অর্জুন পুরস্কার। তার থেকেও বড় বিষয়, বুসানে বিশ্ব টেবিল টেনিস টিম চ্যাম্পিয়নশিপে কেরিয়ারের সেরা জয় তুলে নেন। বিশ্বর‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানে থাকা চিনের সুন ইংশাকে হারান বাংলার টেবিল টেনিস খেলোয়াড়। বিশ্বের একনম্বর প্যাডলারের বিরুদ্ধে সাফল্যের রহস্য ফাঁস করলেন তিনি। শুক্রবারই শহরে ফিরেছেন। শনিবার বিকেলে ধনুকা ধানশেরি সৌম্যদীপ পৌলমী টেবিল টেনিস আকাদেমির পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধিত করা হল। বর্তমানে দেশের দুই অর্জুন টিটি খেলোয়াড়ের আকাদেমিতেই অনুশীলনরত ঐহিকা। বুসানে সাফল্যের পুরস্কারস্বরূপ তাঁর হাতে এক লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন আকাদেমির কর্ণধার অতুল ধনুকা। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ঐহিকার সতীর্থ সুতীর্থা মুখার্জি। ছিলেন সৌম্যদীপ রায় এবং পৌলমী ঘটকও। বিশ্বমঞ্চে সেরা টিটি খেলোয়াড়কে হারানোর অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন ঐহিকা। জানান, তিনি নিজেই একনম্বর প্যাডলারের মুখোমুখি হতে চেয়েছিলেন। বরাবরই চ্যালেঞ্জ নিতে ভালবাসেন। ম্যাচে পিছিয়ে পড়ার পর মনে মনে ভেবেছিলেন, বিশ্বের একনম্বর খেলোয়াড়ও মানুষ। তাঁরও দুটো হাত রয়েছে। শেষমেষ হাল না ছাড়ার পুরস্কার মেলে। ঐহিকা বলেন, ম্যাচের আগের দিন রাতের মিটিংয়ে আমি বলেছিলাম আমি সুন ইংশার বিরুদ্ধে খেলতে চাই। তারপর আমাকে ডি গ্রুপে ফেলা হয়। ওর বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পেয়ে খুবই খুশি হয়েছিলাম। একটুও ঘাবড়ে যাইনি। আমি বরাবরই চ্যালেঞ্জ নিতে ভালবাসি। আমার থেকে যারা ভাল, তাঁদের বিরুদ্ধে খেলতে চাই। খুশি হয়ে প্র্যাকটিস শুরু করি। ডাবলসে চিনের খেলোয়াড়দের হারানোয় আত্মবিশ্বাস ছিল। ম্যাচের শুরুতে আমি কিছু পয়েন্ট পাই। দ্বিতীয় গেম হেরে যাই। আবার তৃতীয় গেম জিতি। তারপর ভাবলাম যাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত লড়াই করব। বিশ্বের একনম্বরও তো রক্তমাংসের মানুষ। দুজনেরই দুটো হাত আছে। শেষপর্যন্ত আমি ম্যাচটা জিতে যাই। বিশ্বমঞ্চে ভারতের মেয়েদের দলগত সাফল্য প্যারিস অলিম্পিকের দরজা প্রায় খুলে দিয়েছে। ৫ মার্চ অলিম্পিকে সুযোগ পাওয়ার খবর ঘোষিত হবে। তবে আন অফিশিয়ালি টিম হিসেবে ভারতের খেলা নিশ্চিত। প্রি–কোয়ার্টারে পৌঁছোনোর জন্য বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে ওপরে উঠে আসায় অলিম্পিকের টিকিট মিলবে। তবে ভারতীয় দলের হয়ে কারা প্রতিনিধিত্ব করবে, সেটা এখনও নির্দিষ্ট হয়নি। মণিকা বাত্রা, শৃজা আকুলা একপ্রকার নিশ্চিত। আরও দুটো স্পট খালি আছে। সামনে দুটো টুর্নামেন্ট আছে। সেখানে ভাল পারফরম্যান্সের ওপর নির্ভর করবে ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়া। সেসব নিয়ে অবশ্য ভাবতে চান না ঐহিকা। সামনেই সিঙ্গাপুর ওপেন। সুতীর্থার সঙ্গে আবার জুটি বেঁধে খেলবেন। আপাতত সেদিকেই ফোকাস। তবে প্যারিস অলিম্পিকের টিকিট পাওয়ার বিষয়ে আশাবাদী। ঐহিকা বলেন, অলিম্পিকের দল ঘোষণার পর প্রস্তুতি শুরু হবে। অবশ্যই আলাদা প্রস্তুতি নিতে হবে। ডব্লিউটিটি টুর্নামেন্ট খেলে যেতে হবে। স্ট্রেন্থ, পাওয়ারে উন্নতি করতে হবে। টিম জানার পর সূচি পরিবর্তন করব। ৪–৫ মার্চ ঘোষণা হওয়ার কথা। অঙ্ক অনুযায়ী আমরা কোটা পেয়ে গিয়েছি। টিটিএফ দল বাছাই করবে। সৃজা, মণিকা এমনিও জায়গা পাবে। আমারও সুযোগ রয়েছে। দলে জায়গা পেলে অলিম্পিক থেকে পদক আনার চেষ্টা করব। অলিম্পিকের জন্য বিদেশি কোচের দিকে ঝুঁকতে চান না ঐহিকা। ভরসা রাখতে চান সৌম্যদীপ, পৌলমীর ওপর। আগে পরিকাঠামোর অভাব ছিল ভারতে। কিন্তু বর্তমানে সবেতেই উন্নতি ঘটেছে বলে জানালেন বাংলার প্যাডলার। ঐহিকা বলেন, আমাদের কোচরা খুব ভাল করছে। ক্লাবে সৌম্যদীপ দা, পৌলমী দির মতো প্রাক্তন টিটি প্লেয়ার আছে। আমাদের সাপোর্ট স্টাফ দেওয়া হচ্ছে। সঠিক পদ্ধতিতে মানসিক, শারীরিক ট্রেনিং চলছে। গত ৩–৪ বছর ধরে সবকিছু ঠিক দিকেই এগোচ্ছে। মার্চের শুরুতেই সিঙ্গাপুর পাড়ি দেবেন টুর্নামেন্ট খেলতে। তার আগে বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে চান। খেলা না থাকলে এভাবেই সময় কাটান সেরেনা উইলিয়ামসের ভক্ত। একইসঙ্গে নিজের জন্য আলাদা সময়ও রাখেন। যখন সিনেমা দেখে, গান শুনে কাটান। তবে অবসর সময় সবচেয়ে পছন্দ বই পড়া। বাবা গৌতম মুখার্জি যখন কার্গিলে ছিলেন তখন থেকেই টেবিল টেনিসে যাত্রা শুরু ঐহিকার। মোটা হয়ে যাচ্ছিলেন বলে মাত্র ৩–৪ বছর বয়সেই মা টেবিল টেনিসে ভর্তি করে দেন। নৈহাটির মিহির ঘোষ আকাদেমিতে পথ চলা শুরু ছোট্ট ঐহিকার। নৈহাটির সেই মেয়েই এখন অলিম্পিকের পদক জয়ের স্বপ্ন দেখছেন।

সুপার সিক্সের আশা বাঁচিয়ে রাখল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইএসএলে আবার জয়ে ফিরল ইস্টবেঙ্গল এফসি। ঘরের মাঠে গত তিনটি ম্যাচে জয়হীন থাকার পর সোমবার যুবভারতীতে সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাল লাল–হলুদ বাহিনী। বহু চেষ্টার পর ম্যাচের ৬৫ মিনিটের মাথায় নন্দকুমার শেখরের গোলে এ দিন ম্যাচ জেতে ইস্টবেঙ্গল। নিজের শহরের দলের বিরুদ্ধে এই জয়সূচক গোল চলতি লিগে তাঁর পাঁচ নম্বর। ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে তিনিই এখন সর্বোচ্চ গোলদাতা। এই জয়ের ফলে নয় থেকে আট নম্বরে উঠে এল ইস্টবেঙ্গল। ১৬ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট তাদের। ছ’নম্বরে থাকা জামশেদপুর এফসি–র (১৭ ম্যাচে ২০) চেয়ে মাত্র দু’পয়েন্ট পিছিয়ে তারা। সাত নম্বরে থাকা নর্থইস্টের (১৬ ম্যাচে ১৯) সঙ্গে মাত্র এক পয়েন্টের ব্যবধান তাদের। অর্থাৎ, এই জয়ের ফলে ৬ নম্বরে পৌঁছোনোর দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে গেল লাল–হলুদ বাহিনী। জয়ের পর কোচ বলেন, আমরা প্রথমার্ধে খুবই খারাপ খেলেছি। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ভাল খেলেছি। প্রথমার্ধে চেন্নাইনের গোল পাওয়া উচিত ছিল। ওরা যথেষ্ট ভাল দল। ওদের কোচ ওয়েন কোইলকে আমি শ্রদ্ধা করি। দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের পরিবর্ত খেলোয়াড় আনতে হয় নতুন করে শক্তি বাড়ানোর জন্য। এটাই আমাদের কাজ। দ্বিতীয়ার্ধের পারফরম্যান্সে আমি খুশি। কারণ, ম্যাচের শেষে ফলই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দলের লড়াকু মানসিকতাও দলকে জিততে সাহায্য করেছে’। পুরো ম্যাচে ভাল খেলতে না পারলেও দলের খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সে সামগ্রিকভাবে খুশি কোচ। বলেন, দলের সব খেলোয়াড়কে নিয়েই আমি খুশি। মরশুমের মাঝখানে দলে একাধিক পরিবর্তন হয়েছে। নতুন ছেলেদের আমাদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে, আমাদের বুঝতে একটু সময় তো দিতেই হবে। তবু ওরা সব কিছু উজাড় করে দিচ্ছে। আমি যা চাইছি, তা–ই দিচ্ছে। ওদের কাছে এটা একটা বড় সুযোগ। ভবিষ্যতের জন্য এই সুযোগ ওরা কাজে লাগাতে পারে কিনা দেখা যাক’।

কলকাতা লিগ ও শিল্ড করার সমাধান মিলল না

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার ঐতিহ্যবাহী কলকাতা লিগ ও আইএফএ শিল্ডে নিয়ে কাটল না জটিলতা। এই দুই টুর্নামেন্টের উইন্ডো নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ও আইএফএর শীর্ষকর্তারা। ফুটবল ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সচিব সত্যনারায়ণের সঙ্গে একই টেবিলে ছিলেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত ও সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। উচ্চ পর্যায়ের এই বৈঠক থেকে কার্যত খালি হাতেই ফিরতে হয়েছে বঙ্গ ফুটবলের কর্তাদের। আইএফএ’র কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সচিব জানিয়েছেন আগামী দু–তিনদিন পর টুর্নামেন্টের আয়োজকদের সঙ্গে কথা বলবেন লিগের স্লট নিয়ে। অন্যদিকে, আইএফএ শিল্ডের বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত সচিব জানিয়েছেন ভারতীয় ফুটবলের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী জানুয়ারি মাসের দিকে শিল্ড আয়োজন করা যায় কিনা সে বিষয়ে পরে সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি। উচ্চপর্যায়ের এই বৈঠকে বঙ্গ ফুটবল মহলের তরফ থেকে সচিব এবং সভাপতি কলকাতা লিগের জন্য আলাদা স্লটের আবেদন রাখেন ফেডারেশনের সচিবের কাছে। এই বিষয়ে সত্যনারায়ণ বলেন, ‘আইএসএলের কোনও দলই নির্দিষ্ট রাজ্যের টুর্নামেন্ট গুলোতে নিজেদের প্রথম দল নামায় না। দ্বিতীয় সারির দলগুলো দিয়েই তারা খেলে। কর্ণাটক লিগে বেঙ্গালুরু এফসি তাদের রিজার্ভ দল নামায়।

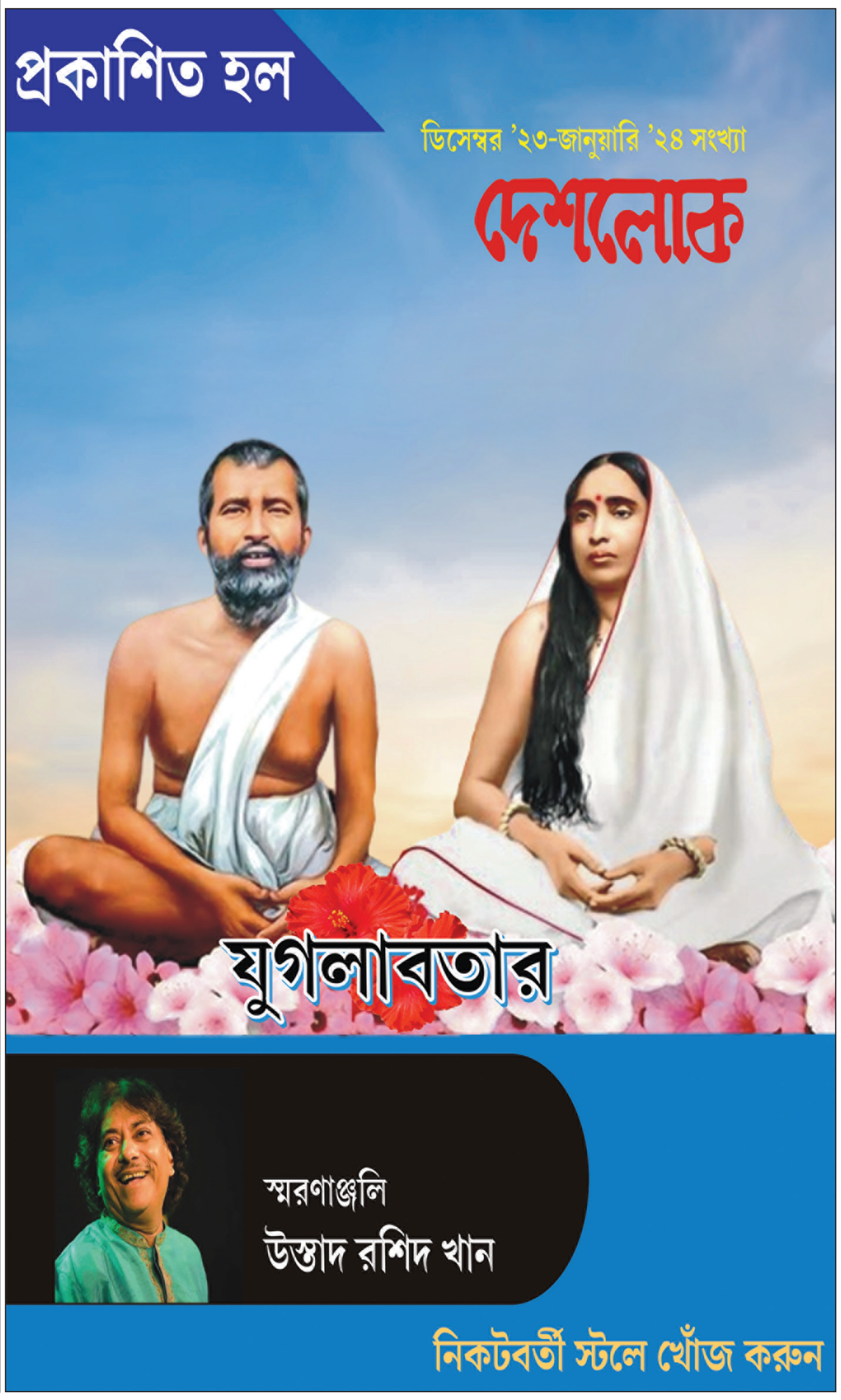

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন’হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com